উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা ১৮ পাতা 23 April 2023 Sunday Rs. 6.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় আলোচ্য বিষয় একটাই। গরম। মহানগরী থেকে শহর, মফস্সল, গ্রাম-সব জায়গায় ছবি এক। মানুষ কি একটু বেশি বিলাসী হয়ে পড়েছে, না আগে এত গরম পড়ত না? এবারের প্রচ্ছদে সেই প্রসঙ্গ।

গরম! গরম!

▸▸ সাত থেকে দশের পাতায়

তুঘলক লেন ছেড়ে চলে গেলেন রাহুল

▸▸ তেরোর পাতায়

জোটপন্থীদের শাস্তির পথে সিপিএম নেতৃত্ব

সানি সরকার ও ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তুলকালাম সিপিএমে। অস্বস্তি তৃণমূলে। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের রোষে উভয় দলের স্থানীয় নেতারা।

'অনৈতিক' সমঝোতা করার অভিযোগে বিদ্ধ দুই শিবিরের শিলিগুড়ির আইনজীবী নেতারা। তৃণমূল ও সিপিএমের জেলা নেতৃত্বকেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে রাজ্য নেতাদের কাছে। ইতিমধ্যে সিপিএম নেতৃত্ব শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার পথে হাঁটতে শুরু করেছে। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নেতাদের মন্তব্যে তা স্পষ্ট।

বারে বিপত্তি

- সমঝোতায় কারা জড়িত, কোন কোন নেতা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন, বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন সেলিম
- কেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হল তা নিয়ে অনুসন্ধান করছে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী
- জোটের বিপক্ষে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব
- বিষয়টি নিয়ে প্রচারে নামছে বিজেপি

দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি এবং তৃণমূল, দুটি দলের বিরুদ্ধে আমাদের একই অবস্থান। কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে সিপিএম ও তৃণমূল সমঝোতা করে লড়াই করছে বলে শনিবার একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর দুই দলেই হইচই পড়ে যায়।

সিপিএম সূত্রে খবর, বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ির নেতাদের। কে কে এই সমঝোতা করায় জড়িত, কেন তৃণমূলের সুবিধা করে দিতে সিপিএমের কয়েকজন মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন, এতে কারও সুবিধা ভোগের সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি।

রাজ্য সম্পাদকের নির্দেশের আভাস মিলেছে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের বক্তব্যে। তিনি বলেন, 'কেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হল, তা অনুসন্ধান করছি। কয়েকজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে।' দলের আরেক নেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেছেন, 'বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে তৃণমূলকে ভোট নয়, আমরা এই প্রচার করছি।'

সিপিএমের কয়েকজনকে সাসপেন্ড করা হতে পারে। যদিও তৃণমূল এখনও তত স্পষ্ট করে কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। তবে বিস্তারিত তথ্য পাইনি। খোঁজ নিচ্ছি।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলেন, 'এরকম জোট হয়েছে বলে শুনিনি। দল এরকম সমঝোতা সমর্থনও করে না। আমি শুধু তৃণমূলকেই ভোট দেব।' গৌতম বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য।

সিপিএম, তৃণমূলের এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে বিজেপি। 'নতুন শিলিগুড়ি মডেল'-কে হাতিয়ার বানিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রচারের কৌশল নিচ্ছে পদ্ম শিবির। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব জোট' বলে টুইটে কটাক্ষ করেন শনিবার সকালে।

নিজের প্রাক্তন দল সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, 'সিপিএমের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছে। জোতদার, জমিদারের দল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এর আগে আইএসএফের সঙ্গে জোট করেছে। তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন নয়। ২০২১-এর নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট যাতে ভাগ না হয় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করতে আইএসএফের সংখ্যালঘু প্রার্থী তুলে নেওয়া হয়েছিল।' বাম মনোভাবাপন্নদের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন শংকর।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

চোপড়ার আশাকর্মীর দেওয়া খবরে সাফল্য শিলিগুড়ি পুলিশের

কান্না যখন খুশির। শনিবার রাতে মেডিকেলে 'পুনর্মিলন'। -সংবাদচিত্র

ঘটনাক্রম

- বুধবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় রঞ্জিতাকে
- বৃহস্পতিবার দুপুরে রঞ্জিতার সন্তানকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় অঞ্জু
- তদন্তে নেমে শনিবার পুলিশ চোপড়ায় তার খোঁজ পায়
- রাতেই চোপড়ায় পৌঁছে যায় পুলিশ
- সেখান থেকে অঞ্জু ও তার দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়

হদিস হল সেই শিশুর

রাহুল মজুমদার ও রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া সেই শিশুর খোঁজ মিলল শনিবার রাতে। চোপড়া থানার বলরামপুর এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে শিলিগুড়ির পুলিশ। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। ধৃতদের মধ্যে দুজন পুরুষ। একজন মহিলা। তাদের নাম প্রদীপ দাস, রাহুল দাস ও অঞ্জু দাস। রাহুল ও প্রদীপ অঞ্জুর ভাই। মেডিকেলে অঞ্জুর সঙ্গে ছিল তার মা শিখা দাস। তাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এদিকে, রাতেই শিশুটিকে নিয়ে আসা হয় শিলিগুড়িতে। মেডিকেল কলেজের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন চিকিৎসকরা। সব ঠিকঠাক থাকলে শিশুটিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

চোপড়া থেকে মেডিকেল কলেজে এসে কেন এই শিশু চুরির মতো ঘটনা ঘটাল ওই দুই মহিলা? প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতদের মধ্যে চুরির পান্ডা অঞ্জু অপুত্রক। ওই শিশুটিকে সে নাকি নিজের সন্তানের মতোই বড় করবে ভেবে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটিকে। মেডিকেল কলেজে সকলের নজর এড়িয়ে এই কাণ্ড ঘটাতে তাকে সাহায্য করেছিল মা শিখা।

ঘটনার পর থেকেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। কিন্তু প্রাথমিকভাবে যে সিসিটিভিগুলির ফুটেজ মিলছিল, তা থেকে ওই মহিলার মুখ বোঝা যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে কলকাতা পুলিশের স্কেচ আর্টিস্টের দ্বারস্থ হয় শিলিগুড়ির পুলিশ। শনিবারই কলকাতা থেকে অপূর্ব ঘোষ নামে ওই শিল্পীকে এখানে বিমানে নিয়ে আসা হয়। শিশুটির মা রঞ্জিতা সিংহের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্ত মহিলার ছবি আঁকাও শুরু করে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির ছেলে অপূর্ব। তবে শেষ অবধি তার আর প্রয়োজন হয়নি।

মেডিকেল কলেজের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, 'মাকে শিশুটি দেখানো হয়েছে। এসএনসিইউতে ভর্তি করে শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

এই শিশুটি উদ্ধারে বড় ভূমিকা নিয়েছেন মেডিকেল কলেজের এসএনসিইউয়ের সিস্টার ইনচার্জ ও আশাকর্মীরা। কীভাবে? শুক্রবার গভীর রাতে ওই সিস্টার ইনচার্জ নিজে থেকেই এসএনসিইউয়ের সিসিটিভির ফুটেজ দেখছিলেন। তখনই তাতে দুই মহিলার গতিবিধি দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি যে ফুটেজ দেখছিলেন, তাতে কিন্তু দুজনের মুখটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। পরে সন্দেহভাজন দুই মহিলার পোশাকের সঙ্গে শিশু নিয়ে চলে যাওয়া মহিলার পোশাক মেলানো হয়। দেখা যায় সিস্টার ইনচার্জের সন্দেহ সত্যি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কাজে লাগায় আশাকর্মীদের। শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি থেকে শুরু করে চোপড়ার আশাকর্মীদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয়। বলা হয়, এলাকায় নতুন কোনও শিশু দেখলে যেন খবর দেওয়া হয়। সেই সূত্র ধরেই চোপড়ার এক আশাকর্মী খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে রাতেই চোপড়া রওনা দেয় শিলিগুড়ি পুলিশের একটি দল। চুরি যাওয়ার তিনদিন পার হওয়ার আগেই ওই শিশু উদ্ধারকে সাফল্য হিসেবেই দেখছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগ থেকে ওই সদ্যোজাত চুরি গিয়েছিল। খড়িবাড়ি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর রঞ্জিতা সিংহ নামে ওই প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় বুধবার ভোরে রঞ্জিতাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে চুরির সূত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : বছর ছয়েক আগে বিহারের বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে চোপড়ার বলরামপুরের বাসিন্দা অঞ্জুর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এত বছর পেরিয়ে গেলেও সন্তানের মা হতে পারছিলেন না অঞ্জু। তাই বছর দুয়েক আগে আইভিএফের মাধ্যমেও মা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এরপর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। স্বামীও অঞ্জুকে পরিত্যাগ করে চলে যান দিল্লি। চোখের সামনে মেয়ের এমন দুর্দশা দেখতে পারছিলেন না মা শিখা দাস। তাই পরিকল্পনা করেন বাচ্চা চুরির।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বাচ্চা চুরি করেই মেয়ের কোল ভরাতে চেয়েছিলেন শিখা। চোপড়ায় নিজেদের গ্রামে সকলকে জানিয়েছিলেন আইভিএফের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অঞ্জু। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রীতিমতো রেইকি করে শিশু চুরি করে চোপড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন মা-মেয়ে। তদন্তে নেমে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে শিলিগুড়ি পুলিশের।

গত ১৯ তারিখ চোপড়া থেকে বাসে শিলিগুড়ি জংশনে আসেন অঞ্জুর মা শিখা। সেখান থেকে টোটোতে করে আসেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে পৌঁছেই তার ঠিকানা হয় মেডিকেল কলেজের লেবার ওয়ার্ড। ওই ওয়ার্ডেই দিনভর রেইকি করেন শিখা। রাতে ওই ওয়ার্ডের বাইরে ঘুমিয়েছিলেন। কীভাবে নিরাপত্তারক্ষীরা পাহারা দেন, কখন চিকিৎসকরা রাউন্ডে আসেন, নার্সরা কখন কী করেন, সদ্যোজাত শিশু ক'টি রয়েছে, তাদের পরিবারের কী নজরদারি রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় রেইকি করেন তিনি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নজরকাড়া

নিশীথের গ্রামে পুলিশ চৌকি

▸▸ তিনের পাতায়

মেডিকেলে ফের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা

▸▸ পাঁচের পাতায়

পুজোর আগেই সাফারি পার্কে সিংহদর্শন

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শীঘ্রই শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে সিংহ ও জিরাফ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পুজোর আগেই সাফারি পার্কে সিংহের দর্শন পাওয়া যেতে পারে। সাফারি পার্কের অন্দরে তৎপরতা দেখে অন্তত এমনটাই অনুমান করা যাচ্ছে। এমাসের শেষে কিংবা আগামী মাসের শুরুতে সাফারি পার্কের পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসতে পারে কেন্দ্রের বিশেষ দল। তাই গত তিনদিন ধরেই সাফারি পার্কের ভিতরে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। কোন এনক্লোজারে কতটা জায়গা প্রয়োজন, কত কর্মী প্রয়োজন, কী কী করতে হবে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সাফারি পার্কের ডিরেক্টর কমল সরকার বলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি চলছে। ল্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন করা হচ্ছে। শীঘ্রই সিংহ আসবে।'

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের পর এবার সিংহ, জিরাফ, জেব্রা আনার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর। সেইমতো ওয়েস্টবেঙ্গল জু অথরিটির পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কেন সিংহ, জেব্রা, জিরাফ আনার অনুমতি দেওয়া হবে তার কারণ হিসেবে বর্তমানে সাফারি পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সফল প্রজনন, ভালুকের প্রজনন সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি মরণাপন্ন বিদেশি প্রাণী ক্যাঙারুকে সুস্থ করে তুলে সাফারির জন্য ছাড়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সেন্ট্রাল জু অথরিটির দিক থেকে প্রাথমিকভাবে সবুজ সংকেত মিলেছে। তাই পার্কে ল্যান্ড আইডেন্টিফিকেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কতটা জায়গা সিংহের জন্য প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন জিরাফ বা জেব্রার জন্য সেইসমস্ত বিষয় নিয়ে চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে পুজোর আগেই শিলিগুড়ির সাফারি পার্কে সিংহ চলে আসতে পারে বলে সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে। তারই তোড়জোড় শুরু হয়েছে পার্কে। ল্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন হলেই ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু হবে। এরপর শেলটার তৈরি করা হবে বলে সাফারি পার্কের কর্তারা জানিয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

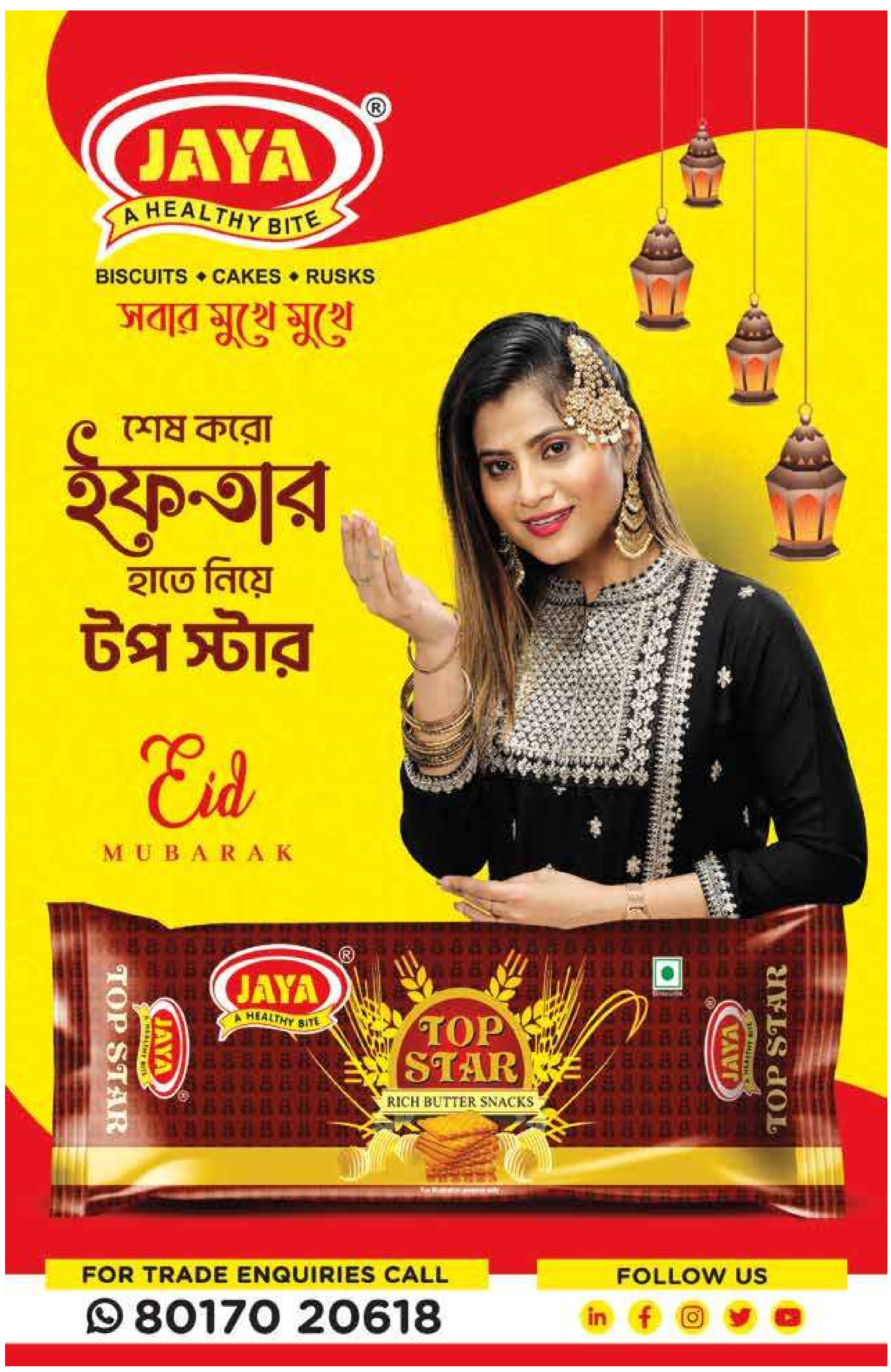

ইদগাহে ঘুচল লিঙ্গভেদ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২২ এপ্রিল : রেজামুদ্দিন আনসারির সঙ্গেই নমাজ পড়লেন শাবানা খাতুন। দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকে এই প্রথম।

এতদিন ব্লকের বুড়াগঞ্জের বক্তরভিটায় ইদগাহ মাঠে ইদের নমাজ পড়া হত ঠিকই, কিন্তু সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নমাজ পড়ার সুযোগ পেতেন না মহিলারা। এই প্রথম পুরুষদের পাশে পর্দার আড়ালে নমাজ পড়তে পেরে খুশি স্থানীয় মহিলারা।

খুশির ইদে মাতোয়ারা গোটা দেশ। শনিবার বক্তরভিটার ইদগাহের মাঠেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। বরং অন্যবারের তুলনায় এবার তা ছিল কিছুটা বেশিই। এখানে প্রতি বছরই পুরুষরা নমাজ পড়েন। আর এতদিন মহিলারা নিজের বাড়ি কিংবা এলাকার কোনও মাদ্রাসায় গিয়ে নমাজ পড়তেন। যদিও তাঁরা চাইতেন পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে ইদের নমাজ পড়ার সুবিধা। তাই এবছর মহিলাদের আবেদনের ভিত্তিতে ইদগাহ মাঠে পুরুষদের পাশেই তাঁদের নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে পর্দা টাঙিয়ে তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা ছিল।

বক্তারভিটা মসজিদ কমিটির সদস্য রেজামুদ্দিন আনসারিরা বললেন, 'পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের সমান অধিকার দিতেই এবছর এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য বছর মহিলারা ঘরে ইদ পালন করায় খুশির আমেজ অর্ধেক হয়ে যেত। তবে এবার সবাই একসঙ্গে নমাজ পড়ায় পূর্ণ খুশির আমেজ অনুভূত হচ্ছে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে
শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

মেষ : নতুন ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগে রোগমুক্তিতে স্বস্তি। পুরোনো দিনের কোনও কাজের সুফল পাবেন এ সপ্তাহে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে অহেতুক বিতর্কে জড়াবেন না। প্রেমে আনন্দ লাভ।

বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। গুরুজনদের প্রতি আপনার কর্তব্যে সংসারে আনন্দ। আপনার স্পষ্ট কথার কারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাড়ি সংস্কারে নেমে অধিক ব্যয় হওয়ায় দুশ্চিন্তা। বিদেশে যাওয়ার জটিলতা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। ক্রীড়াবিদগণ নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ত কাজের জন্য জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি লাভ। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। সন্তানের বিদেশযাত্রার বাধা কেটে যাবে। কোনও প্রতারকের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা। হৃদরোগীরা খুব সাবধানে থাকুন।

কর্কট : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকলেও চিকিৎসায় উন্নতি হবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। খুব সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করুন। জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা। নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা হতে পারে। অচেনা ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলুন।

সিংহ : ঋণ পরিশোধ করতে পেরে দুশ্চিন্তামুক্ত। ভাই ও বোনের সঙ্গে সপ্তাহের শেষভাগটুকু কাটিয়ে আনন্দ লাভ। পুরোনো কোনও সম্পত্তি যেমন জমি, বাড়ি ইত্যাদি কিনে লাভবান হতে পারবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। শত্রুর সঙ্গে আপস-আলোচনা কাজে লাগতে পারে।

কন্যা : বারবার যে কাজটি করতে গিয়েও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই কাজ এই সপ্তাহে শুরু করলে সাফল্য আসবে। অধ্যাপক ও চিকিৎসকগণের শুভ ফলদায়ক এই সপ্তাহটি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আপনার ক্ষতিই করবে। দাম্পত্যকলহ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করুন। বাড়িতে পূজাচর্নার উদ্যোগ গ্রহণে আপনিও অংশগ্রহণ করুন।

তুলা : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে দীর্ঘদিন পরে স্বস্তি প্রাপ্তি। ব্যবসার কারণে ঋণ মঞ্জুর হবে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পী হলে নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে সমস্যায় পড়তে পারেন। অতিভোজনের কারণে দুর্ভোগ।

বৃশ্চিক : আপনি বাস্তববাদী হলেও এই সপ্তাহে আবেগবসত কোনও কিছু করে ফেলে সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ভাইবোনের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতানৈক্য হলেও সপ্তাহের শেষে তা কেটে যাবে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্য আপনাকে আনন্দ দেবে। অর্থের জন্য কোনও কাজ করতে সমস্যা হবে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

ধনু : এই সপ্তাহে আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও হঠাৎ ব্যয় হতে পারে বেশি। কিছু ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে থাকবে উৎকণ্ঠা। বিদেশে চাকরিরত প্রিয়জনের সাফল্যে গর্বিত ও আনন্দিত হবেন। নতুন কোনও কাজের পরিকল্পনায় আনন্দ। হঠাৎ কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মকর : ব্যবসার জন্য দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। কাজের কোনও ব্যক্তির পরামর্শে কাটিয়ে উঠতে পারবেন সম্পর্কের সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে খুব ভুল করে ফেলবেন। নতুন কোনও জমি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। হঠাৎ কোনও কারণে আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। পেটের কারণে কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

কুম্ভ : হঠাৎ নতুন কোনও কাজের সুযোগ মেলায় খুশি হবেন। খুব শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। অযথা বিতর্কে জড়িয়ে, বেফাঁস মন্তব্য করে সমস্যায় পড়বেন। আপনার অতি সাহসী সিদ্ধান্ত সমস্যা তৈরি করতে পারে। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে জলপথ বাদ রাখার চেষ্টা করুন। মাথার যন্ত্রণায় দুর্ভোগ।

মীন : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগে ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব আসতে পারে। মায়ের শরীরের দিকে বেশ নজর রাখা দরকার। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কন্যার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ তৃপ্তি ও স্বস্তি দেবে। হৃদরোগীরা চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন।

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, M.A., 30/5`-3", দেব, বেঃ চাকরিরতা, একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়ির মধ্যে সুপাত্র কাম্য। 7908484640. (C/105413)

শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, একমাত্র কন্যা, 4`-11", M.A., সুশ্রী, ফর্সা, সরকারি চাকরি/MNC-তে কর্মরত পাত্র কাম্য। 9064763662. (C/105428)

■ কায়স্থ, 32/5`, দেবারি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা, সঃ/বেসরকারি চাকরিজীবী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M-9874494878. (C/103779)

বৈদ্য, ফর্সা, সুশ্রী, সুরুচি সম্পন্না, 37/5`, কুম্ভ, নর, M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, স্বল্পকালীন ইস্যুলেস ডিভোর্সি। শিলিগুড়ি নিবাসী ও শিলিগুড়িতে কর্মরত, বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, 42 অনূর্ধ্ব, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, শিক্ষিত, নেশাহীন, উপযুক্ত পাত্র চাই। দেবারিগণ ও মাঙ্গলিক চলিবে না। M/WApp- 9435546718. (C/105416)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5`-5", Ph.D. প্রফেসর, নিজস্ব বাড়ি কলিতে। পিতা ডাঃ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাঃ/IIT পাত্র চাই। M-8859051311. (C/105284)

■ নমশূদ্র, 33/5`-3", সুশ্রী, প্রাঃ শিক্ষিকার জন্য সুপাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার। M-9735937341. (U/D)

■ SSC শিক্ষিকা, M.Sc., B.Ed., 40/5`-4", নাম মাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক বা শিলিগুড়িতে স্থায়ী হবে। নরগণ ব্যতীত, সঃ চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-9679335535. (K)

■ পাত্রী নমশূদ্র (26), সুশ্রী, M.A. পাশ, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8609616901 (Call & WhatsApp). (C/105422)

■ কায়স্থ, ২৮/৫`-৩", M.Sc. (Math.) Convent, সুশ্রী, মাঙ্গলিক, সরকারি চাকুরে পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M/WA- 8172025967. (C/105427)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দাস, 33/5`, একমাত্র কন্যা, ফর্সা, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিরতা (শিলিগুড়ি), উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। No caste bar. M- 8016892476. (C/105250)

■ পূঃবঃ, সাহা, বয়স 32+, উচ্চতা 5`-1", M.A., B.Ed. পাত্রীর জন্য দাবিহীন, চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। Caste bar নেই। M-9434183574. (C/103963)

■ EB, 26/5`-3", কনভেন্ট, B.Tech, নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M-9734485015. (C/105285)

■ ব্রাহ্মণ, 22/5`-4", B.Sc., সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। M-9330848518. (C/105285)

■ কায়স্থ, দত্ত, আলিম্মান গোত্র, 31 বৎসর, 5`-4", দেবগণ, তুলা রাশি, সুশ্রী, স্লিম, B.Sc. (H), M.L.I.S. পাঠরতা, TET পাশ (2022), রিটায়ার্ড মেডিকেল অফিসারের কনিষ্ঠা কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব 36, সরকারি/উচ্চবেসরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Mob. No: 9434240787. (C/105417)

■ সাহা, 30/5`-3", M.A. পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। Ph: 7001085552. (C/105455)

■ কায়স্থ, 32/4`-10", মাঙ্গলিক, একমাত্র কন্যা, M.A., D.El.Ed, Tet কোয়ালিফায়েড। সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। অনূর্ধ্ব 40, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Phone,W/No. 9733113994. (C/105435)

■ রাজবংশী পাত্রী, M.A., M.Phil. NET (J.U.), উচ্চতা- 5`-3", বয়স- 29+ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M.No. 9775474711. (A/B)

■ সাহা, Gen, 30/5`, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য 32-40 মধ্যে, সরকারি চাকরিরত বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-7602333933, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (C/105446)

■ বারুজীবী, 29/5`-2", M.Sc., Ph.D., কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, স্ব/অসঃ, সুচাকুরে পাত্র কাম্য। দেবারিগণ ও SC/ST বাদে। 6289072143. (C/105442)

পাত্র চাই

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, M.A. (B.Ed. পাঠরতা), Content Writing-এ যুক্ত, 25+/5`-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র মেয়ে। 31 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য) পাত্র কাম্য। M-8167863854. (C/105441)

■ পাত্রী SC, 27/5`, B.A. (H), Beng. D.El.Ed., টেট পাশ, সংগীতজ্ঞা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী। উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, স্বঃ/অসবর্ণ, 32-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। M- 8116969473. (A/B)

■ পাত্রী বিহারি, 33/5`, B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক পাত্রীর সরকারিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/105284)

■ শিলিগুড়ি (বৈশ্য), প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, ২৩+/৫`-২", M.A., B.Ed., সুন্দরী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার, শিলিগুড়িতে স্থায়ী বসবাসকারী, সরকারি/বেসরকারি, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। M-9474383639. (C/112392)

■ কায়স্থ (Gen.), 31+/5`-3", রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Scale-1 officer পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য পদস্থ সরকারি/আধা সরকারি/MNC/LIC, Bank-এ কর্মরত পাত্র চাই। M/W- 9932129720 (রাত ১০টা থেকে ১১টা)। (B/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, উচ্চতা- ৫`-৫", কনভেন্ট এডুকেটেড, এমএ (ইংলিশ), বি.এড., 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ, বয়স-৩১ বছর, একমাত্র কন্যা। চাকরিজীবী, রুচিশীল, ছিমছাম পরিবারের, উদার মনের উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, মা হাইস্কুলের শিক্ষিকা। কোচবিহার সদর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। কোনও ঘটক/Matrimonial সংস্থা যোগাযোগ করবেন না। Phone No. 9474718039, 7550816528. (C/103794)

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 32/5`-4", M.A./B.Ed., গভঃ কলেজ SACT, শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-8967645366. (C/112393)

■ সাহা, 28/4`-10", M.A. পাঠরতা, একমাত্র মেয়ে। শিলিগুড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সাহা পাত্র কাম্য। M-9832573817, 9679425234. (C/105290)

■ বাবা ডাক্তার (M.D), মা PSU Officer, একমাত্র কন্যা, 24+/5`-4", B.Tech, ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। ডাক্তার (সার্জেন) অগ্রগণ্য। M-8910895115. (C/105145)

■ ঘোষ, M.A. পাশ, বয়স-35, উচ্চতা- 5`-2", 40-42 মধ্যে পাত্র কাম্য। Ph. No. 9382204724. (C/112394)

■ রাজবংশী, 33/5`-1", সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। M-6297637402. (C/105141)

■ Gen., 25/5`-3", M.A., B.Ed., Tet উত্তীর্ণ (2022), ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম পাত্রীর জন্য যোগ্য, সৎ, স্থায়ী সরকারি চাকুরে/ব্যাংককর্মী পাত্র চাই। (Cotractual ঋermanent নয়)। কোনও ঘটক/বিবাহ প্রতিষ্ঠান ফোন করবেন না। জলপাইগুড়ি/ময়নাগুড়ি অগ্রগণ্য। মোবাইল নং- 8597635530. (C/105142)

■ 40/5`-4", M.A. information technology-তে Dip., ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, অবিবাহিত পাত্র চাই। M-7001873697. (C/103964)

■ কায়স্থ, 29+/5`-4", M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-9474425312, 9002597187. (C/103795)

■ দাস (শীল), 27+/5`, সুশ্রী, স্লিম, বি.কম. পাশ পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িস্থিত, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mobile No. 7908033942. (C/105458)

■ কায়স্থ, 28/5`, M.A., B.Ed., D.El.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি, উপযুক্ত পাত্র চাই। (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। Mob: 8637318781. (C/105458)

পাত্র চাই

■ দত্ত, 31/5`3", M.Sc + B.Ed, প্রাইভেট হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। M-9832645127 (M-TR)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, DOB 01.01.1990, M.A., B.Ed., 5`-3", গৌরবর্ণা, সুদর্শন, শান্ত স্বভাবের, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনূর্ধ্ব 36 পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9434048912. (C/105297)

■ নমশূদ্র, 28/5`-3", BDS, ডাক্তার পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। M-9735011006. (C/105294)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, শীল, 38/5`, শিলিগুড়িস্থিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Coste no bar. M-8927333553, 8637500716. (C/105449)

■ ব্রাহ্মণ (কাশ্যপ), নর, 26/5`-4", গ্রাফিকস ডিজাইনার, B.A. (2nd yr.), পিতা-মাতা কেঃ সঃ চাকরির অবসরপ্রাপ্তর একমাত্র কন্যা। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুদর্শন, সঃ/বেঃসঃ চাকরি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য। M/W- 9434089176. (C/105297)

■ সাহা, 28/5`-2", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। M-9800671971. (C/105297)

পাত্র চাই

■ বৈশ্য, আলিম্মান গোত্র, রায় চৌধুরী, ২৯ বৎঃ, সুশ্রী, ঘরোয়া, এমএ পাশ, সম্ভ্রান্ত, বনেদি পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M-7908831312, 6 P.M. to 10 P.M. (C/105294)

■ পূঃবঃ বৈদ্য, 30/5`-9", সুন্দরী, গৌরবর্ণা, MD (Homeopathy) Kol-এ অধ্যয়নরতা একমাত্র কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, 32/38-এর মধ্যে সুচাকুরে পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। পিতার সঙ্গে যোগাযোগ- 9434721890, 8918231237. (C/105468)

■ কুলীন, 36/5`-6", M.A., কনট্রাক্টচুয়াল পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ডিভোর্সি চলবে। আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। M-9733452242. (C/103967)

■ কর্মরতা, ৪২+/৫`, ফর্সা, সুশ্রী, এমএ, বিএড, বিধবা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9476475700, শিলিগুড়ি। (C/105298)

■ কায়স্থ রায়, 26/5`-8", M.Sc. (Bio.), আলিম্মান গোত্র, ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। (M) 9476312575. (C/105298)

■ শিলিগুড়ি বাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, 32/5`-3", M.A. (Eng.), B.Ed., (প্রতিষ্ঠিত স্কুলের টিচার)। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M-9593221051. (C/105294)

পাত্রী চাই

■ তিলি কুণ্ডু, 34/5-6", B.E. Civil, বর্তমানে মুম্বইয়ে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, স/অসঃ পাত্রী কাম্য। 8509515991, 9800187755 (C/112397)

■ EB কায়স্থ, 32/5`-7", Software Engineer Delhi MNC-তে কর্মরত (20+LPA), নরগণ, সুদর্শন পাত্রের সুন্দরী, কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 8670725972. (C/105370)

■ কায়স্থ, 37/5`-4", ডিভোর্সি, MBA Pass, বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। Mob : 9804355364. (C/105262)

■ ব্রাহ্মণ, 35, B.Com., 5`-7", ব্যবসায়ী, দেবারিগণ, সিংহ রাশি পাত্রের জন্য সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী আবশ্যক। (M) 9475081605. (C/105406)

■ প্রাথমিক শিক্ষক, 32, M.A., 5`-5", শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। Mob : 8388019764. (C/105410)

■ কায়স্থ, ৪০/৫`-৩", বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষক। উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832466794. (C/105411)

■ পাত্র সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, দেবারিগণ, M.A. (English), 28+/5`-7", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য সুন্দরী, সরল স্বভাবা, সংসারী পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গের পাত্রী অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-(M) 9474920756. (C/B)

■ শিলিগুড়ি, সাহা, 28/5`-2", M.A., বেসরকারি কর্মরতা, শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। M-8145272732. (C/105297)

■ ব্রাহ্মণ, ২৭, ফর্সা, 5`-3", সুশ্রী, এমএ পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসারের একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9474962461, 9832411314. (C/105464)

■ ডাক্তার (বিডিএস), সুন্নি মুসলিম, 28+/5`-4", ফর্সা, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M-8670180156. (A/A)

■ কায়স্থ, দাস, 29/5`-4", B.A., ফর্সা, সুশ্রী (ডিভোর্সি, 6+ ছেলে আছে) পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M-9064279355. (C/105466)

পাত্রী চাই

■ 35+, B.Tech., (নিজস্ব প্রফেশন), 5`-8", কায়স্থ, মাঙ্গলিক শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। শিবমন্দির। 9832388122. (M/M)

■ ৫` উচ্চতা, ২৫ বছর, সুপাত্রী ১০ম পাশ চলবে। পাত্র সিকিউরিটি গার্ড, দেবনাথ পদবি। (M) 8617376706. (C/105295)

■ পাত্র বারুজীবী, 32/5`-5", মকর, নর, B.Tech., MBA, TCS কলকাতায় কর্মরত। জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য 25-27-এর মধ্যে, ন্যূনতম স্নাতক, ফর্সা, সুন্দরী, বারুজীবী/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। Phone : 8944850092. (C/105412)

■ কায়স্থ দাশ, 42/5`-9", নর, সিংহ, স্নাতক, নেশাহীন, সুদর্শন, বেঃ সঃ স্কুলে ক্লার্ক পাত্রের জন্য শিলিগুড়িস্থিত অনূর্ধ্ব 35, স্নাতক পাত্রী কাম্য। 6297058453. (C/105415)

পাত্রী চাই

■ মাহিষ্য, 31/5`-11", B.Tech., সঃ প্রাঃ শিক্ষক, শিলিগুড়ি Rtd. কেঃ সঃ অফিসারের একমাত্র পুত্রের জন্য স্নাতক পাত্রী কাম্য। (M) 8617036426. (C/105284)

■ ব্রাহ্মণ, 43, একমাত্র সন্তান, ইঃ মিডিয়াম স্কুলের অ-শিক্ষক কর্মচারী, গ্রাফিক্স ও ওয়েব ডিজাইনার, দেবারিগণ পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9474083580. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 38+/5`-11", M.Sc., প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত (ডিভোর্সি), সুন্দরী, B.A. পাশ পাত্রী কাম্য। (M) 8250915050. (S/M)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 31+/5`-6", M.Com., কর্মকার, জুয়েলারি ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 5` অনূর্ধ্ব 27, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মোঃ 9476383629. (C/105421)

■ পাত্র General, মাহিষ্য, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 30, স্বাস্থ্যবান, B.Tech., MNC-তে কর্মরত, Bengaluru পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। Caste no bar. 9475765928. (C/112389)

■ কায়স্থ, M.Tech., ৩২/৫`-৭", বেঙ্গালুরুর MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, চাকরিরতা বা চাকরি করতে ইচ্ছুক পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9064830229. (C/105423)

■ পাল, 31/5`-9", M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, উত্তরবঙ্গে কর্মরত সুপাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9734488572. (C/105285)

■ 31/5`-9" ব্রাহ্মণ, একমাত্র ছেলে CBSE প্রাইভেট হাইস্কুলে কর্মরত। ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বাবা-মা রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে। কোচবিহার। 9733305215. (K)

■ কায়স্থ 33/5`-9" হাইস্কুল শিক্ষক। অনূর্ধ্ব 28, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। 9933567667 (K)

■ কায়স্থ, 42/5`-5", দেবারিগণ, B.Com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি, গাড়ি পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, 30-35-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 8597387246. (C/105137)

■ কায়স্থ, 31/5`-5", কাশ্যপ, B.A., নিজস্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। ফর্সা, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 7908686634. (C/105431)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, শ্যামবর্ণ, 5`-8"/30+, উচ্চশিক্ষিত, সরকারি চাকরিরত। সম্ভ্রান্ত পরিবার। ফর্সা, স্লিম, শিক্ষিত 5`-3"/4", 25-26 মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 6297243122. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 32/5`-6", B.Com. (H), C.U., শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ও নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9800334541. (C/105284)

■ EB, কায়স্থ, 37/5`-4", M.Sc., B.Ed., (Convent), ছোট পরিবার, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সুদর্শন, বাড়ি, গাড়ি, উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যবসায়ীর জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 8436390727. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, 28/5`-8", B.Tech., MNC Bengaluru-তে কর্মরত, শিক্ষিতা/কর্মরতা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9547471977. (C/105288)

■ ক্ষত্রিয়, 34+, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসা, 5`-5", সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের সুপাত্রী কাম্য। (M) 7478969017. (S/C)

■ কায়স্থ, 35/5`-5", B.Com., Central Govt. Employee পাত্রের জন্য সুশ্রী, ভদ্র, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9474085475, 8768694712. (C/105451)

পাত্রী চাই

■ পাত্র নমশূদ্র, 38+, দাবিহীন, ব্যবসা, 5`-4", মাধ্যমিক পাশ, বাড়ি, গাড়ি আছে। ভালো পাত্রী চাই। (M) 9735018507. (C/105450)

■ ব্রাহ্মণ, কলিঃ নিবাসী, ফর্সা, স্লিম, 30/5`-4", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, H.S./B.A. পাত্রী চাই। কায়স্থ, বৈদ্য, নাথ চলিবে। (M) 6289869027 (K)

■ বৈদ্য, 38, শিক্ষক (কোচিং) পাত্রের জন্য ঘরোয়া, কায়স্থ অগ্রগণ্য, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী চাই। কোচবিহার। (M) 9339159311. (C/103798)

■ ব্রাহ্মণ, পাত্র 31/5`-6", কন্যা রাশি, নরগণ, বাৎস্য। বি.ফার্ম, নামী ঔষধ কোম্পানি (সিকিম) Asstt. Mngr. পদে কর্মরত। সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 26, ব্রাহ্মণ পাত্রী (উত্তরবঙ্গ) কাম্য। (M) 9832503652. (C/105148)

■ গন্ধবণিক, 34/5`-7", Electrical Engineer, Ph.D করিতেছে স্কলারশিপ, পিতা Pension holder, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8250383246. (C/105144)

■ জলঃ, পূঃ বঃ কায়স্থ, একমাত্র সন্তান, 33/5`-6", M.A., সঃ অফিসে কর্মরত (Cont.) পাত্রের জন্য স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ উপযুক্ত সুশ্রী/শিক্ষিতা পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। নিজস্ব বাড়ি, দাবি নাই। (M) 9832502996, 9641001767 (W/A). (C/105143)

■ নমঃ, এক পুত্র, 5`-8"/33+, বিএ, জলঃ শহরে, চাকুরে, দ্বিতল গৃহ, বিত্তশালী, সুন্দরী পাত্রী চাই। কাস্ট নোবার। (M) 7872835973. (C/105149)

■ কায়স্থ, বয়স, 39/5`-8", M.Tech., Ph.D., কলিতে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9474716895. (C/105140)

■ কায়স্থ, 29/5`-9", দিল্লি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 26, স্নাতক পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স অগ্রগণ্য। 9434069056. (C/105138)

■ কায়স্থ, 40/5`-4", (ডিভোর্সি), MNC-তে Tech. পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মা রেলের পেনশনার। আলিপুরদুয়ার। (M) 7063360126. (C/103965)

■ Gen., 31/5`-4", H.S., কর্মযুক্ত ঘরজামাই থাকতে ইচ্ছুক, ভালো ও ইচ্ছুক পরিবার যোগাযোগ করবেন। 8967169691. (C/105455)

■ General Caste, SBI-এ স্থায়ী পদে কর্মরত, ছোট পরিবার, 32+/5`-9", নরগণ, অমাঙ্গলিক। নম্র, ভদ্র, সুশিক্ষিতা, রুচিশীলা যোগ্য পাত্রী কাম্য। পাত্রীর যোগ্যতাই বিবেচ্য। যোগাযোগ : 7477866311, 7679715410. (C/105294)

■ কায়স্থ, 32+/5`-11", দেব, B.Arc. (NIT) Bengaluru-তে Architect পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী (Bengaluru-তে কর্মরতা অগ্রগণ্য) কাম্য। (M) 8016980630. (C/105294)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, নর, কাশ্যপ, 32+/5`-8", কেঃ সরকারি স্থায়ী কর্মচারী। পাত্রী ২৫-২৭ বয়সের মধ্যে অঃ গ্র্যাজুয়েট, অদেবারি, অকাশ্যপ (শিলিগুড়ি বা তৎসংলগ্ন অগ্রগণ্য) সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ 7318738778, সন্ধ্যা ৬টা-রাত্রি ৯টা। (C/105297)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, General, 5`-6", বয়স-30, সুদর্শন, MBA, B.E., Bengaluru, Nestle-এ কর্মরত। উপযুক্ত, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9434162109, 9474873292. (C/105297)

■ WB ব্রাহ্মণ, 33/5`-7", M.Sc. (Agri.), MNC (Kol) কর্মরত, কোচবিহারে নিজের বাড়ি। ফর্সা, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া, গরিব, মধ্যবিত্ত পরিবারের সুপাত্রী চাই। সত্বর রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। Caste no bar. (M) 7864919146 (পাত্রের নম্বর)। (C/105294)

■ ৩৫ উর্ধ্বে পাত্রী চাই (No Caste bar), পাত্র 43+, যাদব ঘোষ, যোগাযোগ : 9641094794. (C/105463)

■ ব্রাহ্মণ, B.A.Pass, 38/5`-5", স্থায়ী বাড়ি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। Mob : 9932123586. (C/105467)

পাত্রী চাই

জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, টোটো ব্যবসা ও অন্যান্য বাবাদ মাসিক আয় 25,000/-, পিতা পেনশনার ও স্বর্গীয়া মাতার একমাত্র সন্তান। 35+/5`-8", B.A. পাশ, নেশাহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য বঃ 28-33-এর মধ্যে সুশ্রী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতির, কোনওপ্রকার চাকরিরতা চলবে না এমন পাত্রী কাম্য। যোগাযোগের সময় : 7.30 P.M. - 9.30 P.M. Mob : 9547017991, 9832017955.

■ মাহিষ্য, 29/5`-6", গৌরবর্ণ, B.A., LLB, ইসলামপুর কোর্টে কর্মরত, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্র। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8759107137. (C/103966)

■ কায়স্থ, 38/6`, মকর, দেবারি, MBA, কলিতে বেঃ সঃ-তে কর্মরত। নিজ Flat, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। মোঃ 8617605406. (D/S)

■ পূঃ বঃ বৈদ্য, 38/5`-7", B.A. পাশ, তুলারাশি, দেবগণ, MNC-তে কর্মরত পাত্রের 32 মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 9330011934. (C/105296)

■ কর্মকার, 29/5`-9", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য গরিব বা মধ্যবিত্ত ঘরের পাত্রী চাই। মোঃ 8597631597. (105471)

■ পাত্র 30+/5`-10", দেবগণ, শিবগোত্র, Bengaluru-তে কর্মরত। B'Luru-তে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। Only Parents please Call : 8945006367. (C/105298)

■ কায়স্থ, নরগণ, বিন্নাগুড়ি নিবাসী, জলঃ, 29/5`-7", M.Tech. Engineer, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (Govt. Contractor) পৈতৃক বাড়ি, গাড়ি পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা 26 পাত্রী কাম্য। (M) 7797803077. (A/B)

■ কায়স্থ, 45+/5`-7", M.Sc. (Physics-JU), B.Ed., High School Teacher, Mutual Divorcee, No Issue, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9433534960. (C/103796)

■ মাহিষ্য দাস 31+/5`11", কালিয়াগঞ্জ নিবাসী B. Tech, Civil Engineer, Architecture সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কোন Caste Bar নাই। Whatsapp-8900372403 (M-TR)

■ B. Tech, M Tech (Govt.) Lecturer Group A gazetted পাত্রের জন্য উঃবঙ্গ সরকারি চাকুরিরতা পাত্রী কাম্য। 34, 5`9"। M-8942809056 (M-TR)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/105297)

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জী, শিব ঘটক, জেলা-নদিয়া, বেতয়াডোহরী, পাইতকাবাড়ি, ১০০০ ফিস। (M) 9800584841, শিলিগুড়ি। (M/G)

নিশীথের গ্রামে পুলিশ চৌকি

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ২২ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গড় ভেটাগুড়িতে লাগাতার গণ্ডগোলের জেরে তাঁর বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভেটাগুড়ি চৌপথিতে বসল পুলিশের অস্থায়ী চৌকি। দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের ধারে বাঁশ ও টিন দিয়ে তৈরি হয়েছে ওই অস্থায়ী চৌকিটি। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে। এছাড়া পুলিশের একটি বড় ভ্যান ২৪ ঘণ্টা ওই চৌকিতে দাঁড়িয়ে থাকছে। আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও সমস্যা দেখা দিলে যাতে তৎক্ষণাৎ পুলিশ পদক্ষেপ করতে পারে, সেজন্যই এই উদ্যোগ। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে এখন রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা পুলিশকর্তারা। এপ্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'কোথাও গণ্ডগোলের খবর পেলে চৌকি থেকে পুলিশের পক্ষে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো সহজ। তাই এই বন্দোবস্ত।'

ভেটাগুড়ি চৌপথিতে অস্থায়ী পুলিশ চৌকি। -সংবাদচিত্র

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বরাবরই উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গড় ভেটাগুড়ি। গত কয়েক বছরে দফায় দফায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে এখানে। বোমাবাজি থেকে শুট আউট, এমনকি পুলিশের গাড়িতে হামলা চালানোর মতো ঘটনা ঘটছে আকছার। নিশীথ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর গণ্ডগোল আরও বেড়েছে। অনেকটা এই কারণেই ভেটাগুড়িতে দিনহাটা থানার অধীনে একটি ফাঁড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এতেও সমস্যা মিটছে না। এতদিন ভেটাগুড়ি পাইকারি সবজি বাজারের সামনে পুলিশি টহল থাকত সবসময়।

এদিকে, পঞ্চায়েত ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তেজনার পারদ চড়ছে ভেটাগুড়িতে। দিনকয়েক আগে স্থানীয় চৌপথিতে দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘাসফুল শিবিরের তরফে দাবি উঠেছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুষ্কৃতীরা হানা চালিয়ে আবার ওই বাড়িতেই ঢুকে গিয়েছে। এছাড়াও এখানে একাধিক সংঘর্ষের নজির রয়েছে।

গণ্ডগোল রুখতে

- রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বরাবরই উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গড় ভেটাগুড়ি
- তাঁর বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভেটাগুড়ি চৌপথিতে বসল পুলিশের অস্থায়ী চৌকি
- এছাড়া পুলিশের একটি বড় ভ্যান ২৪ ঘণ্টা ওই চৌকিতে দাঁড়িয়ে থাকছে

যে কারণে সবসময় আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের। বিভিন্ন মহল থেকে চৌপথিতে পুলিশি পাহারার দাবি উঠেছিল। আর তাই এবার ভেটাগুড়ি চৌপথিতে রাস্তার ধারে অস্থায়ী চৌকি বানিয়ে দিনরাত পাহারা দেওয়া শুরু করল পুলিশ।

এব্যাপারে তৃণমূলের দিনহাটা-১ বি ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি যে গলিতে, সেই গলি থেকেই দুষ্কৃতীরা বেরিয়ে অশান্তি পাকিয়েছিল। এর আগে ওই গলি থেকে বেরিয়ে চৌপথিতে দুই তৃণমূল কর্মীর ওপর হামলা চালিয়েছে গুন্ডারা। এবার সামনাসামনিই পুলিশ থাকবে। দেখা যাক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় কি না।' বিজেপি নেতা অজয় রায়ের অবশ্য দাবি, ওখানে শাসকদলের হয়ে কাজ করার জন্যই পুলিশ বসে রয়েছে।

কাজ দেখতে আগামী মাসে উত্তরবঙ্গে সেচমন্ত্রী

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মে মাসের প্রথম দিকে উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত প্রাক বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের তদারকি করতেই সচিব ও পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে জেলা সফরে বের হবেন মন্ত্রী। গত শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের মালদা, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার পদস্থ বাস্তুকার ও জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী। বর্ষা শুরুর আগেই বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ যাতে শেষ করা যায় সেবিষয়ে জোর দেন তিনি। পার্থ বলেন, 'মে মাসের প্রথমেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদা হয়ে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ আরও অনেক জেলা সফরে যাব।'

মন্ত্রীর অভিযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। পার্থ বলেন, 'কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছি প্রাক বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্য। ভুটানের সমস্যা মেটাতে রাজ্য পারবে না। কেন্দ্রের অসহযোগিতার জন্য গঙ্গা নদীর ভাঙন ও ডুয়ার্সে ভুটান থেকে নেমে আসা জলের সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। তবে হাতিনালা ড্রেজিং করা হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ ব্লক ভুটান সীমান্তে। ভুটান থেকে নেমে আসা নুড়ি, ডলোমাইট চূর্ণ, বালি, বোল্ডার ডুয়ার্সের নদীগুলিকে ভরাট করে দিচ্ছে। বানারহাটে ভুটান থেকে নেমে আসা জল হাতিনালা ভরিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফ্ল্যাশ ফ্লাড করে। জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তা নদীর কিছু এলাকায় ভাঙন হচ্ছে। ধূপগুড়ির মাগুরমারির কাছে গিলান্ডি, জলঢাকা, জল্পেশের কাছে জরদা নদী, পদমতি-২ পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তার কিছু অংশে বাঁধ দুর্বল, ক্রান্তির কাছে চ্যাংমারিতে তিস্তার ভাঙন থেকে হাতিনালার ড্রেজিং, জলপাইগুড়ি শহরের গদাধর ক্যানাল পুরোদমে ড্রেজিং করার মতো বিষয় নিয়ে মন্ত্রী আলোচনা করেন।

> মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের সচিবের কাছে জেলার কোন কোন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন তা জানানো হয়েছে।
>
> **-মৌমিতা গোদারা বসু**
> *জেলা শাসক, জলপাইগুড়ি*

জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, 'মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের সচিবের কাছে জেলার কোন কোন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন তা জানানো হয়েছে।' জেলা সেচ দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার দেবব্রত দত্তর মন্তব্য, 'বিভিন্ন সেচখালের কাজের অগ্রগতি নিয়ে মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।'

EuroKids®
Pre-School
Become a EuroKids Franchise Consultant for your area to help recruit new franchisees while earning money!
Work Part Time, Earn BIG time!!
• Flexible working hours • Unlimited earnings
Be your own boss • Zero investment • Training assistance
To apply for the role, reach out to Partha: 9830069682
a part of LIGHTHOUSE LEARNING GROUP

আজ থেকে শুরু শিবযজ্ঞ

কোচবিহার, ২২ এপ্রিল : বিশ্বের কল্যাণার্থে প্রতি বছরের মতো এবারেও রবিবার সকাল থেকে শুরু হচ্ছে শিবযজ্ঞ। সেই উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই মন্দিরে এসে পৌঁছেছেন বেনারস, বিলাসপুর, অমরকণ্টক সহ বিভিন্ন জায়গার সাধু এবং ব্রহ্মচারীরা।

কথিত রয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে শিবযজ্ঞ মন্দিরে শুরু হয়েছিল যজ্ঞ। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে রবিবার সকালে যজ্ঞ শুরু হবে। এবছর যা ৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। শহরতলির খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মন্দির সাজিয়ে তোলার কাজ এখন শেষপর্যায়ে।

রবিবার সকাল ৭টা ৪৮ পর্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়া তিথি থাকবে। সেই সময়ের মধ্যেই সংকল্প এবং মন্দির চত্বরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হবে। সুদূর বেনারস থেকে শিবলিঙ্গটি আনা হয়েছে। সেটি প্রতিষ্ঠা করতে বিলাসপুরের শংকরমঠ থেকে এসেছেন দণ্ডিস্বামী কৃষ্ণানন্দ তীর্থ মহারাজ।

সকাল ১০টা নাগাদ মন্দিরে শুরু হবে যজ্ঞ। যা চলবে আগামী পাঁচদিন। ২০ ব্রতী, পাঁচজন পুরোহিত, দুজন পাঠক, দুজন যাতক সেখানে যপ করবেন। পরেরদিনও যজ্ঞ এবং পূজার্চনা চলবে। প্রতিদিনই চলবে প্রসাদ বিতরণ।

আগামী ২৫ তারিখ মন্দিরে ১২ জন কুমারীকে পুজো করা হবে। ২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ষোড়শাঙ্গ

কোচবিহার

আরতি হবে। ২৭ এপ্রিল দুপুর ২টা নাগাদ হবে পুণ্যাহুতি এবং মহোৎসব। মন্দিরে ভাগবতপাঠ করবেন নবদ্বীপ থেকে আগত প্রভুপাদ শ্রী ভগবতকিশোর গোস্বামী।

পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর রং করা হয়েছে। মন্দিরের বাইরে বসানো হয়েছে মহাদেবের অষ্টমূর্তি। এদিন বিকেল নাগাদ মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, ত্র্যম্বক মহাদেবের মূর্তি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে যজ্ঞের জন্য। প্রতিবার ওই দিনটিতে শহরবাসীর পাশাপাশি শহরতলি এবং গ্রামগঞ্জ থেকে বহু দর্শনার্থী মন্দিরে আসেন।

শিবযজ্ঞ সমিতির সভাপতি জয়শংকর ভট্টাচার্য বললেন, 'প্রতিবারের মতোই এবারেও নিয়মনিষ্ঠা মেনে মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবারই শিবযজ্ঞ উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন এলাকাজুড়ে মেলা বসতে দেখা যায়। এদিনও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় খাবার, খেলনার দোকান, জয় রাইড বসানোর প্রস্তুতি চলেছে।'

পাহাড়ে হোটেলবন্দি পর্যটকরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে শিল আছড়ে পড়ায় বিপর্যস্ত হল জনজীবন। পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্রই সমস্যায় পড়লেন সাধারণ মানুষ। শনিবার সন্ধ্যায় কালিম্পংয়ের পাশাপাশি দার্জিলিংয়েও প্রবল ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ভারী ও বড় শিলা পড়েছে। যার জন্য হোটেলবন্দি থাকতে হয়েছে পর্যটকদের। বাড়ির বাইরে যেতে পারেননি স্থানীয়রাও।

সমতলে সন্ধ্যারাতে বৃষ্টি না হলেও ভোরবেলার ঝড়ে অনেক জায়গাতেই বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দেয়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের নয়াহাটে একটি বাড়িতে গাছ উপড়ে পড়ায় জখম হন এক ব্যক্তি। বড় বিপদের থেকে রক্ষা পান ওই ব্যক্তির মেয়ে। পূর্বাভাস, আগামী চারদিন আবহাওয়ার তেমন কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বজ্রপাতের সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্ট হওয়ায় ও বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড় এবং পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও গতিবেগ আরও বাড়তেও পারে। সমতলেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটতেই রাজ্যে হাওয়াবদল ঘটেছে। শনিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। তবে গত কয়েকদিনের দহনজ্বালা থেকে বাঁচতে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের ডেস্টিনেশন এখন হয়ে উঠেছে পাহাড়। তবে পাহাড়ে বেড়াতে এলেও শনিবার সন্ধ্যার পর কার্যত ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে পর্যটকদের। কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে গ্যাংটক সহ সিকিমের বিভিন্ন জায়গায়।

শিলাবৃষ্টির জের

শিলাবৃষ্টির পর দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে। শনিবার।-সংবাদচিত্র

দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে এতটাই শিলাবৃষ্টি হয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তুষারপাত ঘটেছে। শুক্রবার রাতে বেশ কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়ে মল্লির ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্তব্ধ হয়ে যায় এই পথে যান চলাচল। সকালের মধ্যে অবশ্য রাস্তা থেকে গাছের অংশ সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে শনিবার এই পথের বেশ কয়েকটি জায়গায় নতুন করে গাছ উপড়ে পড়েছে বলে খবর। পাহাড়ের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎও ছিল না। শিলিগুড়ি মহকুমার একাধিক জায়গায় শুক্রবার রাতে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। নকশালবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল প্রায় ৩০ মিনিট। বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ায় খড়িবাড়ি ব্লকের কোয়ার্টার মোড়ে দীর্ঘসময় ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ ছিল। একই ঘটনা ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকেও।

CHEMIST REQUIRED
We are looking for a Chemist for our TEA ESTATE at NORTH BENGAL
Candidate must be B.Sc. in Chemistry and having experience in Coal Testing, Soil Testing etc. Interested Candidate Contact to
MR. KAUSHIK DAS
Mobile : 8293357798

নার্কোটিক্স বিভাগ চালু হয়নি, রিপোর্ট পেতে দেরি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : একেই নেশা করার সামগ্রী বদলেছে। গাঁজা, চরসের বাইরে মাদক ট্যাবলেটের বিক্রি বেড়েছে। বেড়েছে চোরাকারবার। নইলে এত নেশার ট্যাবলেট সহ অন্য সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে কী করে? তবে বাজেয়াপ্ত নেশার সামগ্রী আসল না নকল তা বোঝার উপায় নেই উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়িতে ফরেন্সিক ল্যাবে নার্কোটিক্স পরীক্ষা চালু হয়নি। কলকাতায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পাঠানোর পরেও কাজের চাপে পড়ে থাকছে নমুনা। সমস্যা দাঁড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে আলাদা হলেও আলিপুরদুয়ার জেলায় এখনও বিচারবিভাগীয় দিক পৃথক হয়নি। ফলে আলিপুরদুয়ার জেলার নার্কোটিক্স নমুনাও জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে আসছে মামলার জন্য। অনেক সময় নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট দেরিতে আসায় অভিযুক্তরা ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছে।

বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্যের নমুনা কলকাতায় পাঠিয়ে দ্রুত মিলছে না তার পরীক্ষার রিপোর্ট। মাদক মামলায় সরকারি খরচে বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি গবেষণাগার থেকেও নমুনার পরীক্ষা করানো যাচ্ছে না। কালকাতার নার্কোটিক্স ল্যাবে প্রচুর চাপ থাকায় উত্তরবঙ্গ থেকে পাঠানো মাদক নমুনা পরীক্ষার জন্য নিতেই চায় না তারা। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক গবেষণাগারে নার্কোটিক্স বিভাগ চালু করার মতো পরিকাঠামো থাকলেও একটি যন্ত্রের অভাবে তা হচ্ছে না। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক গবেষণাগারের সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার নতুন ঘটক বলেন, শুধু নমুনা পরীক্ষার অত্যাধুনিক যন্ত্র এলেই নার্কোটিক্স বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে।

আঞ্চলিক ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির অফিসের উপরতলায় নার্কোটিক্স বিভাগের পরিকাঠামো তৈরি চলছে।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার দুই জেলা মিলিয়ে প্রতি বছর ৭০ থেকে ৮০টি করে নার্কোটিক্স মামলা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার রিপোর্ট সাধারণত ১৮০ দিনের মধ্যেও না আসায় সরকারি আইনজীবীর আবেদনে বাড়তি তারিখ চাওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রেই সময়মতো পুলিশ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে না আসায় আদালতে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে না পারায় ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছে অভিযুক্তরা।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'প্রতি মাসে দুই বা তার বেশি এই ধরনের মামলা হচ্ছে। নমুনা কলকাতায় যাচ্ছে পরীক্ষার জন্য।' জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের নার্কোটিক্স মামলার এক সরকারি আইনজীবী প্রতীকলাল ঝা চক্রবর্তীর কথায়, আদালত থেকে যে কাগজ দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী মাদক নমুনা কলকাতার সরকারি গবেষণাগারেই পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে।

দাম তলানিতে, মাঠেই পচছে টমেটো

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২২ এপ্রিল : দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে টমেটোর দাম তলানিতে। হলদিবাড়ি পাইকারি বাজারে জলের দরে বিক্রি হচ্ছে টমেটো। উৎপাদন খরচ মেলা তো দূরের কথা, ভ্যানরিকশা করে খেতের সবজি বাজারে আনার পয়সাও মিলছে না। খেত থেকে টমেটো তোলা বন্ধ করে দিয়েছেন কৃষকরা। ফলে পেকে গিয়ে খেতেই পচে যাচ্ছে টমেটো। অনেকেই আবার গোরু ও ছাগল এনে খেতে ছেড়ে দিচ্ছেন। টমেটোর ন্যায্য দাম না মেলায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফুঁসছেন এলাকার কৃষকরা।

হলদিবাড়ির টমেটো চাষি নিত্য সরকারের বক্তব্য, 'এক বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সেখানে মাত্র ২-৩ টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি করতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ তো পরের কথা ভ্যানরিকশার খরচ উঠছে না।' অপর চাষি প্রকাশ বর্মনের বক্তব্য, 'টমেটোর দাম নেই। তাই গোরু, ছাগল দিয়ে ফল সমেত গাছ খাইয়ে দিচ্ছি।'

হুদুমডাঙ্গায় পচতে বসেছে টমেটো। কুড়ারপারে গোরু-ছাগল দিয়ে টমেটো সমেত গাছ খাওয়ানো হচ্ছে।

কৃষি বলয় হিসেবে পরিচিত হলদিবাড়ি ব্লকের প্রায় ৮০ শতাংশ বাসিন্দা কৃষিজীবী। এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল টমেটো ও লংকা। তবে আলু সহ অন্য সবজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষ হয়। মোটামুটি ফেব্রুয়ারি থেকে টমেটো উঠতে শুরু করলেও প্রায় ছয় মাস ধরে এর চাষ হয়।

হলদিবাড়ি ব্লকে মূলত তিনটি পর্যায়ে টমেটো চাষ হয়। জলদি, মরশুমি ও নাবি। এবার শুরুর দিকে টমেটোর বাজারদর ভালো থাকায় নাবি পর্যায়ে প্রচুর জমিতে টমেটো চাষ করা হয়। কিন্তু ফসল বাজারে উঠতে শুরু করতেই টমেটোর দর নামতে শুরু করে। দু'সপ্তাহে ধরে দাম তলানিতে ঠেকেছে। আর এতেই চরম বিপাকে কৃষকরা।

যদিও হলদিবাড়ির পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, ভিনরাজ্যে টমেটো উৎপাদন শুরু হওয়ায় সেখানে হলদিবাড়ির টমেটোর চাহিদা তলানিতে ঠেকেছে। ভিনরাজ্যে চাহিদা কমে যাওয়ায় তাঁরা আর আগের মতো দাম নিয়ে টমেটো কিনতে পারছেন না। যদিও টমেটোচাষি নিতাই মণ্ডলের বক্তব্য, 'টমেটোর পাইকাররা একচেটিয়া ব্যবসা করছে। ইচ্ছেমতো টমেটো কিনছে ও দাম ঠিক করছে। বাইরের পাইকারদের হলদিবাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হলে এই সমস্যা হবে না।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে হলদিবাড়ি ভেজিটেবল লোডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিগ্বিজয় সরকার জানিয়েছেন, অভিযোগ ঠিক নয়। ভিনরাজ্যের চাহিদা ও দাম অনুযায়ী কৃষকরা দাম পান।

সত্যজিৎ বর্মন, আবুল হোসেনের মতো কৃষকরা জানান, ভোট আসে, ভোট যায়। কৃষকদের কথা কেউ ভাবেন না। সারের কালোবাজারির পর উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। পঞ্চায়েত ভোটে এর জবাব দেওয়া হবে।

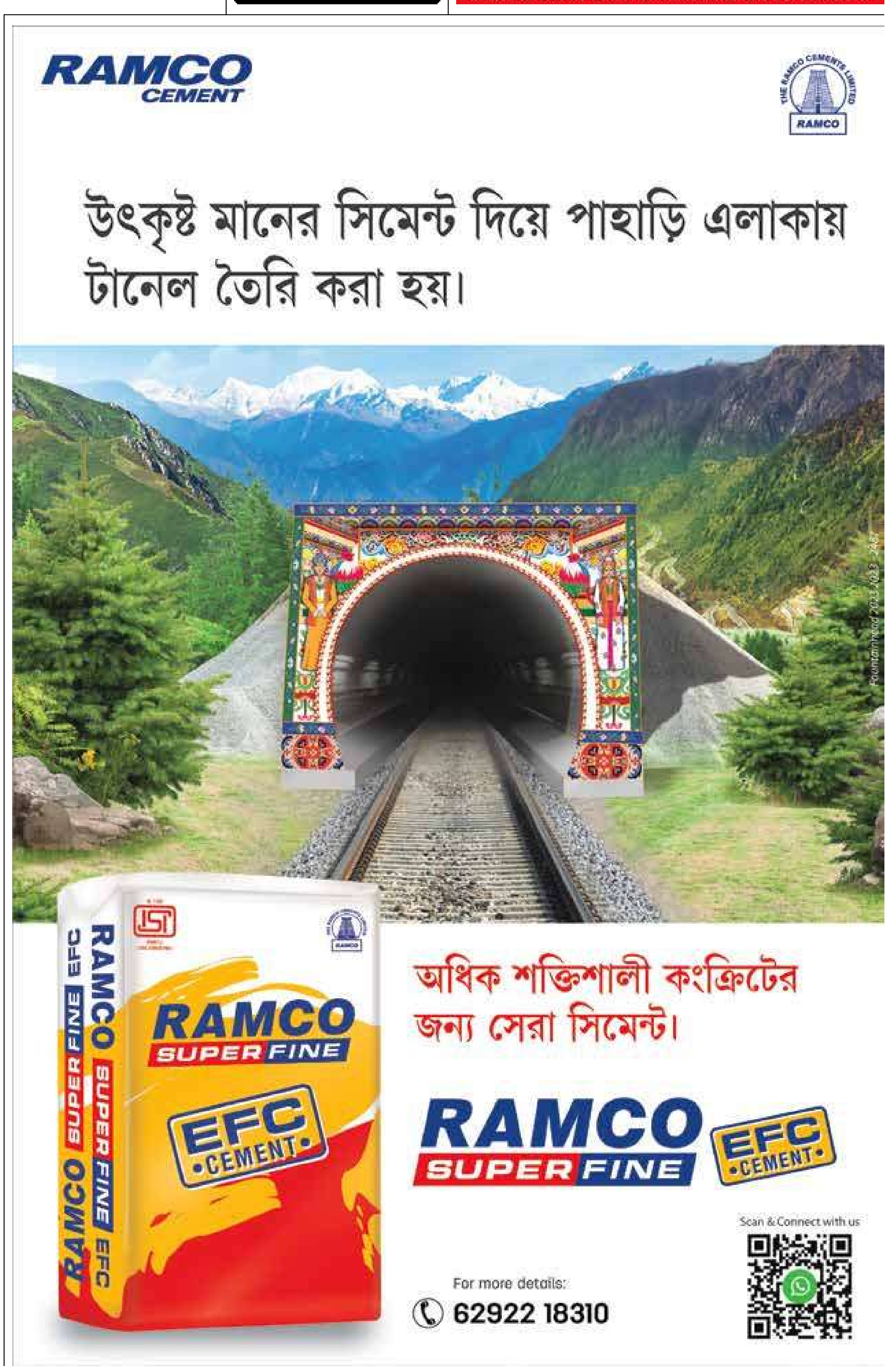

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending June 2023

2. Please visit the school website www.apsbinnaguri.org for details & submission of quotation.

Principal
APS Binnaguri

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION
Baghajatin Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling, Pin 734001, Phone : (0353) 2432804, 2435444, 2433277, 2433744, 2526780, 2435282, 2536311 Website : www.siligurismc.in, E-mail : smcwb@hotmail.com : smcwb2@gmail.com

Claims and objections in respect of naming or changing of public street, square etc. within Siliguri Municipal Corporation area has been sought from the Ward Councillors and Citizens of Siliguri, if any, vide this office notification no. 27/SMC/G, DT. 22.04.2023.
For more details follow the Facebook page of Siliguri Municipal Corporation or visit official website of Siliguri Municipal Corporation (**www.siligurismc.in**).

Sd/-
Commissioner
Siliguri Municipal Corporation

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, BAROBISHA, ALIPURDUAR, (WEST BENGAL)
[Ministry of Education Deptt. of Education & Literacy]
Govt. of India
NOTICE INVITING TENDER

Ref: 3-31/Tender/JNVA/2023-24/F&A/ Dated- 22.04.2023
The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2023-24 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates(except Milk/Vegetables). The tender forms & other details will be available in the office of the Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya , Barobisha on every working day from 24.04.2023 to 15.05.2023 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the vidyalaya "www.jnvalipurduar.com. If tender forms downloaded from the website, cost to tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-11823121576 i.r.o The Principal, JNV Barobisha, Alipurduar payable at SBI Barobisha, IFSC Code No-SBIN0007144, Branch Code-7144. Those who are deposited amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 16.05.2023 up to 04.30 PM through Currier/ Speed Post / Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the JNV office. The tender will be opened on 17.05.2023 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, JNV, Barobisha, Dist-Alipurduar. The right to cancel or accept the tender (fully or partially) will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

Sl. No.	Items/Particulars	Security Money In Rs.	Cost of Tender forms In Rs.
01	Grocery items (grains, pulses, oils, spices, etc.)	30000	200
02	Vegetables (Potato, Onion, fruits etc.), fishes, meat, Sweets, Snacks & Milk Products etc.	20000	200
03	Daily Use items	5000	200
04	Office stationery, Computer and Students stationeries items	5000	200
05	Computer & CC TV AMC	2000	200
06	Tuck shop (Telephone booth)	1000	200
07	Stitching of Uniforms	1000	200
08	Hired bus for CBSE Examination -AISSE-2024	1000	200

[Md. Shakir]
PRINCIPAL

মাটিগাড়ায় উৎসাহ, মালদায় ক্ষতির মুখে ৬৬ হাজার পরিবার

সংসারের হাল ধরতে রেশম চাষে মহিলারা

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ২২ এপ্রিল : রেশম চাষে এগিয়ে রয়েছেন গ্রামবাংলার মহিলারা- শনিবার একথা জানালেন মাটিগাড়া সেরিকালচার বিভাগের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ডেমনস্ট্রেটর অফিসার জীবন নাগাসিয়া। তাঁর কথায়, মাটিগাড়া এবং ফাঁসিদেওয়া ব্লক মিলিয়ে ২০ জন মহিলা যুক্ত। ইতিমধ্যে আরও ১০ জন নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন, যা এলাকার বাকি মহিলাদের অনুপ্রাণিত করছে। অন্যদিকে চাষিদের বক্তব্য, মাটিগাড়া এবং ফাঁসিদাওয়া ব্লক দ্রুত নগরোন্নয়নের দিকে এগোচ্ছে। ফলে কৃষিতে ভাগ্যচাকা ঘুরছে কোনওক্রমে। এই দুর্দশায় সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসছেন মহিলারা।

২০ বছর ধরে এই পেশায় যুক্ত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লতিকা সিংহ। বছরে চারবার মাটিগাড়া সেরিকালচার থেকে একটি ডিম ২ টাকা হিসেবে কিনে গুটি তৈরি করেন। লতিকা জানালেন, ডিম থেকে গুটি পর্যন্ত তিনটি পর্যায় তাঁরা দেখেন। পিউপা পর্যায়ে নিস্তর গুটি হতেই ৫০০ টাকা কেজি হিসেবে মাটিগাড়া সেরিকালচারে বিক্রি করেন। ৫০টি ডিম কিনলে সেখান থেকে ২০ কেজি গুটি পাওয়া যায়, যার আনুমানিক দাম দশ হাজার টাকা।

তবে আমবাড়ি ফালাকাটা সেরিকালচার অফিসের ছবিটা আলাদা। এলাকার চারপাশে গজিয়েছে বিভিন্ন কারখানা। ফলে কালো ধোঁয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক বাতাসে মিশে তুঁত গাছের পাতা সহ বিভিন্ন পাতা নষ্ট করছে। ফলে প্রভাব পড়ছে মালবেরি, মুগা, এরি রেশম কীটের ডিম উৎপাদনে।

আমবাড়ি ফালাকাটা সেরিকালচারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মানব ভৌমিক বললেন, গাছের পাতা নষ্ট হলে ডিম উৎপাদনে প্রভাব পড়ে। এদিন আমবাড়ি সেরিকালচার অফিসে গিয়ে দেখা গেল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ৪২ জন পুরুষ এবং মহিলা যুক্ত হয়েছেন ডিম উৎপাদনের কাজে। অভিযোগ, কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক খুব কম। ছুটিতেও ছুটি নেই। যদিও আমবাড়ি ফালাকাটা সেরিকালচারের আরেক আধিকারিক তাপস পাল জানালেন, দিন-দিন অবসরের জন্য কর্মী কমে যাচ্ছে।

শুকোচ্ছে তুঁতগাছ, মরছে পলুপোকা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২২ এপ্রিল : কথায় আছে, রেশম, লিচু আর আম/এই নিয়েই মালদা জেলার নাম। কিন্তু এবার জেলার তাপমাত্রা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। আগেই আম, লিচুর ফলন মার খেয়েছে। এবার প্রকোপ পড়েছে রেশম চাষের। অভিযোগ, তীব্র রোদে জল সংকটে শুকিয়ে যাচ্ছে তুঁতগাছ। মরে যাচ্ছে পলুপোকা। ফলে মাথায় হাত জেলার রেশম চাষিদের।

রেশম ও তসর চাষি সমিতির রাজ্য সম্পাদক নইমুদ্দিন শেখ জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে জেলায় বৈশাখ মাসের রেশম চাষ চলছে। কিন্তু তীব্র গরমে তুঁতের জম শুকিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এই এলাকাগুলিতে সেচের ব্যবস্থা নেই, তাই জলও দেওয়া যাচ্ছে না। মরে যাচ্ছে পলুপোকাও। আসলে রাজ্য সরকারের যেভাবে সাহায্য করা দরকার তা হচ্ছে না। প্রকৃত চাষিরা কোনও সরকারি সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে সংকটে পড়েছে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৬৬ হাজার পরিবার।

কালিয়াচকের খিখিরবোনা গ্রামের চাষি মাসিদুর রহমানের দাবি, এবার এক হাজার জাপানি পলুপোকার ডিম কিনেছিলাম। কিন্তু অত্যাধিক গরমে অর্ধেক ডিম থেকে পোকা বেরোতেই পারেনি। কী হবে, জানি না। আলিনগর নবীনগরের আরেক রেশমচাষি শবনম পারভিন বলেন, অত্যধিক গরমে এবার বৈশাখি মরশুমে পলুচাষের ভীষণ ক্ষতি হবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত, রেশমচাষিদের পাশে থাকা।

কিডনি চাই

'B+' কিডনি চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M: 6295947207

সোনা ও রুপার দর

খাঁটি সোনা ১০গ্রাম (২৪ ক্যাঃ)	৬০৬০০
গিনি সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৬০৯০০
১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৫৭৯০০
রুপা (বাট) ১ কেজি	৭৪৬৫০
রুপা (খুচরা) ১ কেজি	৭৪৭৫০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ আরও অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

TENDER NOTICE FOR SI SHOP / CAFETERIA FOR THE YEAR 2023-24

1. Service Institute has invited the tender for the year 2023-24 for running the following cafeteria inside the Air Force Campus:-

(a) Rasoi Cafeteria.

2. The prescribed forms for the tender can be obtained from Service Institute (SI) from 24 Apr 23 to 12 May 23 on cash payment of Rs. 200/- (Rupees Two Hundred Only). The same can be obtained from the Office of Service Institute (SI) during working hours (9000 Hrs to 1200 Hrs). Completed & sealed tender form will be addressed to Air Officer Commanding, Air Force Station Bagdogra and marked as "TENDER FOR RASOI CAFETERIA". The form is to be dropped in tender box located at main gate of AF Stn Bagdogra by 1500 hrs on 14 May 23. The contractor will be required to deposit an earnest money while purchasing the tender form from SI Office. The tender form will be opened on 15 May 23 at 1000 hrs. The Air Officer Commanding reserves the right to reject all or any tender with or without assigning any reason. War Widow/ Widow of defence personnel (Killed while on duty)/ Disabled Ex-servicemen/ Ex-Servicemen (Uniform Personnel)/ widow of Ex-Servicemen will get 100% reservation for the shop/cafeteria.

Sd/- (Pawandeep Kaur)
Flying Officer
Officer-In-charge
Service Institute
For Air Officer Commanding, 20 Wing, Air Force Station Bagdogra

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নম্বর লেন (শিলিগুড়ি)
Kisika Bhai Kisi Ki Jaan
Time 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
A/C * Dolby Digital

শিক্ষা-দীক্ষা

■ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও All ব্যাচেলর্স, মাস্টার্স, লাইব্রেরি সায়েন্স, জার্নালিজম, নার্সিং, ফার্মাসি, B/MBA, B/M. Tech, B/M.Ed., D.El.Ed., B.P.Ed., LLB/M সহজ কিস্তিতে কম সময়ে কোর্স। শিলিগুড়ি। M-8653709566. (C/105291)

■ স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা সুনিশ্চিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন। আয় 10,000, থাকা-খাওয়া ফ্রি। M-9434495134. (C/105289)

স্পোকেন ইংলিশ

■ নির্ভুল ইংরেজি স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার কোচিং। প্রবীণ শিক্ষকের ৩ মাসের গাইডেন্স। ফোন- 7001277087, শিলিগুড়ি। (C/105288)

ভর্তি

■ LL.B (3 yrs) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা ঃ যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার ডিগ্রি ও 45% নম্বর। SC/ST- 40%, OBC- 42%. LL.M, ল'পয়েন্ট- 9830132343. (K)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর সারদাপল্লিতে নীচতলায় বাড়ি ভাড়া দেব। চাকুরে, ছোট পরিবার। M-9832492424. (C/105293)

■ শিলিগুড়ি লেকটাউনে 2 BHK, 850 Sq.ft. Ground Floor ভাড়া দেওয়া হবে। 9434872219, 9475330275. (C/105469)

■ বিধান মার্কেট লাগোয়া সবজি বাজার রোডে 4তলা বিল্ডিং-এর নীচে গোডাউন/ওপরে 2টি ফ্ল্যাট ভাড়া দেব। M-9641510625. (C/105294)

■ Flat 3 BHK for rent 3rd Fl, Rs. 7000 P.M., Venus More, Slg. M-8927766882. (C/105298)

Rent

■ Full building 4th Floor, total 4000 sqft Eastern Byepass. Near Sailo Bhawan Pipe Line, Siliguri. Rent Rs. 40000. (M) 8617052323. (C/105477)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/105294)

■ উঃবঃ যে কোনও জ্যোতিষীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে 35 বছরের অভিজ্ঞ কোষ্ঠি গবেষক প্রঃ বিশ্বভৃগু (চক্রবর্তী) শিলিগুড়ি 23/04/23। 9875498291. (C/105453)

আয়া/সেবিকা

■ লক্ষ্মী আয়া সেন্টার- এখানে নার্স, আয়া, 24 ঘণ্টা ঘরোয়া কাজের লোক পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি। M-8927215865, 6295862724. (C/105297)

চিকিৎসা

■ Dr. Subham Saha M.D. General Medicine, Drug Point, Hospital more, Siliguri-তে রোগী দেখছেন। যোগাযোগ- 0353-2435151, 9126482140.

এলার্জি টেস্ট

■ আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার এলার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 29 এপ্রিল, 2023 যোগাযোগ করুন- ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট)। আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, মোঃ 8944972490, 9233516676. (C/105293)

সভা-সমিতি

■ আগামী ২৯শে এপ্রিল, ২০২৩, শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ মিত্র সম্মিলনীর সংবিধানের ৮ নং ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সদস্যদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। -অশোক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, মিত্র সম্মিলনী। (C/105434)

ক্রয়

■ 3 BHK Flat অথবা বাড়ি সহ জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No. 8972211460. দালাল নহে। (C/105454)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি, শ্রী সহদেব রায়, পিতা মৃত নরেশ রায় ওরফে নরেশ চন্দ্র রায় ওরফে নরেশ চন্দ্র সিং, সাকিন- বাড়িভাষা, ডাকঘর-সাহুডাঙ্গি হাট, থানা-নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি (প:ব:), পিন- ৭৩৫১৩৫ এতদ্বারা জানাইতেছি যে অরিজিনাল (Original) দুইটি দলিল যথাক্রমে (১) বিক্রয় কবলা পত্র যাহার নং-৪৫৫৮ তাং- ৩০-১২-১৯৬৬ যাহা জলপাইগুড়ি সদর জয়েন্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত এবং (২) বন্টন নামা দলিল যাহার নং- ১৪২০ তা- ০৫-০৪-১৯৮৮ যাহা জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ সেকেন্ড সদর জয়েন্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, যাহা আমার পিতা নরেশ রায় ওরফে নরেশ চন্দ্র রায় ওরফে নরেশ চন্দ্র সিং ও কাকা সুরেন্দ্র রায় ওরফে সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় ওরফে সুরেন্দ্র চন্দ্র সিং ওরফে সুরেন্দ্র নাথ রায়, উভয়ের পিতা মৃত ঢাকুরু রায় ওরফে ঢাকুরু সিং রায় ওরফে ঢাকুরু সিহ এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত বটে, যাহা আমার নিকট হইতে হারিয়ে গেছে তাহার জন্য আমি নিউ জলপাইগুড়ি থানায় একটি General Diary করিয়াছি যাহার G.D.E. No. 513 Dated 12-04-2023.
যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি উপরোক্ত অরিজিনাল (Original) দলিল দুইখানি পান, তাহলে অবশ্যই উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।
স্বাঃ/- সহদেব রায়
মোবাইল নং-৮০১৬৫-৩১০৭১

বিক্রয়

■ খতিয়ানভুক্ত নিজস্ব জমি বিক্রয় 4,00,000 কাঠা, সাহুডাঙ্গি, শিলিগুড়ি। 9832060869, 8372915702.

■ প্লটে জমি বিক্রয় রবীন্দ্র সরণি। আঠারোখাই শিবমন্দির M. No. 7430981224/8768450232. (M/M)

■ Victoria Public School-এর পিছনে শরৎনগর 3 কাঠা জমি বিক্রয়। M : 8637033028. (C/105475)

■ শিলিগুড়ি লেকটাউন 2 কাঠা 37' Ft-33'.3 Ft জমি বিক্রি। M- 7363955160. (C/103460)

■ কোচবিহার দেওয়ানহাটের কাছে আড়াই বিঘার উপরে সেগুন গাছ সহ বাগান বিক্রি হবে। দালাল ছাড়া মূল্য 70 লক্ষ। দেখলে অবশ্যই পছন্দ হবে। Ph : 79082-21338. (C/105294)

■ শিলিগুড়ি চয়নপাড়া মেইন রোডের উপর ৩ কাঠা খালি জমি বিক্রয় হবে। Ph- 9382432135. (C/105447)

■ দেশবন্ধুপাড়ায় বসতবাড়ি সহ ছয় কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ- 9330892854. (C/105429)

■ ভক্তিনগর (NJP)-তে টিনের চাল দেওয়া বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন- 7550916455. (C/105445)

■ 1 BHK, 2 BHK Flat (New) for sale near Vivekananda School, Slg, M- 9832084306. (C/105433)

■ 3 Katha বাস্তু জমি শিলিগুড়ি শিবমন্দির Health Centre-এর নিকট বিক্রয়। আনুমানিক মূল্য প্রতি কাঠা 14 Lac. M : 9641073824. (M/M)

■ সুভাষপল্লির সন্নিকটে 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি যোগাযোগ- 9679090998. (C/105432)

■ শিলিগুড়ি ভারতনগর ফুলেশ্বরী বাজারে একটি (Commercial) দোকানঘর বিক্রয়। M : 7001586013. (C/105472)

■ কোচবিহার রাজেন চৌপথির কাছে আড়াই কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। মূল্য ১৫ লাখ। রাস্তা ছয় ফুট। M : 7908681696. (C/103799)

■ জলপাইগুড়ি সেনপাড়াতে জমি সহ সম্পূর্ণ রেডি বাড়ি সত্বর বিক্রয়। মূল্য-48 লাখ। মোঃ 9635635900. (C/105297)

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি মিলন মন্দির রোডে 3rd Floor-এ 600 sq.ft. Flat বিক্রয় হবে। দালাল নহে। যোগাযোগ - 97499 90779, 96416 12103. (C/105297)

বিক্রয়

■ কলকাতার মুকুন্দপুরে নীচতলায় একটি 1 BHK Flat বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 7001398880. (C/105470)

■ ২ কাঠা জমির উপর কমপ্লিট বাড়ি বিক্রয় হইবে। স্থান- ফকদইবাড়ি বাজারের সামনে। M : 9641793371. (C/105473)

■ 1.5 Katha Commercial plot at Ghogomali Bazar for sale. Owner 9933497231.

■ শীঘ্র ফ্ল্যাট বিক্রি, শিলিগুড়ি বাবুপাড়া। আনুমানিক 650 বঃ ফুট (প্রকৃত ক্রেতা) M : 9832452807/9434155356/9830164919 (7-9 P.M.) (C/105153)

■ Flat for sale - 3 & 2 BHK in Sukantapally & Lake Town. Contact : 90640 90513, 98328 90545. (C/105461)

■ Flat and Shop for sale in Lotus Residency, near St. Joseph's High School Matigara, Phansidewa more, Siliguri. Flat : 2 BHK, 977 sq.ft,@ 30 Lakhs, Automatic Lift Commercial Shop : From Ground Floor Position, 180 sq.ft, @ 20 Lakhs. Contact : 9064090513,9832890545. (C/105461)

ভ্রমণ
কোচবিহার ট্রাভেল (শিলিগুড়িতে)

■ প্রধান বিল্ডিং, ঋষি অরবিন্দ রোড আজ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় সবাইকে আমন্ত্রণ। মোঃ ৯৯৩২২০৪৮৮৫, ৭৭৯৭৪৭৩১২৭। কাশ্মীর- ২০, ২২, ২৬, ২৯, ৩১ অক্টোঃ, ২ নভেম্বর। রাজস্থান- ২১,৩১ অক্টোঃ, হিমাচল- ২১, ২৯ অক্টোঃ, কেরল- ২২/১০, ১/১১, মুম্বই গোয়া- ১৯/১০, নেপাল- ২/৫, ২৭/৫,, ২০, ৩১ অক্টোঃ, উত্তর ভারত- ২১/১০, ২/১১, অরুণাচল- ২০/১০, থাইল্যান্ড- ২১, ৩১/১০, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া- ০৪/১১, বালি- ২০/১০, ১৫/১১, বাংলাদেশ- ১৮, ২২/১০, ৫/১১, ২১/১২, ১৪/২, ইউরোপ- ১৫/৯। (C/A)

পরিষেবা

■ সমগ্র শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় ন্যায্যমূল্যে নির্ঝঞ্ঝাট জমি পেতে যোগাযোগ করুন। ফোন- 9064010528. (C/105426)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ NEED Financier for construction project. WhatsApp. 7908904596. (C/105298)

কর্মখালি

■ Need Accountant Male & Female. Visit Jalpaimore Office on 25.4.23, 5 P.M. Mob : 9434045946. (C/105289)

■ ছোট্ট পরিবারের জন্য ভালো রান্নার মহিলা চাই। বেতন- 12000/- তবে সাক্ষাতে। সত্বর যোগাযোগ-9641794823, 8388947055. (C/105284)

■ Looking for a skilled individual with knowledge in Income Tax & GST Return, Preparation as well as accounts to work at a Lawyer's Chamber at Siliguri. Ph : 9832067706. (C/105436)

■ দিল্লি/মুম্বই-তে আয়া, পেশেন্ট/বেবি কেয়ার, জাপা, বাড়িতে কাজের মহিলা, কুক, হেল্পার চাই। 15K-25K, 'জয়া সেন্টার'। 9330158486, 9667787582, 8104171606 (এজেন্ট চাই)। (C/105291)

■ গেটওয়ে সিকিউরিটি কোঃ-তে মাজেরহাটে সিকুঃ গার্ড চাই। বাড়ির কাজে M/F চাই, থাকা-খাওয়া সহ। (M) 6290669598. (K)

■ কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ পুরুষ সেলসম্যান চাই। (M) 8918948018, 8637376804. (C/105462)

■ Aquapuro Systems LLP Company-তে Chimney ও Water Purifier Sales-এর জন্য ছেলে ও মেয়ে চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি। বেতন-10,100/- +Commission+থাকা ফ্রি। WhatsApp or Call : 9933677577, 8670330060. (M/M)

■ Require Site Superviser, Civil Engineer, Accountant. (M) 7586890057. (C/112395)

■ শিলিগুড়িতে বাঙালি পরিবারে রান্নার জন্য ১ জন মহিলা বা পুরুষ চাই। (M) 9002590042. (C/105294)

কর্মখালি

■ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত জলপাইগুড়িতে মহিলা হোমের জন্য B.A./M.A. পাশ, কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ মহিলা Residential Social Worker এবং B.Com. (Hons.), Tally জানা Accountant আবশ্যক। যোগাযোগ : wifkolkata@gmail.com, Mobile : 9474324095. (C/105154)

■ ঔষধের দোকানের জন্য কাজ জানা লোক প্রয়োজন। সেলারি Rs. 12,000.00 (বারো হাজার) এবং ঔষধের দোকানে Computer জানা লোক প্রয়োজন। 9434410910, জলপাইগুড়ি। (C/105147)

■ শিলিগুড়িতে Restaurant-এ কুক ও ক্লিনিং স্টাফ চাই। বেতন- 6000/- - 12000/-. (M) 9475244338. (C/105297)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী চাই। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ- 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, সেন্ট্রাল ব্যাংকের নীচে, শিলিগুড়ি। (C/105294)

■ প্রসিদ্ধ কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি কুচিনাতে শিলিগুড়ি, শিবমন্দির, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি ও ফালাকাটা ব্রাঞ্চের ফিল্ড এগজিকিউটিভ পদে লোক নেওয়া হবে। কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ যুবকরা যোগাযোগ করুন। কাজ শিখিয়ে নেওয়া হবে। Fixed salary+কমিশন ও অন্য সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে। Ph : 8116602333. (C/105294)

■ ডিটিপি কাজ জানা প্রার্থী চাই, আলিপুরদুয়ার বাবুপাড়াতে কম্পিউটার ক্যাফেতে কাজ করে রোজগার করতে ইচ্ছুক প্রার্থী যোগাযোগ করুন- deepaksiliroy@gmail.com (C/105294)

■ কাউন্টার সেল ও কম্পিউটার অপারেটারের জন্য 25-45 বছরের কয়েকজন কর্মী চাই। H.S পাশ। বেতন 10K-20K. যোগাযোগ- মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যাণ্ড কোঃ, এনটিএস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/105288)

■ Urgent required Female Telecaller for Siliguri spa. (M) 9932184369. (C/105294)

■ A Co-ed Eng. Med. School near Siliguri requires Asst. M/F Primary Teacher. Ph : 9800759121. (C/105294)

কর্মখালি

■ Vacancy for Maths Teacher. Qualification B.Sc. (Maths). Apply with CV within 4 days. Freshers accepted. Contact : hrpssiliguri@gmail.com, Ph.No. 9932418020, Patharghata Salbari. (C/105474)

■ Required S.St & English Teacher to teach upto class X for an English Medium School near Siliguri. Contact sharp at 7029601348. (C/105294)

■ Wanted Marketing Executive Girl. Qul. - B.Sc/ BCA / BBA/ MBA (Marketing). Age - Not more than 30 yrs. Previous Experience. Desireable Bike or Scooty with licence must salary - Lucrative. Apply with CV. mail : sp28041977@gmail.com . call - 7001678501 working area - Raiganj. (M-TR)

JOB OFFER-SKPL

■ 1. Accountant with min 5 yrs exp., 2. Site supervisor at Gangtok, 3. Salesman for MS Iron Products, 4. Factory Supervisor. WhatsApp : +918670956001. (C/105294)

Job opening

■ Required experenced salesman from soaps & detrergent background. Salary no bar. +91-9564906473. (C/105476)

URGENTLY REQUIRE

Experienced / Fresh Marketing Executives for a Super Distributor of a renowned Bio Pesticide Company. The Candidate will have to cover the The Estates of Dooars/Terai and Darjeeling as well as the Field Crops Sector of North Bengal. Remuneration will commensurate as per experience.
Interested Candidates may apply within 7 days in the following phone numbers: +917605041905, +918918933151.
Mail id: verma@bjenterprises.in

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টক টু মেয়রে নানা নাগরিক সমস্যা জানিয়ে নালিশ

গৌতমেই ভরসা অম্বিকানগরবাসীর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : আপনি আমাদের অভিভাবক। আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে এলাকায় কোনও কাজ হচ্ছে না। নিকাশিনালা পরিষ্কার হচ্ছে না, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, পানীয় জলও কিনে খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আপনি অভিভাবকের মতো নজর দিলে আমাদের উন্নয়ন হবে। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে নিজের প্রাক্তন বিধানসভা এলাকা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অম্বিকানগর থেকে এই ধরনের ফোন পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ওই এলাকার মানুষ যে এখনও তাঁকে মনে রেখেছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি কাজ না হওয়া প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক এবং সাংসদদের বিঁধেছেন গৌতম। তাঁর দাবি, 'একসময় কাজ করেছি তাই মানুষ আমাকে মনে করেছেন। সেখানকার অভিভাবক মনে করছেন। আমি এলাকায় যাব এবং সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব।'

পালটা বিরোধীদের অভিযোগ ফুলবাড়ি ১-এর তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধেই। তিনি এলাকায় কী কাজ করেছেন, তার হিসেব দাবি করেছে। পাশাপাশি উন্নয়ন নিয়ে মেয়রকেও বিঁধেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিখাদেবীর বক্তব্য, 'গৌতম দেব কোনওদিন এলাকার উন্নয়ন করেননি। উনি নিজের উন্নয়ন করেছেন। নয়তো ফোন করে কেউ সমস্যার কথা জানতে চাইত না।' এদিকে, টক টু মেয়রের ফোন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিজের এলাকার সমস্যার কথা একপ্রকার স্বীকারই করে নিয়েছেন ফুলবাড়ি ১-এর পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা করাতি। তাঁর দাবি, 'পানীয় জলের সমস্যা তো রয়েছেই। তবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কাজ শুরু করবে।

> একসময় কাজ করেছি তাই মানুষ আমাকে মনে করেছেন। সেখানকার অভিভাবক মনে করছেন। এলাকায় যাব এবং সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব।
>
> –গৌতম দেব, *মেয়র, শিলিগুড়ি*

কিছুদিন আগেই জায়গা দেখানো হয়েছে। নিকাশিনালারও সমস্যা রয়েছে। তবে আমরা অনেক কাজই করেছি। কিছু কাজ বাকি রয়েছে, আস্তে আস্তে করে দেওয়া হবে।'

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির পুরনিগম এলাকার বাইরে থেকেও প্রচুর ফোন এসেছে। শিবমন্দিরের দুটি পৃথক জায়গা থেকে নিকাশিনালার সমস্যা, রাস্তা খারাপের সমস্যা নিয়ে ফোন এসেছে। মেয়রের প্রাক্তন বিধানসভা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকেও ফোন এসেছে। ফুলবাড়ি ১-এর অম্বিকানগরের বাসিন্দা অভিজিৎ পাল ফোন করে মেয়রকে বলেন, 'আপনিও নেই, উন্নয়ন নেই। অভিভাবক হিসেবে আমাদের এলাকাকে দেখুন।' ওই ফোন পেয়েই হেসে ফেলেন মেয়র। তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনে যাবেন বলে ওই ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন। এসবের বাইরে এদিন ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সুব্রত সাহা নামে এক ব্যক্তি ফোন করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জানান। এলাকারই এক তৃণমূল নেত্রীর মদতে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। পালটা মেয়রের নির্দেশ আছে বলে অবৈধ নির্মাণে বহালতবিয়তে কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই ব্যক্তি। অভিযোগ পেয়েই সরাসরি পুরনিগমের সচিবের কাছে বিষয়টি জানতে চান মেয়র। কিন্তু সচিব মেয়রকে জানান, বিল্ডিং বিভাগ থেকে কোনও আপডেট মেলেনি। এরপরেই মেয়র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর নিজের দপ্তরের কাজেই যে তিনি সন্তুষ্ট নন তা নিজের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে দেন। পুরো বিষয়টি নিজের ডায়ারিতে নোটও করে নেন গৌতম। পাশাপাশি পুর কমিশনারের কাছেও বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট নেবেন বলে জানিয়েছেন।

জল ধরি, জল ভরি। শনিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

মেডিকেলে ফের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মেডিকেলে শিশু চুরির ঘটনার পর পুলিশ যতটা তৎপরতা দেখিয়েছে, মেডিকেল প্রশাসন কিন্তু ততটাও উদ্যমী নয়। ঘটনার পর দু'দিন কাটতে না কাটতেই নিরাপত্তার সেই বেহাল চিত্রটাই ফিরে এসেছে।

শনিবার মেডিকেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফের আগের মতোই ঢিলেঢালা ছিল। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর লেবার রুম সহ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিন গিয়ে কোথাও আর তার ছিটেফোঁটা দেখা যায়নি। শিশু চুরির ঘটনার প্রতিবাদে এদিন মেডিকেলের সুপারের অফিসে বিক্ষোভ দেখায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফ)। এই ঘটনার পরে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তারা।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগ থেকে এক সদ্যোজাত চুরি হয়। খড়িবাড়ি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর রঞ্জিতা সিংহ নামে ওই প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুধবার ভোরে রঞ্জিতাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মহিলা ওই শিশুটিকে নিয়ে ঘোরাঘুরির নাম করে বেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ অবশ্য তদন্তে নেমে এদিন রাতেই চোপড়া থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে ওই মহিলা সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তারও করেছে।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর থেকেই মেডিকেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছিল। লেবার রুম থেকে শুরু করে প্রসূতি বিভাগের সামনেও পুলিশ মোতায়েন ছিল। কিন্তু শনিবার ফের পুরোনো চেহারায় দেখা গেল মেডিকেলকে। শুধুমাত্র বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া অন্য কেউ কোথাও নেই। বেসরকারি এই নিরাপত্তারক্ষীদের অমান্য করে ওয়ার্ডে অবাধ যাতায়াতও দেখা গিয়েছে।

এদিনই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী মণি থাপার নেতৃত্বে শিশু চুরির ঘটনার প্রতিবাদে মেডিকেলে বিক্ষোভ হয়। এই বিক্ষোভে সাগর শর্মার নেতৃত্বে ডিওয়াইএফ-ও শামিল হয়। পরে তাঁরা ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন।

ফাঁকফোকর

- নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফের আগের মতোই ঢিলেঢালা ছিল
- বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর লেবার রুম সহ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল
- এদিন গিয়ে কোথাও আর তার ছিটেফোঁটা দেখা যায়নি

রাজবংশী অঙ্কে বিতর্ক অভিষেকের সফরে

নিউজ ব্যুরো

২২ এপ্রিল : কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার যাত্রার এই হল মোটো। সেইমতো আগামী ২৪ তারিখ কোচবিহারে আসছেন তিনি। তাঁর এই সফরসূচির একটা অংশ হল পদ্মশ্রী-সাক্ষাৎ। ২৬ তারিখ তুফানগঞ্জে জনসংযোগ কর্মসূচিতে এসে পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ডঃ ধর্মনারায়ণ বর্মার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক। কামতাপুরি ভাষার চর্চা নিয়ে সুপরিচিত হওয়ার পাশাপাশি লেখক হিসেবেও খ্যাত ধর্মনারায়ণ।

উত্তরবঙ্গেরই আরেক জেলা জলপাইগুড়ির পদ্মশ্রীপ্রাপক মঙ্গলাকান্ত রায়ের বাড়ি যাবেন না, তবে তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে সংবর্ধনা দেবেন অভিষেক। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি, এই দুই জেলার মাঝখানে রয়েছে আলিপুরদুয়ার। সেই জেলা থেকে এবছরই পদ্মশ্রী পেয়েছেন ধনীরাম টোটো। অভিষেক তাঁর বাড়িতেও যাবেন কি না, বা তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে সংবর্ধনা দেবেন কি না, সেসব কিন্তু এখনও অবধি কিছুই জানা যায়নি। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, আলিপুরদুয়ার জেলার পদ্মশ্রীপ্রাপককে বাদ দিয়ে অন্য দুই জেলার দুই বিশিষ্টকে সংবর্ধনা জানাবার মধ্যেও কি কোনও ভোটের রাজনীতি রয়েছে? আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ওই দুজনকে বেছে নেওয়ার চেষ্টায় কি কাজ করছে কোনও রাজবংশী তাস?

বিশিষ্ট রাজবংশী নাগরিকের বাড়িতে তৃণমূলের নম্বর-টু নেতা আসবেন জানতে পেরে খুশির হাওয়া রাজবংশী সমাজের মধ্যে।

আপ্লুত ধর্মনারায়ণবাবু নিজেও। তিনি আবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অভিষেকের কাছে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরবেন। তাঁর বড় ছেলে আশিসকুমার বর্মা জানান, গত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিক তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, সম্ভবত অভিষেক তাঁদের বাড়িতে আসবেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রধানমন্ত্রী পাহাড় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী : দিলীপ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পাহাড় সমস্যার সমাধান হলেই দার্জিলিংয়ের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটবে। এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সরাসরি মুখ না খুললেও পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী বলে শনিবার দার্জিলিংয়ে দাবি করেছেন তিনি। বাংলার মনীষীদের সম্মান জানাতে শুরু হয়েছে 'অমৃত গাঁথা'। ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার আয়োজিত এমনই একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এদিন দার্জিলিংয়ে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন চায় বিজেপি। তাই পাহাড় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।' বিজেপির শাসনকালে পাহাড়ের উন্নয়ন ঘটছে বলেও দাবি করেন তিনি।

> পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন চায় বিজেপি। তাই পাহাড় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
>
> –দিলীপ ঘোষ, *সর্বভারতীয় সহ সভাপতি, বিজেপি*

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন জায়গায় মনীষীদের সম্মান জানাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। বাংলায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়কে। পাহাড়ের ক্ষেত্রে আচার্য ভানুভক্তকে। তাঁদের সম্মান জানাতে শনিবার দার্জিলিংয়ে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন দিলীপ ঘোষ। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজনীতি নিয়ে মুখ খোলেন। শুক্রবার কালিম্পংয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

এদিনও দার্জিলিংয়ে দলের সাংগঠনিক শক্তির খোঁজ নিতে এখানকার কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি। পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে এখন থেকে বুথ সশক্তিকরণ অভিযানে দলীয় নেতৃত্বকে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করবে বলেও প্রত্যয়ী দিলীপ। তিনি বলেন, 'পাহাড়ে আমরা ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।' উল্লেখ্য, ২০০৯ সাল থেকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রেখেছে বিজেপি।

সাত বছরেও অসম্পূর্ণ সেতু, ক্ষোভ স্থানীয়দের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি শহরের মধ্য শান্তিনগর ও ভারতনগরের মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে জোড়াপানি নদী। একদিকে পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অন্যদিকে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড। দুটি ওয়ার্ডের মানুষের যোগাযোগের সুবিধার জন্যে ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে একটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সাত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেতু নির্মাণ হয়নি। বলা ভালো সরকারি কোষাগারের বহু লক্ষ টাকা খরচ করেও আজও নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। এদিন অবশ্য সংবাদমাধ্যমের ফোন পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার, শহরের চেয়ারম্যান থেকে দপ্তরের মন্ত্রী একযোগে বিষয়টি শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী বলেন, 'এভাবে অদ্ভুত দর্শন সেতু রেখে দেওয়ার মানে কি সেটাই বোঝা গেল না। কথা বলার চেষ্টা করছি বিভিন্ন মহলে, যাতে সেতুটি চলার মতো করা যায়।' সেতুর নকশা করা নিয়েও বাস্তুকারদের দোষ চাপিয়েছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত বসাক বলেন, 'সেতু তৈরির সময় নকশা সঠিক হয়নি বলে আমরা বাসিন্দারা সরব হয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি।'

তৈরি হয়নি সংযোগকারী রাস্তা। ব্যবহার করা যাচ্ছে না সেতু।

প্রায় একই অভিযোগ করেছেন বহু বাসিন্দা। স্থানীয় রাধা কর্মকার, পুষ্প কবিরাজের অভিযোগ, সেতুটি নির্মাণের সময় দু'পাশের রাস্তা থেকে কয়েক ফুট উঁচু কাঠামো তৈরি করা হয়। যার ফলে নদীর একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে হলে কার্যত সিঁড়ি ভেঙে পারাপার হতে হয়। কোনওরকমে হেঁটে পারাপার করা গেলেও এই সেতুতে যানবাহনের চলাচল অসম্ভব। এবিষয়ে বহুবার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এবিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। তিনি মন্তব্য করেন, '২০১৫ সালে আমি এই সেতুর বিষয়ে আবেদন করেছিলাম। বলেছিলাম সেতুটির নকশা ওভাল শেপ (দু'পাশে ঢালু রেখে) আকৃতির করতে। কিন্তু বাস্তুকাররা কীসের ভিত্তিতে এরকম অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করলেন বলতে পারব না। আমার ওয়ার্ডের দিকটা আমি চলার মতো করার চেষ্টা করব।'

বর্ষায় ওই নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ফলে সেতুটি উঁচু করেই তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। তাই বলে কাজ অসম্পূর্ণ করে রেখে দেওয়া হবে, সেটা ভাবতেই পারেননি যদু বর্মন, মহেশ রায়, পূজা সরকারের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বক্তব্য, 'বিষয়টি শুনলাম। খোঁজ নিয়ে দেখব।' যাতে সমস্যা মেটানো যায় সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ডেপুটি ডিরেক্টর এখন করণিক

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হর্টিকালচারের ডেপুটি ডিরেক্টর জয়দীপ বর্মনকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে করণিক পদে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর পদে আসীন থাকবার সময়ে প্রায় ৩০ লক্ষ সরকারি টাকা নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখেন জয়দীপ। বিষয়টি পরবর্তীতে হর্টিকালচার দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে।

লেনিনের জন্মদিন

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : ভিআই লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিন পালন করল সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটি। শনিবার বাগডোগরা দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বামপন্থী নেতা অমল রায়, এরিয়া কমিটির সম্পাদক শীতল দত্ত প্রমুখ।

বুন নদীতে সেতুর দাবি

সন্দেহের বশে কাজ বন্ধ করলেন বাসিন্দারা

বুন নদীতে লোহার বিম পড়ে। সেগুলিই সরানো হচ্ছিল। –সংবাদচিত্র

খড়িবাড়ি, ২২ এপ্রিল : শিবুজোতে বুন নদীর উপর পুরাতন ভাঙা কাঠের সাঁকোর লোহার বিম নদী থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল পূর্ত দপ্তরের এক ঠিকাদার সংস্থা। তাদের ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। তাঁরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিষয়টি খড়িবাড়ি পুলিশকেও জানানো হয়। তারপর নতুন সেতুর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

শিবুজোতে খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়কে বুন নদীর উপর কাঠের সাঁকো ছিল। বছর তিনেক আগে বর্ষার সময় সেটি ভেঙে যায়। তখন থেকে বিমগুলি নদীতে পড়ে ছিল। সাঁকো ভাঙার পর শিবুজোত এলাকার বাসিন্দাদের ঘুরপথে গ্রামে যেতে হচ্ছে। তাঁরা সেতুর দাবি জানালেও প্রশাসন উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে বীর রায় বলেন, 'কিছু লোক ক্রেন ও গ্যাসকাটার এনে বিম নদী থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় কাজ আটকে রাখা হয়েছে।'

পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিউল ইসলাম বলেছেন, 'বুন সেতুর বিম তোলার জন্য ঠিকাদারকে দপ্তর থেকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।'

খড়িবাড়ি পুলিশ ঠিকাদার সংস্থার দেখানো ওয়ার্ক অর্ডারের সত্যতা পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে যাচাইয়ের পর আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ তুলে নেয়। আন্দোলনকারী হুঁশিয়ারি দেন, দ্রুত গ্রামে ঢোকার জন্য নতুন সেতু তৈরি করে না দেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বুন নদীর উপর সেতু তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হবে।' শিবুজোতে ভাঙা বুন সেতুতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে এলাকাবাসী।

প্রয়াত পবন

নকশালবাড়ি, ২২ এপ্রিল : নকশাল আন্দোলনের সময় ১৯৬৭ সালের ২৫ মে পুলিশের গুলিতে নিহত ধনেশ্বরী সিংহের একমাত্র পুত্র পবন সিংহ শনিবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নকশালবাড়ি বেঙ্গাইজোতের বাসিন্দা পবন নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর পবন দীর্ঘদিন লুকিয়ে ছিলেন নেপালে। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পবনের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই হাঁপানিতে ভুগছিলেন তিনি। সিপিআই(এমএল)-এর পক্ষ থেকে এদিন বেঙ্গাইজোতে পবনকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়।

দোকানে চুরি

খড়িবাড়ি, ২২ এপ্রিল : খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসিতে একটি পানের দোকানে চুরি হয় শুক্রবার রাতে। প্রায় ৫০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে দোকানির দাবি। ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দোকানের মালিক সুশান্ত মণ্ডল বলেন, 'রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। সকালে পাশের দোকানি খবর দেন আমার দোকানের তালা ভাঙা। খবর পেয়ে এসে দেখি দোকানের বেশিরভাগ জিনিস চুরি গিয়েছে।' আরেক দোকানি অজিত বিশ্বাসের অভিযোগ, 'একাধিকবার বাতাসি বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রহরা থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটছে।' এদিন সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া, ২২ এপ্রিল : কালিয়াগঞ্জে স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে সরব হল ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা। শনিবার সংগঠনের ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। একইসঙ্গে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের হাতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

টোটো উলটে জখম চালক

চাকুলিয়া, ২২ এপ্রিল : ইদের নমাজের পর আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। শনিবার চাকুলিয়া থানার চাপোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতের নাম শরিফ আলম (২৫)।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ইদের জামাতে নমাজ আদায় করার পর পুয়ার এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক টোটো চালিয়ে চাপোড়ে যাচ্ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। চাপোড়ের এক টার্নিং পয়েন্টে টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। টোটোটি পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠান।

পুলিশ জানিয়েছে, টোটোটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ এপ্রিল ২০২৩ রবিবার, ৯ বৈশাখ ১৪৩০ ■ ৪৩ বর্ষ ■ ৩৩৩ সংখ্যা

উত্তরবঙ্গে কি দক্ষিণবঙ্গের মতো গরম পড়ে যে, সেখানেও তাপপ্রবাহের জন্য ছুটি দরকার? বছর দুয়েক হল গরমের জন্য কয়েকদিন বাড়তি ছুটি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গে অনেক জেলায় তা নিয়ে বেশ ক্ষোভ। উত্তর সম্পাদকীয়তে এবারের আলোচনা সেই বিতর্ক নিয়ে। দুই শিক্ষক কলম ধরেছেন উত্তরবঙ্গে ছুটির পক্ষে। দুই শিক্ষক ছুটির বিপক্ষে।

ছুটি বিতর্ক

ছবি : তপন দাস

পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক সিদ্ধান্ত

রুদ্র সান্যাল

পক্ষে ১

মেয়েটা স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরেই বিধ্বস্ত অবস্থায় 'খুব পেটে ব্যথা' বলতে বলতে দৌড়ে বাথরুমে চলে গেল। প্রচণ্ড পেট খারাপ। একটু পরেই গায়ে হালকা জ্বর। দেরি না করেই ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। ডাক্তারবাবু বললেন 'চিন্তা করার কিছু নেই। এই গরমের কারণেই শরীরটা খারাপ হয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে।'

সত্যিই এবারের তীব্র তাপপ্রবাহে ওষ্ঠাগত প্রাণ! এই অবস্থা এই এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গে শেষ কবে দেখা গিয়েছে, সেটাই বড় প্রশ্ন! প্রতি বছর এখন প্রায় নিয়মিতভাবেই, এই তাপপ্রবাহের কারণে স্কুলগুলোতে সরকার ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু এই সময় ছুটি কিন্তু কখনোই দেখা যায়নি।

একটা বিতর্ক আমরা প্রায়ই করে থাকি, বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অভিভাবক মহলে। বলা হয়, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে আবহাওয়ার অনেক তারতম্য আছে। সেই জন্যে আমাদের উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রার ফারাকের কারণে এখানে এত আগে ছুটি দেওয়া কাম্য নয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। কথাটা অযৌক্তিক নয়। এছাড়াও প্রান্তিক এলাকায় বিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর অভাবী গরিব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। যাদের কাছে মিড-ডে মিলের একবেলা পেটভরে খাওয়া অনেকটাই পুষ্টির ঘাটতি কমাতে সাহায্য করে। এটা বাস্তব।

কিন্তু এই মুহূর্তে যা দেখতে পাচ্ছি, যে পরিমাণ তাপপ্রবাহ এখানে চলছে, তাতে ছুটি অবশ্যই কয়েকটা দিন দরকার ছিল। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশের কিছু গুণগত পার্থক্য থাকলেও, এখানকার গরম এবার অস্বাভাবিক।

ছবি : তপন দাস

আগে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি কিংবা আলিপুরদুয়ার, মালবাজার এলাকায় এসি মেশিন কেনার কথা কেউ ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু এখন ঘরে ঘরে এসি কিনতে হচ্ছে। এর অর্থ, শুধু আর্থিক বিলাসিতা নয়, গরম ক্রমশ সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসলেই দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলিতে অনেক বাচ্চাই এই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কারও পেটের সমস্যা বা কারও জ্বর বা কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকার বহু বিদ্যালয় আছে, যেখানে প্রায়শই বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। সেই মুহূর্তে এই গরমে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচুর কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়।

এমনিতে উন্নয়নের নামে নিয়মিত বৃক্ষনিধন, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। এই গরম তার অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কিত, তাঁদের মতে ভারতবর্ষের ৯০ শতাংশ অঞ্চল ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে চরম উষ্ণাঞ্চলে। এর প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়বে অদূর ভবিষ্যতে। তাহলে আমাদের উত্তরবঙ্গই বা কেন বাদ যাবে?

বহু অভিভাবক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মানছেন, সত্যিই এবারের গরম অস্বাভাবিক। ছেলেমেয়েদের খুবই খারাপ অবস্থা! তাই এখন উত্তরের বহু অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বহু অঞ্চলের তাপমাত্রার মধ্যে ফারাক করা কঠিন। এই অবস্থায় তাই একটা কথা বলাই যায়। এই মুহূর্তে বিদ্যালয় বন্ধ রাখা সাতদিনের জন্য মনে হয় উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অন্তত খারাপ সিদ্ধান্ত হয়নি। বাচ্চাদের শরীর সুস্থ থাকা সবার আগে জরুরি।

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের শিক্ষক)

সময়োচিত পদক্ষেপ

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

পক্ষে ২

প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালাগুলো আকাশের নিদারুণ কটাক্ষে স্তব্ধ। বড় রাস্তা থেকে ভেতর পানের গ্রামগুলোয় এখনও আত্মীয়স্বজন এলে গ্রামের একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় প্রাইমারি স্কুল। ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো দূর থেকে ভেসে আসা 'স্কুল চলার শব্দ' আজ নেই। বাংলার গ্রাম বদলে গিয়েছে। গ্রামবাংলা এই রুদ্র গ্রীষ্মকাল মহেশ নামের পশুটির অসহায়ত্বের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাপমাত্রা এমনই যতটুকু গাছপালা টিকে আছে সেগুলোকে দেখলেও মনে হয় রোদে ঘামছে।

ক্লাস ফোরের ছাত্রী কারিমা পারভিনকে কিছুদিন আগেও দেখা যেত দুর্গার মতো রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িয়ে দিদির পাওয়া সবুজ সাথী সাইকেলটা নিয়ে গ্রামের পথে দাপিয়ে বেড়াতে। এখন সে আর টইটই করে ঘুরে বেড়াতে পারে না। এমনকি স্কুলে আসতে গিয়ে রেললাইনটা পার হতে ভয় পায়। কেননা তারপরে কিলোমিটার খানেক পথে বড় গাছ নেই। গত সপ্তাহে প্রাকপ্রাথমিকের শিপুল পান্না রোদের তেজে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন শরীরে জল কম ছিল।

আজকাল পরিবেশ এতটাই রুক্ষ হয়ে উঠেছে যে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' বলার দিন শেষ। মেরুপ্রদেশে বরফ গলছে আর গ্রামবাংলায় 'স্নিগ্ধ সমীর' বইবে এ আশা অতিবড় মূর্খও করে না। কলকাতা থেকে কোচবিহার, বাঁকুড়া থেকে বালুরঘাট তীব্র তাপপ্রবাহের অধীনে চলে গিয়েছে। কৃষিপ্রধান জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাটের বিগত কয়েকদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নামেনি। এই অবস্থায় শিশুদের স্কুলে পাঠাবেন কী করে তাঁদের অভিভাবকরা। স্কুল মানেই শুধু শহরের স্কুল নয়, গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলোতে খুদে পড়ুয়াদেরও বেশিরভাগ সময় এক-দেড় কিলোমিটার হেঁটে আসতে হয়। প্রতিদিনই কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। এই অবস্থায় 'শিক্ষা আগে, না জীবন আগে!' এই প্রশ্নে স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।

এই সিদ্ধান্ত বহু মানুষের মনে হয়েছে অপ্রয়োজনীয়। স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ মানেই ভারত আর জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারল না। বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ বলেই কি এদেশের শিশু কিশোর-কিশোরীর প্রাণের মূল্য নেই! মানব যখন সম্পদ অবশ্যই তার মূল্য আছে। হাজার জন পরিণত মানুষের চেয়েও একজন শিশুর প্রাণের মূল্য অনেক। একজন শিশুর মৃত্যু মানেই রাষ্ট্রের একটি সম্ভাবনার মৃত্যু। শিশুর নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস কল্যাণকামী রাষ্ট্র করতে পারে না। তাই এই অসহনীয় গরমে স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

প্রশ্ন হল, বছর বছর তো গরম কমবে না, বরং বাড়বেই। তাহলে বিকল্প পথ কী? সকালে স্কুল বিকল্প পথ নয়। দুপুর বারোটা পর্যন্ত স্কুলে থাকলে শিশুদের একই দশা হয়। তাহলে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাবর্ষের সময়কালকে পরিবর্তন করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। মার্চে পরীক্ষা হয়ে মাস খানেকের ছুটি এমনিতেই দেওয়া যেতে পারে। মে মাসে কিছুটা সময় পঠনপাঠন শুরু করে গ্রীষ্মের ছুটি। তারপর বৃষ্টি বৃষ্টি পরিবেশে পুরোদমে পড়াশোনা শুরু করা যায়।

(লেখক বালুরঘাটের শিক্ষক)

ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

গতির মুখেই ব্রেক

সুমন্ত বাগচী

বিপক্ষে ১

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বিদ্যালয়গুলির ছুটির তালিকা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এটা চিরকালীন নিয়ম। ফলে সারা বছরের শিখন পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়। যেখানে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার মধ্যে আবার ছুটির নির্দেশ এল গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহের জন্য।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে। উষ্ণায়নের কারণে আগামীদিনে গরম বাড়বে বই কমবে না। এই অবস্থায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বার্ষিক ছুটির তালিকায় কিছু পরিবর্তন আনতে পারত।

গ্রামাঞ্চলে সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতেই সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো করে। গ্রামের অনেক বিদ্যালয়েই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষার সিট পড়ে। তা ছাড়া থাকে সরস্বতীপুজো সহ একাধিক ছুটি। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বিদ্যালয়গুলিতে সামান্য ক্লাস হয়েছে। এইসব পর্ব মিটিয়ে বিদ্যালয়ে ক্লাসরুম পড়াশোনা যখন সবে গতি পাচ্ছে, ঠিক সেইসময়ে বাড়তি গ্রীষ্মাবকাশ এবং বাড়তি ছুটির ঘোষণা করা হল।

দক্ষিণবঙ্গের স্কুলের জন্য এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা থাকলেও উত্তরবঙ্গের সমতলের স্কুলের জন্য একেবারেই সঠিক নয়। তাহলে সমাধান কী?

এক) উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর বাদ দিলে বাকি অংশের জন্য এই গ্রীষ্মাবকাশ বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। খুব অসুবিধা হলে সকালবেলা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা যেতেই পারে।

দুই) আবহাওয়ার কারণে যেহেতু সারারাজ্যে প্রতিবারই বাড়তি গ্রীষ্মের ছুটি দিতে হয়, তাই পুজোর ছুটি কমানো যেতে পারে। লক্ষ্মীপুজো ও কালীপুজোর মাঝখানে সপ্তাহ দুয়েক ক্লাস চালানো যেতেই পারে। এই রাজ্যের সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডের বিদ্যালয়গুলিতে এই রুটিন অনুসরণ করা হয়। শিক্ষকদের পরোক্ষে সম্মতি থাকবে। কারণ এঁদের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ এই বোর্ডের বিদ্যালয়গুলিতেই পড়ে।

অনেকে বলবেন, এই নির্দেশগুলোতে পরবর্তীতে বাড়তি ক্লাসের কথা এবং সামার ক্যাম্পের কথা বলা হয়েছে। উৎসশ্রীর কল্যাণে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। রুটিন ক্লাস চালানোই দুষ্কর।

আর সামার ক্যাম্পের নামে যা করতে বলা হয়েছে, তাতে হাসি চাপা ছাড়া গতি নেই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, কারখানা ঘোরার সময় গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ স্পর্শ করবে না? এই বিপুল খরচ কে বহন করবে?

সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি, অতি সংক্ষিপ্ত পঠনপাঠন দিবস, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল বিলোপ, সরকারি কাজের ছুতোয় হরবখত ক্লাস বন্ধ করা ইত্যাদি যে গহ্বর তৈরি হয়েছে, তা মিড-ডে মিল, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, তরুণের স্বপ্ন, শিক্ষাশ্রী ইত্যাদি দিয়ে ভরাট করা যাচ্ছে না।

প্রমাণ চান? স্কুলগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ছাত্র সংখ্যা কমছে। গত বছরের তুলনায় এবছর চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমেছে। জানি না, সরকারি বা সরকারপোষিত বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কী।

(লেখক প্রধান শিক্ষক, ফাটাপুকুর সারদামণি বিদ্যালয়)

ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

কোনও বিকল্প কেন ভাবা যায় না

শৌভিক রায়

বিপক্ষে ২

চলতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছুটির তালিকা দেখে অনেকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, একটু গরম পড়লেই এই তালিকা বদলে যেতে পারে।

তাঁদের রসিকতা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ২৪ মে'র বদলে ২ তারিখ থেকে গরমের ছুটি শুরু হচ্ছে। পয়লা মে'র ছুটি ও ৩০ এপ্রিল রবিবার ধরলে, কার্যত ২৯ এপ্রিল থেকে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু। অবশ্য যদি ভয়ানক গ্রীষ্ম পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হয়, তবে ছুটির রদবদল হতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয় কবে খুলবে তা স্পষ্ট নয়। আবার এই ছুটির মধ্যে ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে আনার নির্দেশটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। গরমের জন্য যদি ছুটিই দিতে হয়, তবে তাদের প্রখর রোদে আবার বাইরে নিয়ে যাওয়া কেন!

এই মুহূর্তে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে, রাজ্যের সর্বত্রই কমবেশি তাপপ্রবাহ চলছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থা সত্যিই ভয়ানক। কিন্তু উত্তরে অবস্থা এখনও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে, ছুটি এগিয়ে আনতে হবে!

এমনিতেই শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কিন্তু সেভাবে ক্লাস হয়নি। জানুয়ারি মাসে স্কুলগুলিতে ভর্তি সহ নানা অনুষ্ঠান চলে। এই বছর, পরের মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেটি শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক। আবার উচ্চমাধ্যমিকের পরেই নিতে হয়েছে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা।

ফলে যেসব স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুটি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল, তাদের পক্ষে সিলেবাস শেষ করা অত্যন্ত চাপের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বছর রয়েছে পঞ্চায়েত ভোট। বিভিন্ন স্কুল ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বহু স্কুলে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবেন বলে স্কুল বন্ধ রাখতে হবে। তাই শিক্ষা দিবসের সংখ্যা হয়তো এমনিতেও কমবে।

যে বিষয়গুলিকে এড়ানো যাবে না, সেসব ভেবে লাভ নেই। কিন্তু যা করা যায় বা যেত, সেগুলিও যখন ভাবা হয় না, তখন উদ্বেগ বাড়ে। বাংলামাধ্যম স্কুলগুলির অবস্থা এমনিতেই অত্যন্ত খারাপ। প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা কমছে। শহর বা গ্রাম সর্বত্র এক চিত্র। বাড়ছে অসরকারি উদ্যোগে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা। অভিভাবকরা ঝুঁকছেন সেইসব স্কুলের দিকে। সরকারি স্কুলগুলি আজকাল শুধুমাত্র মিড-ডে মিল ও অন্যান্য বিভিন্ন ভাতা বিতরণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ের মূল যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'শিক্ষাপ্রদান' তা যেন কবেই গায়েব!

অতীতে বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থার সাপেক্ষে স্কুলগুলি নিজেদের মতো গরমের ছুটি দিত। উত্তরের বহু এলাকায় গ্রীষ্মের ছুটির চাইতে অনেক বেশি প্রয়োজন বর্ষার 'রোয়া পোঁতা'র ছুটি। যেখানে দরকার, সেখানে ছুটি অবশ্যই দেওয়া হোক। সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু অপ্রয়োজন ছুটির দরকারটা কোথায়? এতে তো আখেরে আমাদের পড়ুয়াদের ক্ষতি হচ্ছে!

এই সহজ বিষয়টি নীতি নির্ধারণকারীরা বোঝেন না, সেটি হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা ছুটি ছাড়া অন্য কোনও বিকল্পও ভাবতে পারেন না। প্রতি বছর তাঁদের এই স্থবির ভাবনা শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য নিয়ে আসছে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ লাটে উঠছে।

(লেখক কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

রংদার

রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ এপ্রিল ২০২৩ সাত

গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় আলোচ্য বিষয় একটাই। তৃণমূল বা বিজেপি নয়। কংগ্রেস বা সিপিএম নয়। সবার মুখে একটাই শব্দ–গরম। এসি কেনার হিড়িক পড়েছে চারদিকে। মহানগরী থেকে শহর, মফসসল, গ্রাম–সব জায়গায় ছবি এক। মানুষ কি একটু বেশি বিলাসী হয়ে পড়েছে, না আগে এত গরম পড়ত না? এবারের প্রচ্ছদে অবধারিতভাবে সেইসব প্রসঙ্গ।

আইসক্রিমওয়ালা নিতাইদার গলা

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পানাগড় ৪২.৬। শ্রীনিকেতন ৪২.৩। বাঁকুড়া ৪৩.৮। বর্ধমান ৪২.৩। দমদম ৪১.৬। ব্যারাকপুর ৪০.৮। কৃষ্ণনগর ৪০.৮। পুরুলিয়া ৪০.৭। ক্যানিং ৪০.৬। ঝাড়গ্রাম ৪০.২। সল্টলেক ৪১.০। কলকাতা ৪০.০।

একঝলক দেখলে মনে হয়, আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস বা গুজরাট টাইটান্সের স্কোরকার্ড। হ্যাঁ, তা তো বটেই। এটা রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার স্কোরকার্ড। প্রতিটি অঞ্চল যেন আইপিএলের তারকা ব্যাটসম্যান। কেউ শিমরন হেটমায়ার, কেউ সঞ্জু স্যামসন, কেউ ডেভিড মিলার, কেউ শুভমন গিল, কেউ আবার ভেঙ্কটেশ আয়ার, কেউ হয়তো রিঙ্কু সিং।

গত দু'সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে এই ধরনের চার্ট, যা থেকে ফুটে উঠছে একটা ভয়াবহ চিত্র। প্রচণ্ড গরমে হিটস্ট্রোকে মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আবালবৃদ্ধবনিতা। দাম বাড়ছে আনাজপাতি থেকে শুরু করে সবকিছুর। আর দহনের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের সবক'টি জেলার মানুষও। ক্যানিং থেকে কাঁথি, বোলপুর থেকে বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর থেকে কুলটি, দমদম থেকে দুর্গাপুর সব মিলেমিশে একাকার। নিস্তার নেই উত্তরবঙ্গেরও।

এই মুহূর্তে আমি যদি বলি, গ্রীষ্মই আমার প্রিয় ঋতু, তাহলে সবাই আমাকে বদ্ধ উন্মাদ ভাবতে পারেন। আসলে আমাদের শৈশব–কৈশোরে আবহাওয়ার চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমার বাড়ি বীরভূমের সিউড়িতে। ছোটবেলায় হেমন্তে–শীতে বৃষ্টির দেখা মিলত ভালোই। আবার ফাল্গুন–চৈত্রে কালবৈশাখীর ঝড়–বৃষ্টিও হত মাঝেমধ্যেই। এই ছবিটা মোটামুটি একই থাকত প্রতি বছর। টি টোয়েন্টি নয়, আমাদের শৈশবের গ্রীষ্ম ছিল টেস্ট ক্রিকেট। যেন বিশ্বনাথ–গাভাসকারের শৈল্পিক ব্যাটিং।

তাই গরম পড়তে শুরু করলেই এক অচেনা আনন্দে ভরে উঠত আমার মন। আমাদের মফসসল শহরের রাস্তায় রাস্তায় তখন প্রচুর বড় বড় গাছ ছিল। সার্কিট হাউস, ইরিগেশন কলোনি, জেলা স্কুলের মাঠ সর্বত্র। কালবৈশাখীর পরের সকালে কৃষ্ণচূড়া–রাধাচূড়া ফুলের রঙে অন্য এক রূপ নিত শহরের নানা রাস্তা, মাঠ। সেই স্নিগ্ধ সকালে রাস্তায় হাঁটলে অনাবিল আনন্দে নেচে উঠত হৃদয়।

গরমের প্রতি আমার বাড়তি আকর্ষণের কারণ ছিল মর্নিং স্কুল। গ্রীষ্মের ছুটির আগে অন্তত মাস দেড়েক সকালের স্কুল হত। সাড়ে ছ'টা থেকে শুরু হত স্কুল। রাঢ় অঞ্চলের অত্যধিক গরমের কারণে কোর্টকাছারি এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসও তখন সকালে হত। বাবা ছিলেন আইনজীবী। মর্নিং কোর্ট হয়ে যেত বাবারও। ফলত ভোর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত মায়ের। আমাদের সব ভাইবোনকে রেডি করে স্কুলে পাঠানো, বাবাকে হাতে হাতে সব কিছু জোগান দেওয়া।

দুপুরে লু বইত। বাড়ির বাইরে বেরোনো বারণ ছিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে এক ঘণ্টার দিবানিদ্রা। আমাদের ছিল চুনসুরকির বাড়ি। সব দরজা, জানলা বন্ধ করে দিলে এসি'র মতো ঠান্ডা হয়ে যেত ঘর। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও মায়ের কোনও বিশ্রাম ছিল না। আসলে স্বামী–সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখতে গিয়ে মা–জেঠিমারা কখনও নিজেদের দিকে তাকাতেন না, যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতেন। এখন এগুলো ভাবলে খুব কষ্ট হয়। সারা দুপুর ধরেই চলত ফল কাটাকাটি ও শরবত বানানোর কাজ। সেও এক এলাহি আয়োজন। আম, লিচু, শসা, তরমুজ কাটা বা আমপোড়া–দই–বেলের শরবত বানানো।

ঘুম থেকে উঠে শরবত খেয়ে পড়তে বসতে হত। পড়তে বসতাম বাবার বৈঠকখানা বা তার লাগোয়া ঘরে। রোজ ঠিক সেই সময়েই আইসক্রিমওয়ালা নিতাইদার গলা পাওয়া যেত। মাঝেমধ্যে আইসক্রিম বলে চ্যাঁচাত আর একটা ছোট হর্ন বাজাত। এছাড়াও সেই সময় আসত পিন খেজুরওয়ালা। একটা চোঙা মুখে নিয়ে পিন খেজুর বলতে বলতে যেত। ঠিক সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসত কুলফিওয়ালা।

আমাদের সবচেয়ে মজার ছিল, রাতে সবাই মিলে ছাদে ঘুমোনো। সে যে কী আরামের ছিল বলে বোঝানো যাবে না।

আর ছিল পয়লা বৈশাখ। দোকানে দোকানে হালখাতার অনুষ্ঠানে বাবার প্রতিনিধি হয়ে আমাকেই যেতে হত। আমি ছিলাম বরাবরের মস্ত পেটুক। মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতাম। সেই জন্য পয়লা বৈশাখ দিনটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেদিন সব দোকানেই বিশেষ খাতির। ঢুকতে না ঢুকতেই দোকানমালিক কর্মচারীকে বললেন, 'যা রে খোকাকে ভেতরে নিয়ে যা।' তারপরেই শুরু হত আমার সংহার। কোনও দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। শুধু কানে আসছে অস্ফুট আওয়াজ, 'ওরে খোকাকে আর দুটো করে রাজভোগ, পান্তুয়া, জিলিপি দে।' ক্যালেন্ডার হাতে? যখন দোকান থেকে বেরোতাম, তখন মনে হত পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশি সুখী আর কেউ নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, সেই আমলে বাংলা নববর্ষে গোটা রাজ্যেই হইহই পড়ে যেত।

> **এই মুহূর্তে আমি যদি বলি, গ্রীষ্মই আমার প্রিয় ঋতু, তাহলে সবাই আমাকে বদ্ধ উন্মাদ ভাবতে পারেন। আসলে আমাদের শৈশব–কৈশোরে আবহাওয়ার চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। টি টোয়েন্টি নয়, আমাদের শৈশবের গ্রীষ্ম ছিল টেস্ট ক্রিকেট। যেন বিশ্বনাথ–গাভাসকারের শৈল্পিক ব্যাটিং। তাই গরম পড়তে শুরু করলেই এক অচেনা আনন্দে ভরে উঠত আমার মন।**

দোকানে দোকানে উৎসব চলত সকাল থেকে রাত অবধি।

এরই পাশাপাশি এবার গরমের বৈশাখের কথা ভাবলে খারাপই লাগছে। প্রচণ্ড গরমে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় দোকানমালিকদের। সকাল থেকে সব সাজিয়েগুছিয়ে রাখলে কী হবে, সারাদিন ধরে কোনও খদ্দেরের দেখা নেই। বহু দোকানেই মালিক–কর্মীদের বসে বসে ঢুলতে দেখা যায়। সন্ধের পর দোকানগুলোয় সামান্য ভিড় হলেও আসল ভিড় টেনে নিয়েছিল বিভিন্ন শপিং মল। সেখানে গরমে কষ্ট পেতে হবে না কাউকে, এসি চলছে। এসি'র আরাম আছে বলে সিনেমাহল, রেস্তোরাঁতেও সমান ভিড়।

এই প্রসঙ্গে আমার কলেজ জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি। একবার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র সদনে প্রভাতি অনুষ্ঠান শেষে বাসের দেখা নেই। আমি আর আমার কলেজ–কাম–হস্টেলের বন্ধু রমাপ্রসাদ ওই রোদে হেঁটে ইডেন হিন্দু হস্টেলে ফিরলাম। ঘটনাটার উল্লেখ এইজন্যই করলাম, তখন আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট রোদ লাগালেই হিটস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা ততটা ছিল না। সত্তর, আশি, নব্বইয়ের দশকে গরমের সময় দুপুরে কলেজ না থাকলে হামেশাই টোটো করে ঘুরে বেড়াতাম আমরা। কখনও কোনও বন্ধুর বাড়ি, কখনও বা হাতিবাগান কিংবা ধর্মতলার কোনও হলে ম্যাটিনি শো দেখতে যাওয়া, কখনও কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ দেখতে ময়দানে টিকিটের লাইনে দাঁড়ানো। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ উপেক্ষা করেই সব কিছু করতাম আমরা। গরম আমাদের দমাতে পারেনি।

আসলে সেই আমলের কলকাতায় গাছের সংখ্যা ছিল প্রচুর। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা কলকাতাই ছিল বনবিতান। ভিআইপি রোডের দু'ধারেও ছিল বড় বড় গাছ। এখন অধিকাংশ গাছই হয় ঝড়ে উপড়ে পড়েছে বা কেটে ফেলা হয়েছে। কমবেশি একই চিত্র জেলাগুলোতেও। প্রকৃতির ওপর এত নির্যাতন হলে প্রকৃতির রোষের অনলে তো পুড়তেই হবে।

এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীর গরমের ছবিগুলি তুলেছেন মাজিদুর সরদার

গরম! গরম!

ভিতরের আর

কী কী রং

ধারাবাহিক ইতি মাধবী
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

বড় গল্প
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিচার
রণজিৎ দেব

বিদেশের চিঠি
জগন্নাথ বিশ্বাস

কবিতা
কালীকৃষ্ণ গুহ, মঞ্জুভাষ মিত্র, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌ সেন, সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ণালী দাসকুণ্ডু, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তাপের কতরকম মানে

শুভময় সরকার

গরম লাগলে তিব্বত যাওয়ার সুকুমারীয় সেই আপ্তবাক্য স্মরণে রেখেই বলা যায় গেছোদাদা এবং গেছোবৌদিরা আজ আর তিব্বতে যাওয়ার রিস্ক নিতে পারছে না। সময় বদলেছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপটে তিব্বতও আর তেমন নিরাপদ নয়। তাই এই তাপপ্রবাহের আবহে গেছোদাদারা এখন বাতানুকূলের কুল কুল পরিবেশে টিভির পর্দায় চোখ রাখছে আর গেছোবৌদিরা গরমকালের শাপশাপান্ত করতে করতে বাড়িতেই, নো বাইরে।

হ্যাঁ, 'খেলা হবে'র ভবিষ্যদ্বাণী নয়, খেলা এখন হচ্ছে আর এবারের গ্রীষ্ম শুরু থেকেই চালিয়ে খেলছে। প্রবল তাপপ্রবাহ বেশ মালুম হল এই উত্তরের দুই প্রান্তের দু'শহরে গিয়ে। দুটি সাহিত্যকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি যেতে হয়েছিল এমন এক শহর থেকে যেখানে দু'দিনের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রায় মেঘপুঞ্জ সব জড়ো হয় আকাশে আর পাশের চিরপরিচিত অনুভবী পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই মেঘের দল নেমে আসে বারিধারা হয়ে, স্নাত হয় শহর, স্নিগ্ধ হয় চারপাশ, শান্ত হয় মানুষ; অন্তত সুদীর্ঘ আবহাওয়ার ইতিহাস তেমনটা ইঙ্গিত দেয়। এই অব্দি পড়ে আমার শহরের মানুষ ভ্রূ কুঞ্চিত করছেন নিশ্চিত, কারণ অতীতের যাবতীয় হিসেব ওলট-পালট করে এবার শহর শিলিগুড়ির তাপমাত্রাও বেসুরো গাইছে।

'রাজা বলেন বৃষ্টি নামা, নইলে কিচ্ছু মিলছে না', আসলে হিসেব ওভাবে মেলে না, সেলসিয়াসের মাপজোখে অঙ্ক মেলে না, আসল কেস 'ফিলিং' কত...! আমাদের এই ফুট হিলসের শহরের চল্লিশ–একচল্লিশ আর মালদার চল্লিশ–বিয়াল্লিশ একরকম 'ফিলিং'য়ে থাকে না, ওখানে খরবায়ু বয় বেগে, লু বয়ে যায় আর ঝলসে যায় চারপাশ। সত্যি বলতে কী, শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষার রেকর্ড ব্রেকিংয়ের বাৎসরিক চর্চার কতটা সত্যি, কতটাই বা মিথ, সে ভারী কঠিন প্রশ্ন। যাপন স্বাচ্ছন্দ্য যত বাড়ছে, তত আমাদের 'ফিলিং হট' ততই ক্রমবর্ধমান।

তবে এটাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে গরম বাড়ছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপট ঊর্ধ্বমুখী, গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ, নেমে যাচ্ছে জলস্তর, কমে আসছে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ, আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থে সংগঠিত হচ্ছে বিস্তর সেমিনার, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আগাম সতর্কতা জারি করছেন, পরিবেশবিদদের একাংশ কাজ করে চলেছেন নিরন্তর আর অন্যদিকে একইসঙ্গে চলছে বৃক্ষনিধনের মহোৎসব, নগরায়ণের নামে জঙ্গল সাফ, পুকুর ভরাট করে গগনচুম্বী, টুরিজমের আড়ালে ফূর্তি...! আহা, চমৎকার! দ্বিচারিতার নিখুঁত কোলাজ। সুদূর ব্রাজিলের আমাজন থেকে হাতের কাছের যশোর রোড কিংবা আরও কিছুটা মাইক্রোস্কোপিক হয়ে যদি কান পাতি আমার শহরের তপ্ত বাতাসে, আমরা নিশ্চিত শুনতে পাই গাছেদের হাহাকার, শুকিয়ে যাওয়া নদীর আর্তনাদ, জলাভূমিদের কান্না আর অশ্লীল বহুজাতিক উল্লাস। আমরা দায় এড়াতে পারি কি? এই যাহ! বড্ড গম্ভীর গম্ভীর কথা বলে ফেললি, একটু অন্যরকম ভাবনায় যাওয়া যাক বরং...!

আচ্ছা, একটা প্রশ্ন কি মনে আসে না, এই যে গরম, তা কি নেহাতই আবহাওয়ায় আটকে থাকা একস্তরীয় বিষয়, নাকি এই উত্তাপ, উষ্ণতার আরও কিছু স্তর আছে। 'গরম', 'উষ্ণ', 'হট', 'তাপ', 'উত্তাপ' শব্দগুলোর মূলগত অর্থ অভিন্ন হলেও ব্যবহারগত ভিন্নতা রয়েছে। সেই কৈশোর–যৌবনের মধ্যবর্তী সময়ে দেখা একটি আমেরিকান ক্রাইম ফিল্মের পোস্টারে উন্মুক্ত শরীরের নায়িকার ছবি মনে পড়ল কিংবা মনে পড়ে যায় আরও কিছু ভারতীয় চলচ্চিত্রের দৃশ্য। সে'সবে কি তাপপ্রবাহ অনুভূত হয়নি মন কিংবা শরীর জুড়ে? সদ্যপাঠ 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র বহুশ্রুত কথাটিকে উলটে নিজেদের মতো সাজিয়ে নিয়ে কি বলিনি– মন মন, তোমার শরীর নাই কুসুম? বলেছি তো। তুমি তো অন্ধকারকে সব দিয়েছো, আমি দশদিগন্তের অন্ধকার হবো নন্দিনী...! পূর্ণেন্দু পত্রীর সেই 'কথোপকথন' থেকেও কি আগুন পোহাইনি আমরা? সেও তো তাপপ্রবাহেরই অন্য এক স্তর।

সদ্য যৌবনে কোনও এক সমুদ্রপাড়ে 'হোটেল সোনালী' পড়তে গিয়ে পড়েছিলাম 'হট সোনালী', দোষটা আমার নয়, গ্লোসাইনবোর্ডে হোটেলের শেষ দুটো অক্ষরের আলো জ্বলেনি।

এরপর আটের পাতায়

পরিবর্তন আবহাওয়ার, না আমাদের অভ্যাসের

দেবদূত ঘোষঠাকুর

বাইরে গনগন করছে সূর্য। রাস্তায় শরবতের দোকানে লম্বা লাইন। শহরে এলাকায় লম্বা লাইন এসি'র দোকানে। হাঁসফাঁস করছেন মানুষ। এমন গরম নাকি আগে কখনও পড়েনি।

বাসে, ট্রেনে, পাড়ার আড্ডায়, সমাজমাধ্যমে নানা আলোচনা। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের ছোটবেলায় এমন গরম ছিল। কিন্তু আমাদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আমরা সুখী জীবনযাপনে যে রকম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তাতে সামান্য কষ্টও অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হচ্ছে।

কোনটা ঠিক?

আমার মতে দুটোই। আমরা ছোটবেলায় অলংকার দক্ষিণ প্রান্তের এক উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতাম। বেড়ার দেওয়াল। টিনের চাল। বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। তখন কি গরম পড়ত না? পড়ত। কিন্তু গরমটা আমাদের সয়ে গিয়েছিল। অভিভাবকদের চাপে একসময় ঘরে ঘরে ফ্যান (প্রথমে একটি, এখন দুটি) বসল। ওয়াটার কুলার, বাতানুকূল ক্লাসরুম, সেমিনার হল তৈরি হল। কিন্তু তবুও অভিভাবক আর তাঁদের সন্তানদের আশ মেটে না। কবে দেখব হস্টেলের প্রতিটি ঘর বাতানুকূল হয়ে গিয়েছে। সেদিন আর দূরে নেই। আসলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্ব যত বাড়ছে, ততই আমরা সহনশীলতা হারাচ্ছি। আরামে থাকতে অভ্যস্ত মানুষের কাছে সামান্য কষ্টও অসহনীয় হয়ে উঠছে।

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর লিখেছি। তখন অন্য কেউ তেমনভাবে এ সব নিয়ে লিখত না। লেখালেখি করতে গিয়ে দেখেছি, প্রতি বছরই মানুষের মনে হত, 'এবারের মতো গরম আগে কখনও পড়েনি, এত বৃষ্টি তো আগে দেখিনি, এত ঠান্ডা কখনও পড়েছে নাকি– এই সব। আমাদের সহকর্মী এবং সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি এতটাই প্রবল হত যে, আমাকে 'অস্বাভাবিক' আবহাওয়া কেন– তা নিয়ে লিখতে বলা হত।

তাপমাত্রার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হত আবহাওয়া দপ্তর থেকে। আর সেই পরিসংখ্যানটা যত্ন করে রেখে দিতাম। কারণ বুঝেছিলাম প্রতি বছরই গরম, বৃষ্টি, শীতের তাপমাত্রার দরকার পড়বে। তখন ইন্টারনেট সেভাবে আসেনি।

তাহলে কি ঋতুচক্র, বায়ু প্রবাহ কিংবা তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হয়নি?

অবশ্যই হয়েছে। আমাদের এ দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম হল চৈত্রের পর থেকে ছোট নাগপুরের মালভূমি (ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশার পাথুরে এলাকা) চড়চড় করে তাপমাত্রা বাড়বে। সেই গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে যাবে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে। সেই বাতাসই গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে। জলকণা বাষ্পীভূত হবে আর এই চক্রটা চলতে থাকবে। জলকণাপূর্ণ বাতাস বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরে উঠে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে ধীরে ধীরে জলকণাপূর্ণ একটি লম্বাটে (উল্লম্ব) মেঘপুঞ্জ তৈরি করবে। সেই মেঘপুঞ্জ তখন আর জলকণার ভার সহ্য করতে পারবে না, তখন তা ভেঙে যাবে। এটাই কালবৈশাখী।

আবহাওয়া দপ্তর বলছে, এই কালবৈশাখীর একটা ছন্দ আছে। মার্চে একটি–দুটি, এপ্রিলে তিন–চারটি এবং মে মাসে একটি–দুটি।

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কালবৈশাখী কবিতায় এই বিশেষ ঝড়ের কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখা যাক। 'চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর। তৃণ অঙ্কুরে সঞ্চারী রস মধু ভরি বুকে মৃত্তির।'

অর্থাৎ প্রকৃতিতে কালবৈশাখীর কী গুরুত্ব তার পরিষ্কার হয়েছে এই দুটি লাইনে। পরবর্তী ফসলের জন্য জমি তৈরি করার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে কালবৈশাখী। পার্শ্ববর্তী অসমে এই সময়টা রূপালি বিহুর উৎসব চলে। হলকর্ষণ অনুষ্ঠানকে নাচেগানে বরণ করে মানুষ। উৎসব চলবে, অনুষ্ঠান চলবে– কি জমি কি চাষযোগ্য হয়েছে?

কেন কালবৈশাখী হল না তার ব্যাখ্যা আবহাবিদরা দেবেন। আমাদের সহ্যশক্তি কেন কমছে, কেন অভ্যাসের বদল হচ্ছে তার ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানীরা দেবেন। আমরা শুধু উপলব্ধি করব এই যুগপৎ পরিবর্তনের ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

নন-ভেজ

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন: অভি

আফজলের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল মুগ্ধা। তাই আফজল কখন উঠে এসে ঠিক ওর পিছনেই দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। যতক্ষণে টের পেল ততক্ষণে আফজল ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে গলায় এলোপাতাড়ি চুমু খেতে শুরু করেছে।

সরিতা, ফাল্গুনী, অঞ্জনা, শেফালি, জাইরা, চাঁদনি প্রত্যেকেই ভীষণ উত্তেজিত ছিল। তার সঙ্গে বেশ খানিকটা অস্থিরও। অবশ্য সেরকমটাই হবার কথা। আজ যে ওদের লেডিজ ক্লাবে বিক্রম সাক্সেনা পা রাখছেন।

হ্যাঁ, সেই বিক্রম সাক্সেনা, যাকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন খবরের কাগজ থেকে ম্যাগাজিন, টেলিভিশন থেকে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়ে আছে। হবে নাই বা কেন? বৌকে তন্দুরে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারার পর ভারতের ইতিহাসে দাম্পত্যের পরিসরে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে জঘন্য খুনটার কিনারা যে তিনিই করেছেন। তার হাতেই ধরা পড়েছে আফজল নামের সেই নরপিশাচ যে নিজের লিভ-ইন পার্টনারকে তিরিশ টুকরো করে ভরে রেখেছিল ফ্রিজের ভিতরে। সেভাবেই মাসখানেক কাটিয়ে ফেলেছিল আফজল। ধীরে ধীরে গাড়িতে করে বেরিয়ে দূরের জঙ্গলে একটা করে টুকরো ছুড়ে আসাও আরম্ভ করেছিল। আর কয়েকদিন এভাবে চললে পরে, বলা যায় না, সব অভিযোগ থেকেই নিস্তার পেয়ে যেত সে। যেভাবে ঘরের ফ্রিজে আগের সঙ্গিনীর দেহাংশ রেখে, ফেসবুক থেকে শিকার করা নতুন মেয়েদের সম্ভোগ করত, সেই কাজই চালিয়ে যেত বান্ধবীর শরীর বন্যজন্তুদের খাইয়ে লোপাট করে দেওয়ার পরও। কিন্তু ওর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারল না, এক এবং অদ্বিতীয় বিক্রম সাক্সেনার জন্য।

ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে বিক্রম সাক্সেনাকে হিরো-ওয়ারশিপ করতে শুরু করেছিল সারা দেশ। প্রত্যেকদিন হয়তো দশটা জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। বলাই বাহুল্য তার মধ্যে একটাতেও যাচ্ছিলেন না তিনি। কিন্তু এই 'শক্তি' নামের লেডিজ ক্লাবে যে আসতে রাজি হয়ে গেলেন তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই ফাল্গুনী, সম্পর্কে যে বিক্রমের পিসতুতো বোন। ফাল্গুনীর চেষ্টাতেই রাজধানীর উপকণ্ঠের এই ক্লাবে আজ সন্ধ্যায় বিক্রম সাক্সেনা আসছেন, এমনটা ধরে নেওয়া ভুল হবে না। কিন্তু এই আসাটাকে ওরা বিজ্ঞাপিত করেনি বেশি। কারণ এই মুহূর্তে বিক্রম সাক্সেনা নামটা উচ্চারিত হলেই হাজারও মানুষের ভিড় আছড়ে পড়বে আর তখন ওদের পনেরো-ষোলোজনের বিক্রমের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেবার প্ল্যানটাই যাবে ভেস্তে। এর মধ্যে দুজন তো আবার বিপত্নীক বিক্রমকে নিয়ে অন্যরকম স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল। তাদেরই একজন, শিবানী আবার রজনীগন্ধার মালা নিয়ে এসে বিক্রমের গলায় দেবার জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু বিক্রমের বিপুল রাগের কথা শুনিয়ে তাকে নিরস্ত করা গেছে। ফাল্গুনীর কথাতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে লেডিজ ক্লাবের সবচেয়ে বয়স্কা সদস্য আরতি ত্রিপাঠীই মালা দিয়ে বরণ করবেন বিক্রমকে। ফাল্গুনী কোনও ব্যাপারেই কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে জাইরা এবং পিংকির উপর ক্যান্টিন সুপারভিশনের দায়িত্ব ছাড়া হয়েছে, যারা রান্নাবান্নার ব্যাপারটা ভালো বোঝে। ঘর সাজানোর দায়িত্ব চাঁদনি মৌর্য নিজেই নিজের কাঁধে নিয়েছিল আর যেহেতু ও ইন্টিরিয়র ডিজাইনার তাই কেউ আপত্তিও করেনি। ওকে সাহায্য করার জন্য ছিল শেফালি।

মোটামুটি সবদিক সামলেই, ফাল্গুনী বিক্রমকে নিয়ে আসার জন্য বেরোচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বিক্রমের ফোন এসে গেল ওর মোবাইলে। ফোনের মর্মার্থ এই যে বিক্রম নিজেই পৌঁছে যাবেন ওদের ক্লাবে এবং একটা কাজ সেরে আসবেন বলে একটু সন্ধ্যা হবে।

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর ফাল্গুনী ধপ করে বসে পড়ল, ওদের ক্লাবের সোফায়।

ওকে ওভাবে বসে পড়তে দেখে দু'তিনজন বলে উঠল, আসবে তো?

–আসবে। তবে সন্ধ্যা হবে।

সরিতা বলে উঠল, সে আসুক। রাত অবধি থাকলেই হল।

ঘরে উপস্থিত বাকিরা হেসে উঠল, কথাটা শুনে।

হাসির ভিতরে অবশ্যই খানিকটা দুশ্চিন্তা ছিল। গলৌটি কাবাব থেকে রাঙা বিরিয়ানি, এত এত আইটেম, যার জন্য বানানো সে যদি এসে জমিয়ে না খায় তবে বাকিরা মুখে তোলে কী করে? ফাল্গুনী অবশ্য বারবারই এই বলে আশ্বস্ত করছিল সবাইকে যে বিক্রম ভোজনরসিক, বছর দুয়েক আগে শেষ যে বার ফাল্গুনী নিজের বাড়িতে ওকে খাওয়ানোর সুযোগ পেয়েছিল, চেটেপুটেই খেয়েছিল সব। এবারও তার অন্যথা হবে না সেই বিষয়ে ফাল্গুনী নিশ্চিত ছিল কিন্তু বাকিদের মুখেচোখে কেমন একটা, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' ভাব খেলা করছিল। কেবল তো খাওয়াই নয়, লোকটার থেকে খুনিকে পাকড়াও করার গল্পটাও তো শুনতে হবে রসিয়ে। সেই সময়টুকু মিলবে তো?

বিক্রম সাক্সেনা চলে এলেন যে সময়ে আসবেন বলেছিলেন তার পাঁচ মিনিট আগেই। ওঁর সময়ানুবর্তিতা দেখে সকলেই একইসঙ্গে খুশি ও অবাক কিন্তু উনি এসেই দুঃখপ্রকাশ করলেন, আসবার সময়টা ঘণ্টা দেড়েক পিছিয়ে দিতে হল বলে। কথায় কথায় জানা গেল যে উনি একজন অ্যাথলিট। আর অ্যাথলিট হিসেবেই উনি জানেন এক সেকেন্ডের একশোভাগের একভাগ সময় বেশি লেগে যাওয়ার ফলে কীভাবে মেডেল হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যেরকম পিটি ঊষা কিংবা মিলখা সিং-এর হয়েছিল। তাই সময়ের দাম ওঁর কাছে সর্বাধিক।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল ওর কথা শুনে। তারপর রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে আর কপালে চন্দনের তিলক দিয়ে বরণ করা হল ওঁকে। ওই অবধি ঠিক ছিল কিন্তু জাইরা আর সরিতার মুখে ফেসবুক লাইভ-এর কথা শুনে ইতস্তত করে উঠলেন বিক্রম। খানিকটা যেন বিব্রতই দেখাল ওকে। অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মুখোমুখি কথা বলার জন্যই তো আসা। আর ফেস টু ফেস কথার যে চার্ম,ফেসবুকে তা কখনোই পাওয়া যায় না। তাই ফেসবুকটা থাক বরং।

ওর আপত্তি বুঝতে পেরে ফাল্গুনী বলে উঠল, আমরা বরং মোবাইলে রেকর্ড করে রাখি বিক্রমের সঙ্গে আমাদের আড্ডার সেশনটা। পরে ওটা ফেসবুকে আপলোড করে দেওয়া যাবে চাইলে পরে।

সবাই সম্মতি জানাল সেই প্রস্তাবে। আর কফিতে চুমুক দেওয়া বিক্রম সাক্সেনার দিকে একযোগে ছুটে এল প্রশ্ন, যার কোনও ক্লু পাওয়া যাচ্ছিল না তেমন একটা রহস্যের আপনি কিনারা করে উঠলেন কীভাবে?

হালকা নীল রঙের ডেনিম শার্ট আর ঘন নীল জিন্স পরা বিক্রম কফিতে বড় একটা চুমুক দিয়ে উত্তরে বললেন, সব রহস্য যে নিজে কিনারা করা যায় তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রেও রহস্যটাই আমাকে কিনারার দিকে নিয়ে গেছে।

বিক্রমের কথার মধ্যেই প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল। এই অঞ্চলে কালবৈশাখী যে তত হয়, তা নয়। কিন্তু এখন এই জলবায়ু পরিবর্তনের আবহে, কোথায় কী হচ্ছে, বলা মুশকিল। পরপর কয়েকটা বাজ পড়ার পরই বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে।

ফেসবুক লাইভ কেউ করবে কী, ফোনের নেটওয়ার্কই খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ আর।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিক্রম হেসে ফেললেন, মোবাইল নেটওয়ার্ক চলে না গেলে গল্পের নেটওয়ার্কে ঠিকমতো ঢোকা যায় না। আর এখন যখন মোবাইলে কানেকশন পাচ্ছেন না তখন আজ আমার মুখ থেকে যা শুনতে এসেছেন তার সঙ্গে সহজেই কানেক্ট করে ফেলতে পারবেন নিজেদের।

–বলুন, বলুন, গল্প বলুন। সমস্বরে বলে উঠল অনেকে।

বিক্রমের গলা গম্ভীর হয়ে গেল, গল্প নয়, একেবারে নিখাদ সত্য। মুগ্ধা জয়সওয়ালকে আফজল হুসেন বশ করেছিল রান্নার গল্প শুনিয়ে। ফেসবুকের একটা গ্রুপে দুজনের আলাপ হয় আর তার পরপরই নানাবিধ রান্নার ছবি মুগ্ধার ইনবক্সে পাঠাত আফজল। সঙ্গে অবশ্যই থাকত সেই ট্যাগলাইন যে রান্নাগুলো ওর নিজের এবং ও ভীষণ খুশি হবে কোনওদিন এই রান্নাগুলোর একটা বা সবকটা মুগ্ধাকে খাওয়াতে পারলে।

এরপর একদিন মুগ্ধা ওর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে গিয়ে জানল যে কেয়ারটেকারের কাছে ওর নাম করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার রেখে গেছে কেউ। খুব খানিকটা অবাক হয়ে মুগ্ধা টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকে এবং খোলামাত্র বিরিয়ানি এবং মাংস কষার অনির্বচনীয় গন্ধ ধাক্কা মারতে শুরু করে ওর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, গ্রাস করতে থাকে ওর দৃষ্টি।

কে, কেন ওকে এই খাবার পাঠিয়েছে না জেনেই মুগ্ধা টিফিন ক্যারিয়ারের ভিতরের বস্তু সবটাই সাবাড় করে দেয় এবং খেতে খেতে ওর মনে হতে থাকে স্বর্গীয় এই অভিজ্ঞতা যেন একদিন-প্রতিদিন হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে মুগ্ধার বাবা-মা ওর থেকে পনেরোশো কিলোমিটার দূরের একটা শহরে থাকতেন কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই দূরের মেগাসিটিতে মুগ্ধাকে চাকরি করতে দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেননি ওঁরা। কে জানত যে সেই মস্ত শহরের মস্ত অ্যাপার্টমেন্টের একটি ওয়ান বিএইচকে-তে থাকা মুগ্ধা জয়সওয়াল যখন পরদিন অফিসে যাবার জন্য বেরোতে যাবে তখন গেটের সামনে নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আফজল।

–ম্যাডাম উনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছিলেন। নাম বলছেন কিন্তু ফোন নম্বর বলতে পারছেন না বলে আমরা আপনাকে কল করিনি।

–কী দরকার আমার সঙ্গে? মুগ্ধা আধা বিরক্তি আর আধা ঔদাসীন্য নিয়ে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখমুখের ছেলেটির দিকে।

–আমি আসলে আমার টিফিন-ক্যারিয়ার ফেরত নিতে এসেছিলাম।

–মানে?

–মানে কাল যে ক্যারিয়ারে আপনার জন্য বিরিয়ানি রেখে গিয়েছিলাম, সেটা আমার দরকার। আফজল হাসল মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে।

–ওহ, আপনিই দিয়ে গিয়েছিলেন ওই বিরিয়ানি আর মাংস। খুব ভাল। কিন্তু আমি তো এখন টিফিন ক্যারিয়ার আনতে আবার এগারো তলায় উঠতে পারব না। আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। আপনি রাত্রে আসবেন। এই আটটা নাগাদ।

–বেশ। আপনি যা বলবেন। আফজল পিছন ফিরে দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেল।

সেদিন অফিসে গিয়ে কাজে মন বসাতেই পারল না মুগ্ধা। সারাক্ষণ ওর চোখে ভাসছিল ওই মাঝারি হাইটের কাটা কাটা চোখমুখের ছেলেটার কথা। কেন ছেলেটা খাবার দিয়ে গেল ওকে, সেই প্রশ্নটা কেন করল না মুগ্ধা? মনে হলেই অস্থির লাগছিল মুগ্ধার।

সেই অস্থিরতা অবশ্য বেশিক্ষণ টেনে বেড়াতে হল না কারণ রাত ন'টা নাগাদ ফোন করে নীচের সিকিউরিটি যখন জানাল যে সেই সকালের ছেলেটি আবার এসেছে মুগ্ধা ঘরে পরে থাকা কাফতানের উপর একটা চাদর জড়িয়ে নেমে গেল নীচে, হাতে টিফিন ক্যারিয়ারটা ঝুলিয়ে।

ছেলেটির সঙ্গে দেখা হতেই জানতে চাইল কেন ও মুগ্ধাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল।

আফজল সাংঘাতিক স্মার্ট তাই উত্তর ওর জিভের ডগাতেই ছিল। মুগ্ধাকে ও জানিয়ে দিল যে বিভিন্ন ভালো চাকরি করা মানুষদের ও নিজের রান্না খাওয়ায় যাতে তাদের মুখের কথায় ওর রান্নার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে আর ও আরও কাজ পায়।

–কিন্তু ওইসব খাবারের একটা দাম তো আছে। আপনাকে সেই দামটা নিতেই হবে। মুগ্ধা নিজের গলাতেই একটা মুগ্ধতা টের পেল ছেলেটির প্রতি।

–আমার প্রথম ডেলিভারি একদম ফ্রি ম্যাডাম। বলতে পারেন, এটা আমার উশুল। যদি ভালো লেগে থাকে খেয়ে, আবার অর্ডার করতে মন চায় তো করবেন। সেকেন্ড ডেলিভারি থেকে দাম নেব আমি।

মুগ্ধা নিজের অজান্তেই বলতে শুরু করে দিল, বিরিয়ানি, কাবাব, ফিশ অমৃতসরী...।

পরদিন শনিবার ছিল বলে ঘরেই ছিল মুগ্ধা কিন্তু ওর মনটা জানলা দিয়ে বারবার বাইরে চলে যাচ্ছিল। কখন আসবে, আসবে কখন?

আফজল যখন এল তখন ঘড়ির কাঁটা ন'টা ছুঁইছুঁই। মুগ্ধা সেদিন আর নীচে নামল না, সিকিওরিটিকে বলে দিল আফজলকেই এগারো তলায় পাঠিয়ে দিতে। আর ও উপরে উঠে আসার পর ওকে বেডরুম লাগোয়া ছোট ড্রইং কাম ডাইনিং রুমে বসিয়েই খাবারগুলো ক্যারিয়ার থেকে নিজের বাসনপত্রে রাখল সময় নিয়ে। তারপর টিফিন ক্যারিয়ারটা সিংকে ধুতে ধুতে জিজ্ঞেস করল, এবার তো বলুন, আজকের জন্য কত দেব।

আফজলের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল মুগ্ধা। তাই আফজল কখন উঠে এসে ঠিক ওর পিছনেই দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। যতক্ষণে টের পেল ততক্ষণে আফজল ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে গলায় এলোপাতাড়ি চুমু খেতে শুরু করেছে।

মুগ্ধা শিউরে উঠে বলতে থাকল, কী হচ্ছেটা কী, ছাড়ো আমায় ছাড়ো। আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব এরপর।

আফজল মুগ্ধাকে আরও চুমু খেতে খেতে বলল, ডাকো পুলিশ। এখনই ডাকো। পুলিশ এসে বিরিয়ানি আর কাবাব সবটা খেয়ে যাবে কারণ আগের দিনের থেকে আজ আরও টেস্টি হয়েছে রান্নাগুলো। তখন তোমার ভাগে কিছুই জুটবে না আর তার জন্য আমাকে দায়ী করতে পারবে না কিন্তু।

আফজলের কথার সামনে মুগ্ধার প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল তা সত্ত্বেও ও বলে উঠল, কেন করছ এরকম, এগুলো ঠিক নয়।

আফজল নিজের বুক মুগ্ধার পিঠে ঘষতে ঘষতে বলল, আমি অন্যায়টা কী করছি? আমার রান্না করা খাবারের দাম নিচ্ছি শুধু। বা বলতে পারো যে ঠোঁটে, যে জিভে এখনও আমার রান্না করা বিরিয়ানি লেগে আছে তাকে নজরানা দিচ্ছি।

মুগ্ধার মনে হল ও চড়া রোদে গলতে থাকা কোনও বরফের স্তূপ যার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনও রাস্তাই জানা নেই।

সেই শুরু হল আফজলের, মুগ্ধার সঙ্গে লিভ-ইন। আর মুগ্ধার অপরিমিত আবেগ ওকে বুঝতেও দিল না যে ওর আর আফজলের ভিতর সেতু রচনাকারী ওই রান্নাগুলোর একটাও আফজলের নিজের রান্না নয়। সবটাই মুদাসসর নামের এক বন্ধুর থেকে আনা, যার বিখ্যাত না হলেও বিপুল পরিচিত দোকানটা শহরের প্রাচীন অংশে। ওই মুদাসসরের দোকানের খাবারগুলোই মেঝেতে নামিয়ে ফ্রিজ খালি করেছিল আফজল, মুগ্ধার ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীরের টুকরোগুলোকে ফ্রিজে ভরার আগে।

তার আগে চরম ঝঞ্ঝার সাত-আটমাস মুগ্ধা অতিবাহিত করেছে আফজলের সঙ্গে। বলা ভালো, নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার চেষ্টা জারি রেখে গেছে। সেই চেষ্টার ভিতরে কতবার যে পা পিছলে নীচে পড়ে যেতে যেতেও কোনওমতে টাল সামলেছে, গুনে শেষ করা যাবে না।

মোবাইলে কোনও মেয়ের সঙ্গে চ্যাট করতে থাকা আফজল, অর্ধনগ্ন হয়ে অন্য কাউকে নগ্ন হয়ে ভিডিও কলে আসতে বলা আফজলকে একাধিকবার হাতেনাতে ধরে ফেলেছে মুগ্ধা আর তার পরিণামে নিজেই বেধড়ক মার খেয়েছে ওর হাতে। সেইসব ঘুসি কিংবা থাপ্পড় ওর নাক থেকে রক্তের ধারা বইয়ে দিয়েছে, চোখটাকে লংকার বস্তার মতো লাল করে ফুলিয়ে দিয়েছে, কোণের দাঁতও নড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই আফজলের মোহ কাটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেনি মুগ্ধাকে। বরং ওকে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিকভাবে ক্রমাগত শোষণ করতে থাকা আফজলের মায়াজালে আরও জড়িয়ে গেছে মুগ্ধা, জড়িয়ে গিয়ে নিজের বাবা-মাকে অস্বীকার করেছে, শহরের পশ অঞ্চলে এগারো তলার ফ্ল্যাট ছেড়ে, একটা নির্জন গলির ভিতরকার একটি বাড়ির তিনতলায় এসে উঠেছে এবং অবশেষে একদিন অফিস থেকে ফিরে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে আবিষ্কার করেছে, অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে উদ্দাম সঙ্গমরত আফজলকে।

মুগ্ধাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি তড়িঘড়ি আফজলের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কিন্তু আফজল খুব শান্ত স্বরে মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে বলে, ওরকমভাবে তাকিয়ে আছ কেন? একা তোমার পক্ষে আমাকে খুশি করা সম্ভব নয় বলেই আর একজনকে ডেকেছি। এতে তোমারই চাপ কমবে, অন্য কিছু নয়।

ছোটগল্প

মোবাইলে কোনও মেয়ের সঙ্গে চ্যাট করতে থাকা আফজল, অর্ধনগ্ন হয়ে অন্য কাউকে নগ্ন হয়ে ভিডিও কলে আসতে বলা আফজলকে একাধিকবার হাতেনাতে ধরে ফেলেছে মুগ্ধা আর তার পরিণামে নিজেই বেধড়ক মার খেয়েছে ওর হাতে। কিন্তু কিছুতেই আফজলের মোহ কাটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেনি মুগ্ধাকে।

–তুমি এটা কীভাবে করতে পারলে? আমারই ঘরে, আমারই খাটে...।

রাগে, দুঃখে থরথর করে কাঁপতে থাকা মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে আফজল, এরপর বলবে, আমারই শহরে, আমারই দুনিয়ায়...।

সেদিন রাতেই পনেরোশো কিলোমিটার দূরে থাকা বাবা-মাকে ফোন করে মুগ্ধা জানায় যে ও একটা চরম অ্যাবিউসিভ রিলেশনে আছে আর যত দ্রুত সম্ভব সেটার থেকে বেরোতে চায়। ফোনটা ছাড়ার মুহূর্তেই ও একটা চাপ অনুভব করে ওর গলায়। প্রথম দিন ওর ফ্ল্যাটে আসা আফজল চুমুর পর চুমু খাচ্ছিল যেখানে, এই আফজল নিজের শক্ত পাঞ্জা দিয়ে চাপ দিচ্ছিল ঠিক সেখানেই।

–তোমার লজ্জা করে না আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করতে? প্রাণ ছাড়া আর কী বাকি রেখেছি তোমায় দিতে?

–প্রাণটাই বা বাকি রেখেছ কেন তবে? ওটাও দিয়ে দাও। নইলে আবার তোমার বাবা-মা এসে

–লাগছে, আমার লাগছে। চিৎকার করে ওঠে মুগ্ধা।

–আফজল মুগ্ধার গলায় দু'হাত দিয়ে চাপ বাড়াতে বাড়াতে মুখে গান বাজাতে বলে ঘরের যন্ত্রটাকে। আর সুরঝংকারে ঢাকা পড়ে যায় মুগ্ধার আর্তনাদ।

মুগ্ধার শরীর থেকে প্রাণ হাওয়ায় মিশে যেতেই শুরু হয়ে যায় আফজলের পরবর্তী স্তরের নৃশংসতা। কসাইখানায় কাজ করার সময় যে ছুরি চালাতে শিখেছিল ও সেই বিদ্যা কাজে লেগে যায় এবার। চূড়ান্ত নিপুণতার সঙ্গে মুগ্ধার নিথর শরীরটাকে খণ্ডখণ্ড করে কেটে ঘরের মধ্যে থাকা বড় ফ্রিজারটায় ঢুকিয়ে রাখে ও। আর তারপর এমনভাবে ফ্ল্যাটটা ধোয় যে কোথাও একফোঁটা রক্তের দাগও থাকে না আর। পরদিন মুগ্ধার মোবাইলের সিম কার্ডটা খুলে নিয়ে দুমড়ে নষ্ট করে দেয় সেটা। আর প্ল্যান করতে শুরু করে কেমনভাবে আর কবে থেকে মুগ্ধার শরীরের এক-একটা অংশ ফেলে আসবে গিয়ে একটু দূরের জঙ্গলে।

–কিন্তু আপনি পুরো ব্যাপারটা বুঝলেন কী করে? মানে আফজলই যে খুনি সেটা লোকেট করলেন কেমন করে? সরিতা আর তর সইতে না পেরে বিক্রমের কথার ভিতরেই প্রশ্ন করে বসল।

–আমাকে প্রায় কিছুই করতে হয়নি। মুগ্ধা নিজেই নিজের খুনিকে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিক্রম শান্ত গলায় জবাব দিলেন।

–মানে? এবার প্রশ্নটার ভিতর তিন-চারজনের গলা মিশে গেল।

ওদের প্রশ্ন শেষ হতেই প্রচণ্ড জোরে আবার বাজ পড়ল। আর এবার তার সঙ্গে সঙ্গেই আলো চলে গিয়ে ব্ল্যাক-আউট হয়ে গেল লেডিজ ক্লাব।

বিক্রম সাক্সেনা বললেন, কোনও সমস্যা নেই। অন্ধকারের মধ্যেও এই গল্প বলা যাবে। এ তো কেবল ঘটনাই নয়। তবে ঘটনাটা যা হয়েছিল তা হল মুদাসসরের কাবাব খেতে আমিও ভীষণ ভালোবাসতাম। এবার যখন মুগ্ধা নিরুদ্দেশ বেশ কিছুদিন, ওর বাবা-মা এসে ডায়ারি করে গেছেন কিন্তু কোথাও থেকে কোনও সূত্র না মেলায় ডিআইজি আমায় তলব করে দু'কথা শুনিয়েছেন তখন একদিন আমার মুখ থেকে মুগ্ধার ব্যাপারে শুনে আর ওর ছবি দেখে মুদাসসর আবছা একটা হদিস দেয় আফজলের। সে নাকি ওরকম একটা মেয়েকে নিয়ে একবার ওর দোকানেও এসেছিল। এসে হাসতে হাসতে বলেছিল যে মুদাসসরের রান্না নিজের বলে চালিয়ে কীভাবে পটিয়ে নিয়ে নিয়েছিল মেয়েটাকে। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখে খুব দুঃখী বলে মনে হয়েছিল মুদাসসরের। কিন্তু এর বেশি কিছুই জানা ছিল না ওর।

অন্ধ যেরকম হাতড়ে হাতড়ে এগোতে থাকে সেভাবেই আমি ওই সূত্র ধরে একদম উবে যাওয়া আফজলের খোঁজে নেমে পড়ি। মুদাসসরের বর্ণনা মতো আফজলের যে ছবি আমাদের পুলিশের আর্টিস্ট এঁকে দিয়েছিল সেই ছবির উপর ভিত্তি করে দু'-তিনজন খবরিকে কাজে নামিয়ে দিই। তাদেরই একজনের থেকে খবর পেয়ে শহরের পুরোনো মহল্লার একটা জয়েন্টে একদিন চলে যাই আমি আর সেদিনই প্রথম দেখতে পাই আফজলকে। কিন্তু ওকে ধরার মতো কিছুই আমার হাতে ছিল না তাই স্রেফ অবজার্ভ করে চলে আসি। এরপর আবার একদিন, তারপর আবার। কিন্তু ব্রেক থ্রু করতে পারার মতো কিছুই পাচ্ছিলাম না আর ফালতু ওকে তুলে এনে সাতদিন পর জামিনে খালাস করে দেবার ব্যবস্থাও করে দিতে চাইছিলাম না। এরপরই আসে সেই চতুর্থ দিন, কিন্তু সেদিন আর অন্য কোথাও নয়, মুদাসসরের ঠেকেই চলে আসে আফজল। আবারও কিছু স্পেশাল আইটেম রাঁধাবে বলে।

আমার কথামতো মুদাসসর তিন-চাররকম আইটেম আফজলের সামনে এনে রাখে, একটু টেস্ট করতে বলে।

চমকে গিয়ে আফজল বলে, এতকিছু আনতে বলিনি তো।

ঠিক তখনই পিছন থেকে স্পিকারে মুগ্ধার গলাটা বেজে ওঠে, খাও আফজল, খাও। কিমা খাও, কাবাব খাও, নিহারি খাও। দ্যাখো খাসির গলার হাড় আর মানুষের গলার হাড়ে কত মিল, খাসির পায়ের আঙুলগুলো অনেকটা আমারই পায়ের আঙুলের মতো, জন্তুর লিভার আর মানুষের লিভারে কী এমন তফাত ? আমায় তুমি যেমন যত্নে পিস পিস করেছিলে, এই জন্তুটাকেও কেউ সেরকম যত্নেই টুকরো টুকরো করেছে। তুমি মুখে তুলে দ্যাখো, আমায় যেভাবে চুমু খেতে সেভাবে ওকেও চুমু খাও।

–কে বলছিল কথাগুলো? মুগ্ধা? মানে মুগ্ধার ভূত? সরিতা আর পিংকির দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল কথাগুলো বলার সময়।

বিক্রম সাক্সেনা হেসে উঠলেন, ধুস! ভূত বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে নাকি? মুগ্ধার বাবা-মা'র থেকে মুগ্ধার গলার রেকর্ডিং পেয়েছিলাম আমি। তারপর আমার স্ক্রিপ্টে ওই কথাগুলো রেকর্ড করিয়েছিলাম রাধিকা পাসওয়ানকে দিয়ে, যে যে-কারও গলা হুবহু কপি করে দিতে পারে।

–আফজল কী করল ওই গলা শুনে?

–লাফ দিয়ে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেই নিজের পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর পড়ে গিয়ে বলতে থাকল, প্লিজ আমাকে মেরে ফেলো না মুগ্ধা। আশ্চর্য লেগেছিল এইটা দেখে যে অতবড় ক্রিমিনাল, যে অবলীলালায় মানুষ মেরে ফেলতে পারে সেও ভূতকে ভয় পায়? ভূতরা বুঝি অত ভয়ের বস্তু? হেসে ফেললেন বিক্রম সাক্সেনা।

–অনেকক্ষণ তো কথা বললি। এবার একটু খেয়ে নিলে হত না ভাইয়া? আমরা তোর জন্য বিরিয়ানি, গলৌটি কাবাব থেকে শুরু করে...

ফাল্গুনীকে থামিয়ে দিয়ে বিক্রম বলে উঠলেন, মাংস আমার খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু মুগ্ধার শরীরের বিভিন্ন টুকরোগুলো নিজের হাতে করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি আর মাংস খেতে পারি না। মাংস দেখলেই মনে পড়ে যায় ওই মেয়েটাকে যার শরীরের অতগুলো টুকরো করেছিল একটা পিশাচ। তোমাদের অন্য কোনও আইটেম নেই? এই হালুয়া-টালুয়া গোছের? থাকলে রেডি করো আমি জাস্ট আমার অফিসের একটা কাজ সেরেই ফিরে আসছি। ফোনেই।

সরিতা মোমবাতি ধরতে গিয়েছিল কিন্তু বিক্রম বললেন যে মোবাইল আছে, মোমবাতির আলো লাগবে না। আর উনি বাইরে যাবার পরপরই আলো চলে এল লেডিজ ক্লাবে। তার ঠিক দু'মিনিটের মধ্যেই গোঁগোঁ আওয়াজ করে মাটিতে পড়ে গেল জাইরা। ওর মোবাইলটা হাত থেকে ছিটকে সামনে পড়ল।

কী হয়েছে দেখতে গিয়ে অন্যরা থমকে গেল কারণ লেডিজ ক্লাবের টিভিটা আপনাআপনি চালু হয়ে গিয়ে একটা চ্যানেলে থমকাল। সেখানে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে বলা হচ্ছিল, পুলিশের ভ্যান থেকে পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে আফজল হুসেনের মৃত্যুর কথা। কিন্তু মরে যাবার আগে আফজল নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা ছুরি ছুরে মেরেছিল তাতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন আফজলকে যিনি ধরেছিলেন সেই বিক্রম সাক্সেনা।

বিক্রম কি সত্যিই আহত নাকি মারা গেছে ইতিমধ্যেই? চরম আহত কারও আসা সম্ভব নয় আর মৃত কেউ আসবে কীভাবে? তবে কি মৃত কেউ যেভাবে আসতে পারে সেভাবেই বিক্রম এসে ওদের গল্পটা শুনিয়ে দিয়ে গেল? নিজের এখনকার অস্তিত্ব নিয়ে ঠাট্টাও করে গেল একটু? ভাবতে ভাবতে বিক্রমের জন্য বেড়ে রাখা বিরিয়ানির প্লেটে রক্তের ছিটে দেখতে পেল ফাল্গুনী। 'ভাইয়া' বলে একটা ডাক দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ও।

লেডিজ ক্লাবের রান্নাঘরে কাবাবের পাত্র থেকে একটা হাসি আর কান্না একত্রে ভেসে এল তখনই। আর সেই গলাটা একদম মুগ্ধা জয়সওয়ালের মতো। নাকি ওই গলাটা রাধিকা পাসোয়ানের? যে পৃথিবীতে অশরীরীরা মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, সেখানে মানুষই বা অশরীরীর রূপ নিতে পারবে না কেন?

উত্তাপের মানে

সাতের পাতার পর

কিন্তু 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল'-এর স্টাইলে আমিও কেমন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক বরং, তবে এটুকু বলা জরুরি, হযবরল'র রুমালের বেড়াল হয়ে যাওয়াও কিন্তু ভাবনার এক বহুস্তরীয় বিন্যাস বই কিছু নয়।

তো প্রসঙ্গে ফেরার তাগিদেই কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি বিলকুল স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমরা যারা ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবনে শীতের চেয়ে গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রভাব হয়তো বা খানিকটা বেশি। আশৈশব গ্রীষ্ম আর বর্ষার আবহে আমার জীবন। নদিয়ার অদ্ভুত সুন্দর এক জায়গায় ছিল আমাদের যৌথ পারিবারিক বাড়ি। দেশভাগের পর আগের প্রজন্ম সেখানেই গড়ে তুলেছিলেন বাসভূমি।

প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে সেখানেই একসঙ্গে কাটাতাম সব তুতো ভাইবোনেরা। চরম ক্রান্তীয় অঞ্চল, তাপপ্রবাহের সেইসব সকাল-দুপুরগুলো যে কীভাবে আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম,আজ ভাবলে বিস্ময় জাগে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে জাগরণী স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ফুটবল আর তারপর তপ্ত শরীরে মাঠ সংলগ্ন গৌরাঙ্গ মন্দিরের টিউবওয়েলে লোহার গন্ধমাখা ঠান্ডা জল। পড়ন্ত বিকেলে একেকদিন কালবৈশাখী, ভিজে চুপ্পুর হয়ে বাড়ি ফেরা। সবই তো সেই গ্রীষ্মের স্মৃতি। সেই তাপপ্রবাহের দিনেই তো তখন কলকাতা ফুটবল লিগ। সে উত্তেজনাও তো পারদের মাত্রা বাড়াত। রেডিওতে তখন পুষ্পেন সরকার কিংবা সুকুমার সমাজপতির ধারাবিবরণী। ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে শিয়ালদা আসার পথে তালতলার মোড় কিংবা মৌলালিতে ডাবের জল-! মনে পড়ে। স্মৃতি যে বড় বালাই...!

ছবি: মাজিদুর সরদার

তবে গরম নিয়ে বহুস্তরীয় অন্বেষণে অনিবার্যভাবেই এসে যায় রাজনৈতিক উত্তাপের প্রসঙ্গ। রাজ্য থেকে কেন্দ্র কিংবা সারা বিশ্ব, সর্বত্রই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। আমাদের যাপনচিত্রের আবহ আজ রাজনৈতিক। 'যে ফুল ফুটুক, সে ফুল ফুটুক, রাজনীতিটাই গোড়ার কথা', তা সে পাঁচতারার বিলাসী পার্টি কিংবা পাড়ার মোড়ের চায়ের ঠেক যেখানেই হোক না কেন! ইউক্রেন-রাশিয়া থেকে আঞ্চলিক পরিস্থিতি, বইছে গরম হাওয়া। মনে পড়ে, সেই কবে দেখা এমএস সথ্যুর 'গরম হাওয়া' ফিল্মটির প্রসঙ্গ। ইসমত চুঘতাইয়ের গল্প নিয়ে ছবি করেছিলেন সথ্যু। স্টোরিলাইন বিস্তারে নাই বা গেলাম, যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, যাঁরা জানেন না, দেখে নিতে পারেন। সেই গরম হাওয়া কিন্তু আজও বইছে দেশজুড়ে, বিশ্বজুড়ে।

সাধু সাবধান! পৃথিবীজুড়ে আজ কিছু উন্মাদ আর অশুভ শক্তির সদম্ভ দাপাদাপি। বাড়ছে পরিবেশের তাপপ্রবাহও, সব আঙিনায় চুরি যাচ্ছে আমাদের সব প্রতিরোধ। এখনও সময় আছে ঘুরে দাঁড়াবার হয়তো-বা। সুকুমার রায় দিয়ে শুরু করেছিলাম এ লেখা, শেষে তাঁকে স্মরণ করেই বলি, গরম লাগলে আজ তিব্বতে যাই বা না যাই, ভাবা প্র্যাকটিস করি, নইলে শেষের সেদিন ভয়ংকর। পরের প্রজন্ম এসেছে, সবকিছু মেনে নেওয়াটা যেন জেনেটিক ইনহেরিটেন্স না হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ বন্ধ দোকানের ভেতরে মায়ের পাশে দু'বোন

ইতি মাধবী

পর্ব ২১

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

দেশভাগের পর তখন দাঙ্গা চলছে কলকাতায়। মা বেরিয়ে যান কাজে। বোমার শব্দে আতঙ্কে কাঁপতে থাকেন মাধবীরা দুই বোন। কী ভয়ংকর দিন গিয়েছে সেইসব। তার মধ্যে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এপাড়া থেকে ওপাড়া বাড়ি বদলাতে হয়েছে। কার্যত বস্তির মতো জায়গায় থাকতে হয়েছে মাধবীদের। সেই শৈশব ভুলতে পারেন না মাধবী। তারই প্রতিফলন এবারের পর্বে।

সব মানুষেরই বোধহয় এমন হয়। ঘুরেফিরে ছেলেবেলার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়। ছেলেবেলার থাকে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যে প্রদীপের আলোটি শত ঝড় ঝঞ্ঝাতেও নিভে যায় না। ওই আলোকশিখায় নিহিত থাকে আমাদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, ছোট ছোট ইচ্ছে কিংবা শৈশবের অনেক না পাওয়ার দুঃখকণা। ওই প্রদীপটি অত্যন্ত দামি একটি সম্পদ আমাদের কাছে।

তাই-ই বোধহয় আমরা বারবার ফিরে ফিরে ওই প্রদীপের আলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ওই প্রদীপ জানে আমাদের হেরে যাওয়ার কথা। মাধবীর কথায় তাই বারবার তাঁর মেয়েবেলা, শৈশববেলা ঢুকে পড়ে। বুঝতে পারি, ওই আশ্চর্য প্রদীপটি তাঁকেও ডাক দেয়। কিংবা ওই আশ্চর্য প্রদীপ এবং তার অলৌকিক আলো হয়তো তাঁর বুকের ভেতরেই আকাশজোড়া চাঁদের মতো রাখা থাকে।

মাধবী একটা কথা খুবই বলেন, বারবার বলেন। 'আমার ছেলেবেলা অন্য অনেকের থেকে আলাদা। তা যে শুধু এক ভয়ংকর অসম লড়াইয়ে আমার মা আমাকে হাত ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বলে, তা নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই বুঝি ছেলেবেলার প্রত্যেকটি দিন আমার কাছে মুখ বন্ধ একেকটা খামের মতো ওপরওয়ালার কাছ থেকেই উপহার হয়ে আসত। প্রত্যেকদিন সেই খামটা আমি নিজে হাতে খুলতাম। আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতাম।'

মাধবীর কাছে আমরা তাঁর মায়ের ভাড়াবাড়ি ফিরে পাওয়ার গল্প শুনেছি। তাঁর বাবার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার গল্প শুনেছি। কিন্তু সেই ফিরে পাওয়া বাড়িটিতে একদিন কীভাবে ফের হারিয়ে গেল তাঁদের অধিকার, সেও এক আশ্চর্য গল্প।

তখন দেশভাগের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। বাংলা তো তা থেকে বাদ যাওয়ার কথা নয়। বাংলাতেও জ্বলছে আগুন, অসন্তোষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জীবন বড় অদ্ভুত। এ সবের সমান্তরালে বয়ে চলেছে মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজ। কেউই তো আর কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে পারবেন না। নিয়ম মাফিক কাজে কর্মেও যাচ্ছেন মানুষ তখনও। মাধবীদের মা'ও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি বাইরে না বেরোলে সংসার চলবে কী করে! কিন্তু সন্ধের আগেই বাড়ি ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। কোথায় কী বিপদ ওঁত পেতে আছে আগাম জানা থাকত না কারও। তাই বিকেল ঘন হয়ে ওঠার আগেই রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে উঠত। দোকান পসার বন্ধ হয়ে রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় থাকত না। শ্মশানের নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ত শহরজুড়ে।

এরকমই একদিন মাধবীরা দুই বোন বাড়িতে অপেক্ষা করছেন মায়ের জন্য। মা অন্যদিনের মতো তাড়াতাড়ি ফিরলেন না। বন্ধ দরজা-জানলার ভেতর থেকেও কানে এল বোমাবাজির শব্দ। কিছু মানুষের আর্ত চিৎকার। ঘরের ভেতর দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিজেদের জড়িয়ে বসে রইল। মা পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, এরকম কখনও হলে তারা যেন ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। দিদি বারবার বলতে থাকল আলো নেভানোর কথা। কিন্তু ছোট বোনটির আলো নেভানোতে মারাত্মক ভয়। তখনই সব কালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে যে! মাধবী ছোট থেকেই অন্ধকার সইতে পারেন না। এক সময় যখন উত্তরোত্তর বোমার শব্দ এবং মানুষের চিৎকার, কান্নাকাটির আওয়াজ বাড়তে লাগল, তখন দিদি জোর করে আলো নিভিয়ে দিল। অমনি ঘরের ভেতর গল্পে পড়া কোনও এক প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে কেঁদে উঠল ছোট্ট মেয়েটি। দিদি তক্ষুনি তাকে জড়িয়ে ধরল।

দিদিই বা কী এমন বড়! তবু তো সে দিদি। ছোট বোনকে সেই সাহস দিতে লাগল। অনেকক্ষণ এভাবে কাটার পর মানুষের কান্না এবং বোমার শব্দ দুটোই স্তিমিত হতে হতে একসময় বন্ধ হল। দুই বোন ফের আলো জ্বালাল। তখনও মা বাড়ি ফেরেনি। আরও রাত করে মা বাড়ি ফিরলেন। মাকে ভয়ংকর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। জ্ঞান বয়স থেকে মা'কে কোনওদিন ভয় পেতে দেখেননি মাধবী। ওই প্রথম দেখলেন মায়ের মুখজুড়ে এক কালো ছায়া। উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার। ভয় এবং আশঙ্কার। মা বললেন, 'এতদিন আমাদের এদিকটায় গোলমাল ছিল না, এবার এদিকেও শুরু হল। কাল থেকে ক'টা দিন বাড়িতে থাকব। তোমাদের একা রেখে বেরোতে পারব না।'

মায়ের মুখে এই কথা শুনে মাধবীর ভারী আনন্দ। যাই ঘটে যাক, এ পৃথিবীতে মা বাড়িতে থাকলেই হল। তাহলে আর কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না তাদের, এরকমই একটা বিশ্বাস ছিল মনের ভেতরে। মা থাকলে কোনও বিপদ কোনও ভয়ই আর তেমন ভয় নয়। মা যে তাদের পুজোর প্যান্ডেলে দেখা দুগ্গা ঠাকুরের মতো। দুগ্গা ঠাকুরের মতো মায়েরও আছে অদৃশ্য দশটি হাত। সেই অদৃশ্য হাতগুলিতে আছে অদৃশ্য অস্ত্র। তাই কোনও বিপদ মায়ের কাছে পৌঁছাতেই পারবে না। সেই বিশ্বাস নিয়েই সেদিন ছোট দুটি মেয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল।

পরদিন ঘুম ভাঙল যখন, তখন এক অন্য সকাল। সেই সকালের গোটা গায়ে লেগে আছে একটা কালো জাল। সেই কালো ভেদ করে যেন আর কোনওদিন সূর্যের আলো স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ হয়ে এসে পৌঁছাবে না ওই পাড়ায়। সকাল থেকেই গুচ্ছ গুচ্ছ মাথা জায়গায় জায়গায় এক হয়ে খুব সন্তর্পণে কিছু আলোচনা করছে। বাতাসও শুনতে পাচ্ছে না তাদের কথা।

মা কোনওদিন নিজেকে শুধু একজন মেয়ে ভাবেনি। জীবন তাকে তা ভাবার সুযোগও দেয়নি। মা পাড়ায় বেরিয়ে খবর আনল, আজ রাতে তাদের পাড়ায় হামলা হতে পারে। আসলে তখন গোটা শহর ভয়ে গুটিয়ে, কোনও জায়গাই আর নিরাপদ নয়। তাছাড়া নিজের নিজের বসবাস ফেলে কে-ই বা কোথায় যাবে। তাই ঠাকুরের নাম জপ করে যে যেখানে আছে, সেখানেই থেকে যাওয়া আর কিছু প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া।

লীলাও পাড়ার মেয়েদের নিয়ে সভা করলেন। ঠিক হল, প্রত্যেকেই অনেক ইট সংগ্রহে রাখবেন। তাঁদের পাড়ায় হামলা হলে তাঁরা তো সাধারণ মানুষ, বন্দুক কিংবা গোলাগুলি তো আর নেই তাঁদের কাছে, তাই ইট দিয়েই প্রতি আক্রমণ এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। মাধবীর সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে আর আজও শিউরে ওঠেন, 'তিনটে দিন, তিন তিনটে রাত যে কী ভয়ংকর কেটেছিল আমাদের তা আজও ভুলতে পারি না। সেদিন দেখেছিলাম মায়ের অসীম সাহস। পাড়ার বেশ কিছু মেয়ে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ধে হতেই পুরো পাড়া ঘন অন্ধকারে ঢেকে যেত। কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলত না। যেন মানুষ থাকে না এখানে। মানুষ কেন, কোনও প্রাণই থাকে না যেন। প্রাণহীন একটা পাড়া অন্ধকার গায়ে মাথায় জড়িয়ে চুপ করে এলিয়ে পড়ে থাকত। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই মাঝে মাঝে জ্বলে উঠত আলোর ছিটে। আক্রমণকারীদের অস্ত্রের আলো, পরক্ষণেই আরও অন্ধকার হয়ে উঠত সবকিছু।' একটু থেমে তাঁর সংযোজন স্মৃতিচারণে, 'মা এবং পাড়ার অন্য মাসিরা, দিদিরা ছাদের আড়াল থেকে ইটবৃষ্টি করত। এভাবেই যতটা আটকানো যায়। গোটা তিনদিন তিনরাত এভাবেই কেটেছিল আমাদের। খিদে মেটানোর জন্য মা সকলের জন্যই খিচুড়ির মতো কিছু একটা বানাতেন। কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে নামত না সেসব।'

চারদিনের মাথায় তাঁদের ওই পাড়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

মাধবীর স্মৃতি বলে, 'বাড়িগুলোয় আর থাকার উপায় ছিল না। কোনও বাড়িই তো আর অক্ষত নেই। জানলা ভাঙা, দরজায় ফুটো, বন্দুকের গুলির চিহ্ন কিংবা বোমার দাগ। তবে সেই তিনদিন মা যেভাবে পাড়ার অন্য মেয়েদের আগলে রেখেছিল, তাতে খুব তাড়াতাড়ি মা ওই পাড়ার নেত্রীর মর্যাদা পেয়ে গেল।'

চারদিনের দিন মাধবীরা ফের এক অজানা ঠিকানায়। ওই পাড়া থেকে বেরিয়ে তাঁদের যে ঠিক কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, তা মাধবীর মনে পড়ে না। কিন্তু ওই নতুন ঠিকানায় অনেক মানুষ মিলে একসঙ্গে থাকা শুরু হল। তাঁদের মধ্যে অনেকে চেনা, অনেকে অচেনা। এখান থেকেই শুরু হল মাধবীদের আর এক নতুন জীবন।

একদিন মা ওই জায়গা থেকে তাঁদের নিয়ে চলে গেলেন অন্য ঠিকানায়। একদিন ভোরে গুরদোয়ারার গাড়িতে চড়ে তাঁদের গোটা সংসার একটা বাক্সবন্দি করে তাঁরা চললেন রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে ধীরেন চৌধুরীর বাড়িতে।

এই ধীরেনবাবু মাধবীর দাদামশাইয়ের পরিচিত ছিলেন। খুবই ভালো খোল বাজানোর হাত ছিল তাঁর। মাধবীর দাদামশাই ভালো কীর্তন গাইতেন। তাঁর সঙ্গে ধীরেনবাবু খোল বাজাতেন। দাদামশাইয়ের বাড়িতে এই মানুষটিকে অনেকবার দেখেছেন মাধবী। মাধবীর কাছে শোনা গল্প, 'মা যখন আমাদের জন্য একটা নতুন ঠিকানা খুঁজছেন পাগলের মতো, তখনই একদিন পথে দেখা হয়ে যায় মায়ের সঙ্গে ধীরেনবাবুর। ধীরেনবাবুই তখন আমাদের একটা ঠিকানা খুঁজে দেন। ওই ঘোর বিপদের দিনে তিনিই হয়ে উঠলেন আমাদের পরম আত্মজন। মাকে বললেন রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে আমার দাদার বাড়ি। আপনারা চাইলে সেখানে থাকতে পারেন। আমাদের তখন কোথাও একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার ছিল। মা তাই লুফে নিলেন এই প্রস্তাব।'

তবে ধীরেনবাবুর দাদার বাড়িতে মাধবীরা শরণার্থী হয়ে উঠলেন। কেমন ছিল সেই দিনগুলো, জানতে চাইলে মাধবীর অকপট উত্তর, 'শরণার্থীদের কেই বা কবে খুব সম্মান দিয়ে রাখে? ওই বাড়িতে আমরাও যেমন-তেমনভাবেই ছিলাম। আমরা ছোট তখন। অত মান অপমান বুঝতাম না। ততদিনে খিদে সহ্য করার ক্ষমতা জন্মে গিয়েছে, তাই সময়মতো খাবার পাব না, এটা মনে মনে জেনে গিয়েছিলাম। দিনে বা রাতে কোনও না কোনও সময় তো খাবার পেতামই। না খেয়ে থেকেছি এমন অপবাদ দিতে পারব না। তবে, আমার মায়ের ছিল ভয়ানক আত্মসম্মান জ্ঞান। অমন বড়লোকের বিদুষী মেয়ে, যিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর যে ঠিক কেমন লেগেছিল, সেদিন অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।'

একদিন ফের পথে, অন্য ঠিকানার খোঁজে। এবার আর কোনও বাড়ি নয়। আশ্রয় জুটল এক দোকানে। এ দোকানটিও ধীরেনবাবুর দাদারই দোকান। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ধীরেনবাবুর দাদার বাড়িতে নেহাৎই আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না কিংবা উলটোদিক থেকেও কিছু প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছিল থাকার ব্যাপারে। তাই ছোট ছোট মেয়ে দুটির হাত ধরে লীলাকে ফের পথে বেরোতে হল।

এ দোকানে থাকার অভিজ্ঞতাটি মাধবীর মনে আজও স্পষ্ট। জীবনে বহুবার ঠাঁই বদল করতে হয়েছে তাঁদের, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ধারেকাছে কোনওটা নেই। লীলা তখন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তেন কাজের খোঁজে। আগের কাজটি ততদিনে চলে গিয়েছে। ওই ভয়ংকর অস্থির, উত্তাল সময়ে ছেলেরাই কাজ পাচ্ছে না, সে আমলে একটি মেয়ের কাজ পাওয়া যে কী দুষ্কর, তা সহজেই বোঝা যায়। তবু অদম্য জেদ লীলার। যে বাবার বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে এসেছেন, সে বাড়িতে কিছুতেই মাথা নীচু করে ঢুকবেন না। পরে জানা গিয়েছিল, সেই কালো অন্ধকারের দিনগুলোতে লীলার বাপের বাড়ির মানুষরাও তাঁদের হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। পাননি কোথাও। একই শহরে থেকেছেন তাঁরা। কিন্তু লীলা তাঁর দুটি সন্তানের সঙ্গে সেই দুঃসময়ের দিনে কোনওভাবেই দেখা হয়নি তাঁদের। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, লীলা তাঁর দুটি সন্তান সহ অতল অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছেন চিরদিনের মতো।

সেই দোকানে থাকার দিনগুলোতে খুব ভোরে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে হত, সকলের ঘুম ভাঙার আগে। পরপর গায়ে গায়ে দোকান। দোকানের পেছন দিকে একটাই কলঘর। বারোয়ারি দোকানের কর্মচারীদের যাওয়ার জন্য। সেখানে মেয়েদের জন্য যে ততটা আব্রু ছিল না তা স্পষ্ট। শুধু আব্রু কেন? মেয়েদের উপযোগীও ছিল না তা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা তো অনেক দূরের। সারাদিনে আর যাওয়ার তেমন নিয়মও ছিল না। খানিকটা যেন দোকানের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁচা, কোনওরকমে মাথা গোঁজা। রান্নাবান্নার বালাই ছিল না। একটা দোকানঘরে কী করেই বা রান্না হবে? তার ব্যবস্থাই বা কী! লীলা সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফিরতেন। তখন যেমন কাজ পেতেন, তেমন করতেন। বাঁধা কাজ কিছু জোটেনি তখন কোনওদিন। একবেলা টাইপ করার কাজ পেলেন, তাই করেছেন। কোনওদিন অন্য কাজ। মোট কথা, তিনটে জীবন নিয়ে যেন রোজ রোজ নতুন নতুন বাজি ধরা। একটা দিন কাটল মানে একটা দিন বাঁচা হল, কাল কী হবে কাল ভাবা যাবে। তখন মাধবী এবং তাঁর দিদিও আঁচ পাচ্ছেন এক অনিশ্চিত জীবনের বৃত্তে বসে আছেন তাঁরা। এ জীবন তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েও ধরতে পারে, আবার যে কোনওদিন মুঠো আলগা করেও দিতে পারে। তখন সেই মুঠোর ফাঁক গলে পড়ে যাবে সমুদ্রের গভীরে তিন তিনটে তুচ্ছ জীবন।

লীলা দুপুরে বাড়ি ফিরতেন যখন, তখন খাবার জুটত দুই বোনের। কেনা খাবার। যেদিন যেমন জুটত, খিদের মুখে তাই-ই অমৃত মনে হত। খুব বরাতজোর থাকলে এক একদিন ভাত জুটে যেত। সেদিনটা উৎসব হয়ে উঠত।

লীলা দুপুরে মাধবীদের খাইয়ে নিজে খেয়ে ফের বেরিয়ে যেতেন কাজের খোঁজে। ওই প্রত্যেক দিনের বাঁচার তাগিদে তখন প্রত্যেকদিন কাজের হিসেব সঙ্গে নিয়ে চলতে হত। পরের দিন কাজ না থাকলে পরের দিন না খেয়ে থাকতে হবে। মেয়ে দুটোর মুখে দুটো খাবার তুলে দিতে পারবেন না!

সব থেকে কষ্ট ছিল প্রয়োজনমতো কলঘরে যেতে না পারা। এক একদিন পেট ফেটে যাবার জোগাড় হত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। দোকানপাট, কেনাকাটি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। রক্ষে একটাই, সেসব দিনে অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকত না। সন্ধের মুখে মুখেই ঝাঁপ পড়ে যেত দোকানগুলোর।

মাধবীদের দোকানেও বাইরে থেকে ঝাঁপ পড়ে যেত। আপাতবন্দি দোকানের ভেতর তখন তিনটি জীবন। তিনটি জীবনের বেঁচে থাকার আশ্চর্য গল্প শুরু হত। দোকানে ঝাঁপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা দুটো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত। এবার সারাদিনের চেপে রাখা শারীরিক যন্ত্রণার মুক্তি ঘটবে। ওইটুকুই যেন সেদিন বেঁচে থাকার মহার্ঘ আনন্দ এবং মুক্তি হয়ে উঠেছিল।

মা কাজ থেকে ফিরে এলে মুক্তির হাতছানি। মা যখন ঘরে ফিরতেন, ঘর নয়, থুড়ি দোকান, তখন সেই দোকানেরই একটুকরো কাঠের পাটাতনই একটা বাড়ি হয়ে উঠত। কখনো-কখনো ওই বাড়িই হয়ে উঠত বর্ণময় আলো ঝলমলে রাজপ্রাসাদ। ঘর কিংবা রাজপ্রসাদ সবই তো আসলে মানুষের মনে, কল্পনায় কিংবা স্বপ্নে। যা কিছু জুটত, কোনওদিন শুকনো রুটি, কোনওদিন ঘুগনি বা অন্য কিছু খুদকুঁড়ো- সেই দিয়েই নৈশভোজ। তারপর বন্ধ দোকানের ভেতরে মায়ের দু'পাশে দু'বোন মা'কে জড়িয়ে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত কখন।

অত দুর্যোগেও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখত বইকি তারা। একদিন নিজেদের হারানো বাড়ি ফিরে পাবার স্বপ্ন। জুঁই ফুলের মতো ধবধবে সাদা ভাত পেট ভরে খাবার স্বপ্ন। নিজেদের কাশফুলের শৈশব ফিরে পাবার স্বপ্ন। স্বপ্নগুলো সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে আসত। সারারাত বালিকা দুটির মনের আকাশে ঘুরেফিরে বেড়াত। ভোর না হতেই সেই স্বপ্নরাই দূরদূরান্তে কোথায় যেন মিলিয়ে যেত। পড়ে থাকত মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত দুই মেঘবালিকার চোখের জল।

(ক্রমশ)

এডুকেশন ক্যাম্পাস

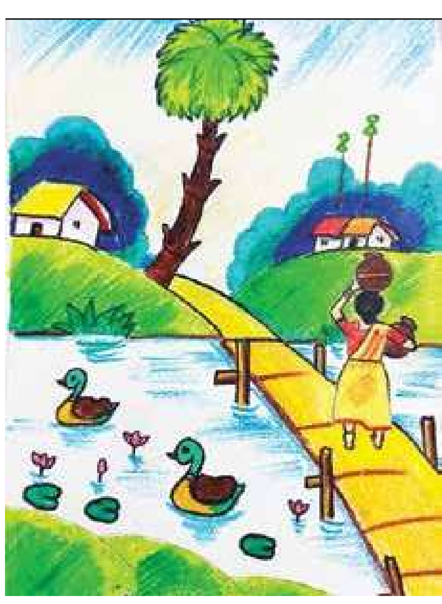

প্রত্যাশা রায়, পঞ্চম শ্রেণি,
ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার।

স্নাত দাস, দ্বাদশ শ্রেণি, বিএসএফ সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কদমতলা, দার্জিলিং।

অন্বেষা ব্যানার্জি, দশম শ্রেণি, নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়।

সুতপা বর্মন, চতুর্থ শ্রেণি,
দিনহাটা শিশু মহল স্কুল।

এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা

বুকের মধ্যে ঝরনা ও স্রোতের তীব্র কলধ্বনি

রণজিৎ দেব

এই আকাশ, নদী, গাছপালা, চা বাগান বনভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন জীবনের স্থায়ী চিত্রিত ছায়ার মেঘমালার ছিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে চাঁদের আলো যখন শালবাগানের পাতায় পাতায় নাচানাচি করে, সেই সময় মনে হয় নাগরিক জীবনের নানা সংশয় ভাংচুরের মধ্যেও বেঁচে থাকার স্বপ্ন বুঝি উঁকি দিয়ে যায় কোথাও। ঝোরার জলে পরিপুষ্ট হওয়া নদীগুলোর আঁকাবাঁকা পথে বয়ে যাওয়া স্রোতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জাগে নদীগুলো কোথায় যায়, এর শেষ কোথায়?

এই নদী, এই জলস্রোতের অস্ত জীবনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেমন আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি দুটি-পাতা একটি কুঁড়ির জীবন ইতিহাস। উত্তরভূমিকে শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখার সহিষ্ণুতা কোনওকালেই ছিল না, এখনও নেই। উত্তরের জীবনটাই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভবে জারিত। এ যেন প্রবাদপ্রতিম স্বেচ্ছাচারীর যাপন-ইতিহাস। প্রতিটি ঢেউয়ে বদলে যায় পাহাড় অরণ্য প্রকৃতির রূপ, ক্ষণে ক্ষণে বদলায় বাতাসের গন্ধ, শৃঙ্খলাহীনতার অন্তরাল। একইভাবে বদলায় বেপরোয়া বাধাবন্ধহীন উত্তরের মানুষগুলোও।

অস্তিত্বের দাহ উপশমে ঝরে পড়বে কি কোনওদিন পুঞ্জীভূত মেঘের বারিরাশি? পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসা সৃষ্টির জলস্রোতে কি দুর্মদ তেজে ছোট ছোট মাছ প্রাণপণে উজান বেয়ে উঠতে চায়, ভাবে এটাই বুঝি তাদের পরিত্রাণ, প্রার্থনার ব্যাকুল আশ্রয়স্থল। সত্যিই কি তাই?

> উত্তরের জীবনটাই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভবে জারিত। প্রতিটি ঢেউয়ে বদলে যায় পাহাড় অরণ্য প্রকৃতির রূপ, ক্ষণে ক্ষণে বদলায় বাতাসের গন্ধ, শৃঙ্খলাহীনতার অন্তরাল।

খাড়াই পাহাড় বেয়ে ওঠা আর হয়ে ওঠে না। ফিরে আসতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এভাবেই চলে প্রাণের লীলাখেলা।

প্রাণপণ যুদ্ধ, বেঁচে থাকার আশ্রয়ের অন্বেষণে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছেই। বাইরের সংঘাত যতটা নয়, ততটাই বেশি নিজের সঙ্গে নিজের। সময় সময় বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ওঠে। তোমরা কি আছো, বেঁচে আছো তো?

ভেতরকার সংঘাতের বোধ স্থবির করে রেখেছে উত্তরের মানুষগুলিকে। এরা মরেছে, না বেঁচে আছে, পৃথিবীর কেউ জানে না, জানতেও চায়নি কেউ। যেন বিষঘুমে আছে। শুধু ভিতরের লড়াইটুকু, আজও। প্রীতির ছায়াতলে দাঁড়িয়ে এভাবেই দেখি উত্তরভূমিকে, দুর্মদ বাসনার অন্তরালে বিষণ্ণ আত্মমগ্নতা, নৈঃশব্দ্যের স্পর্শমাখা অনুপম নমনীয়তা যেন।

এখানের মানুষ পরগাছা হয়ে বাঁচতে চায়নি কোনওদিন। এরা বাঁচতে চেয়েছে বনের শাল গাছের মতো, দেবদারু গাছের মতো, মেরুদণ্ড সোজা রেখে, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির যাপন-চিত্রে। বাঁচতে চেয়েছে মহানগরীর উদ্দাম ও বিপুল জীবনপ্রবাহ থেকে অনেক দূরে অরণ্য-পাহাড়-নদী, মেঘ-ঝরনা-পাখি-ফুল প্রকৃতির রূপ ও রসে। উত্তরের স্বভাব-চৈতন্য নিহিত আছে বৃষ্টির অনুষঙ্গে, সমতলে নেমে আসা স্রোতধারার ধ্বনি-তরঙ্গে, অন্তরে-বাহিরের সংযোগ অন্বেষণের চিত্রকল্পের ছড়াছড়িতে।

এদের বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, কূল ছাপানো বৃষ্টি উত্তরের ভূমিতে, অবিরল ঝরে। মানুষগুলো আর্ত অনুভবে পথ হাঁটে- সঘন, সিক্ত, আলোড়িত সুষমা চারদিকে।

বুকের মধ্যে ঝরনা স্রোতের তীব্র কলধ্বনি- মাছগুলি পাহাড় বেয়ে উজানে যেতে চায়! খাড়াই পাহাড়। যাওয়া হয়ে ওঠে না।

সপ্তাহের সেরা ছবি

প্রস্তুতি।। সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোনোর আগে নৌকা গুছিয়ে নিচ্ছেন এক মৎস্যজীবী। ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

বিদেশের চিঠি

বিক্রমপুরে জগদীশচন্দ্রের ভিটে আছে, চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির ভগ্নাবশেষ নেই

জগন্নাথ বিশ্বাস

যখন বাসে উঠে বসলাম, তখন মনের মধ্যে যে ছবি এঁকেছিলাম তার সঙ্গে বাড়ির কোনও মিলই নেই। আদতে বাড়িটাই তো নেই। যা আছে সেটা 'স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন ও কলেজ'। এখানেই নাকি জন্ম হয়েছিল জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর! ভেবেছিলাম কড়িবরগার প্রাচীন দালান দেখতে পাব। যেখানে নবীন অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলছে। শেকড়-ইটের পাঁজরে গেঁথে দিয়ে আজন্মের তরে আলিঙ্গনাবদ্ধ!

বাংলাদেশের বিক্রমপুরের রাঢ়ীখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক বাড়িতে এসবের কিছু নেই। আছে সবুজ গাছ। বাঁশবাগান। স্বচ্ছ জলের পুকুর। আর ঘাট! প্রাচীন গাছের ছায়ায় তার সোপানে বসেই মনে মনে শুনতে পেলাম, -'পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।'

বিক্রমপুরের ইতিহাস জল, নদী, গাছ, পাথরের কথকতাও। পশ্চিমে পদ্মা নদী, উত্তর ও পূর্বে ধলেশ্বরী আর দক্ষিণে আড়িয়াল খাঁ ও মেঘনা। এই চার নদীর মোহনায় অবস্থিত বিক্রমপুর। এখন যা মুন্সীগঞ্জ। প্রাচীন বাংলার এই সমৃদ্ধ নগরে অতীশ দীপঙ্কর জন্মেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার তেলিরবাগে। এখন যেখানে বাড়ির ভগ্নাবশেষও নেই। সরোজিনী নাইডুর পৈতৃক বাড়িও ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার গ্রামে। তিনি জন্মেছিলেন অবশ্য ভারতের হায়দরাবাদে।

বিক্রমপুর নিয়ে গল্পের শেষ নেই। ইতিহাসও অন্তহীন। দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎ বঙ্গে' লিখেছেন। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের আদি পর্ব'-তে। আমরা এখন দেখছি 'তার অর্থলুপ্ত অবশেষ।' ভাগ্যকূলের জমিদারবাড়ি যেমন! যদুনাথ রায় পানসুপারির ব্যবসা করতেন মুর্শিদাবাদে। সেই থেকে অঢেল সম্পদের মালিক হন। পরে তাঁর বংশধররা উচ্চশিক্ষিতও হয়েছিলেন। এই বাড়ির ছেলেই বিখ্যাত ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়।

বিক্রমপুরের রাঢ়ীখাল থেকে ভাগ্যকূল জমিদারবাড়ির দূরত্ব দুই মাইলের বেশি হবে না। ঢাকা থেকে দেড় ঘণ্টার পথ। বাস বদল করে আসতে হয়। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় ধূলিধূসর হয়ে একবার ভাগ্যকূলে এসে পড়লে যে কেউ আপনাকে এই গল্পটা শোনাবেই... জমিদার যদুনাথ রায়ের ছিলেন পাঁচ সন্তান। তাঁদের জন্যই তিনি চারটি বাড়ি তৈরি করেন। এটা কোকিলপেয়ারি জমিদারবাড়ি! এখানে থাকতেন হরলাল রায়। এটা জজবাড়ি। এখানে রাজা শ্রীনাথ রায়ের বাস ছিল। আর উকিলবাড়িতে থাকতেন প্রিয়নাথ রায়। মূল বাড়িটি ছোট ছেলে নবকুমারকে দিয়েছিলেন জমিদার কেদার রায়।... যার সামনে বিশাল পুকুর। পাশে দুর্গা মন্দির এখনও পূজারির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে!

বিক্রমপুরের যেখানে রাঢ়ীখাল আর ভাগ্যকূল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সেখানকার নাম শ্রীনগর। যদুনাথ রায় ছিলেন এখানকার জমিদার। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বরিশাল। নদীভাঙনে নিঃস্ব হয়ে জলপথে এসেছিলেন শ্রীনগরে। তারপর পানসুপারি আর শাড়ির ব্যবসা করে পদ্মার কূলে তাঁর ভাগ্য ফেরে। সেই থেকে জায়গাটার নাম ভাগ্যকূল।

রাঢ়ীখাল সে তুলনায় ছোট্ট একটা গ্রাম। প্রায় দুইশো বছর আগে যেখানে বসতবাড়ি গড়েছিলেন ভগবানচন্দ্র বসু। ছোট্ট জগদীশচন্দ্র জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। বাড়ির সামনে আবক্ষমূর্তির স্মৃতিফলকে এটুকুই লেখা। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় এই বাড়িতে বাস করতেন। তবে ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের সময় তিনি রাঢ়ীখালে থাকতেন না।

> যদুনাথ রায় পানসুপারির ব্যবসা করতেন মুর্শিদাবাদে। সেই থেকে অঢেল সম্পদের মালিক হন। পরে তাঁর বংশধররা উচ্চশিক্ষিতও হয়েছিলেন। এই বাড়ির ছেলেই বিখ্যাত ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়।

অনেকে বলেন, জগদীশের জন্মও এই বাড়িতে হয়নি। হয়েছিল ময়মনসিংহে। তবে ছেলেবেলা কেটেছিল রাঢ়ীখালে। এই ধুলো-ঘাস-পুকুরঘাট তাঁর স্মৃতিধন্য। রোমাঞ্চ লাগে এই ভেবে, 'উদ্ভিদের প্রাণ আছে' বলবেন যে বিজ্ঞানী, তাঁর শিশুশয্যা এই গ্রাম। যৌবনের উপবন না হয় নাই বা হল। এখান থেকেই জলজঙ্গল পেরিয়ে কলকাতার হেয়ার স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স হয়ে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। মাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয় বন্ধুত্ব। সবকিছুর শুরুটা এই রাঢ়ীখাল।

সংস্কার করা পুরোনো দালানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বটগাছটা কি জানে সেই ইতিহাস? এই শাল-সেগুন-অর্জুন জারুল কি জানে তাদের পুত্রসম জগদীশ বড় হয়ে লিখেছিলেন, '...বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া, উদ্ভিদ-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল। দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রসূনিত। শরৎকাল আসিল, কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্প বৃন্তচ্যুত, জীর্ণ পল্লব ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা! আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল; শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।'

একজন বিজ্ঞানী লিখছেন! আহা কী গভীর, কী নিবিড় জীবনবোধ! এমন সৃষ্টিচিন্তার সঙ্গে প্রকৌশল ক্ষমতার মিলনে তিনি বিশ্বজয় করেছিলেন। গাছের প্রাণ আছে- এই সত্য আবিষ্কার করতে রাঢ়ীখালের সন্তান ইলেক্ট্রো-অপটিক অ্যানালগ, শিল্ডেড লেন্স অ্যান্টেনা, রেসোনেন্ট রেকর্ডার, ফাইটোগ্রাফ, প্লান্ট ফোটোগ্রাফ, অটোম্যাটিক ফোটোগ্রাফ, বাবলার ইনস্ট্রুমেন্ট, প্লান্ট স্ফাইমোগ্রাফ, এবং ক্রেস্কোগ্রাফ তৈরি করেছিলেন। জনৈক টিনের মিস্ত্রি পুঁটিরাম দাস ছিল তাঁর একমাত্র সহায়ক। যখন তাঁর কাজকে খাপছাড়া, অবৈজ্ঞানিক বলে গাল দিচ্ছেন ব্রিটিশ সহকর্মীরা- তখন তিনি উত্তর খুঁজছেন 'আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? ...জীবে হৃৎপিণ্ডের মতো যেরূপ স্পন্দনশীল পেশি আছে, উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কী? যখন প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেই নির্বাণ-মুহূর্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্তে কি বৃক্ষ কোনো একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?'

রাঢ়ীখালের পুণ্যভূমির ধুলার তিলক মাথায় এঁকে যখন ফিরছিলাম, তখন মনের মধ্যে গান বাজছিল... তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মন রে আমার...। পদ্মার দিকে ডুবতে থাকা সূর্যের আলো তখন রাঢ়ীখালের বন-বনান্ত থেকে মুছে যাচ্ছে। আমার চোখ পথের দিকে...। যে পথ সন্ধ্যাতারার পারে যেতে যেতে নদীর জলে কান পেতেছিল। ফুলের ভাষা বুঝবে বলে!

কবিতা

মার্জনা

কালীকৃষ্ণ গুহ

আজ একটা সভায় গিয়ে বিশেষ অতিথির
আসন গ্রহণ করলাম।
জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে বিশেষ অতিথির
আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে
দর্শকরা শ্রোতারা
হাততালি দিতে লাগলেন।

তাঁদের কি সত্যই আনন্দ হয়েছিল?

তাঁরা কি বিস্মিত হয়েছিলেন আমাকে দেখে?

তাঁরা কি তাঁদের হতাশা লুকোতে চাইছিলেন?

এইসব প্রশ্ন অতিক্রম করে আমি আমার বক্তৃতাটি
তৈরি করে ফেললাম।
আমার বস্তুত বলার কিছু ছিল না।
তবু বললাম,
আমাকে দেখে অনেকেই বিস্মিত হন এখন।
আপনারাও নিশ্চয় হচ্ছেন।
আমি বিস্মিত হই ক্ষুধার্ত মানুষের দৌড়ে
রাস্তা পার হওয়া দেখে।
এইরকম বহু অবাক করার মতো দৃশ্য দেখেই
জীবন কেটে গেছে আমার।
আর কিছু বলার নেই। মার্জনা করবেন।
নমস্কার।

আবার হাততালি দিলেন সবাই।

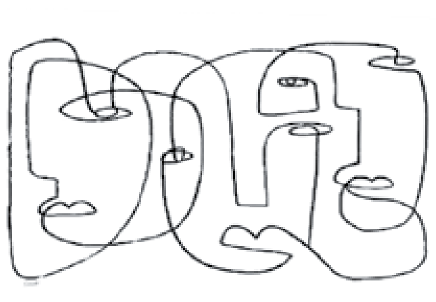

নিরুদ্দেশে ভেসে যাব

মঞ্জুভাষ মিত্র

যত তুমি বাঁচো, তত তুমি ভালোবাসো ওগো মৃত্যুজিৎ
কবি শিল্পী, লেডা-র প্রেমিক ছদ্মবেশী দেবরাজ রাজহংসরূপে
অন্বেষণ করো নবযুবতীর মধুসন্ধি তনুমূল
ডানার ঝাপটে আকাশে বাতাসে ছড়াও মুক্তির গান
শিল্পের হে পৃথিবী ভুলো নাকো মনে রেখো আমার নির্মাণ
নিজেকে উদ্দেশ্য করে এ কবিতা মনে রেখো পাঠক পাঠিকা
আমি ঊষালগ্নের জাতক, আমি আশ্বিনের শিশু
আমার মানসে গৌতম বুদ্ধ, ক্রুশবিদ্ধ যিশু
ধ্যান আর রক্তক্ষত যন্ত্রণাকে মিশিয়েছি হেসে হেসে
শ্রাবণ দিনের মেঘ হয়ে ভেসে যাব কোন নিরুদ্দেশে

পূরবী

মৌ সেন

সূর্য ডুবলে যারা চেয়ে থাকে,
ঘেঁটে যাওয়া আকাশের লালে,
ভাবে, আর কি সময় আছে
কিছু কথা আড়াল করার?
ভাবে আর হাতড়ায়।
মুঠোয় বাতাস ভরে-
খেলা করে আজীবন
শূন্যে ছেড়ে দেয় যারা,
জমা কথা কাউকে না বলে,
তাদেরই দীর্ঘশ্বাসে
ভেসে যায় অপরাহ্ন,
তাদেরই বেদনা ভারে
নেমে আসে মাথা,
ঘাসের ওপরে।
তাদের জানলা ঘিরে নেমে আসে
ঘন নীল বিকেলের পাড়া
খুব চুপিসারে।

ওদের বুকের ব্যথা বোঝে,
সাধ্য নেই কোনও ঈশ্বরের।

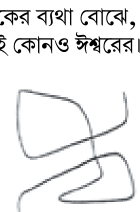

আলো

সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

যারা আলোর ভেতর হেঁটে যায়
তারা সবাই ঈশ্বর।

যারা আলোর জন্য হেঁটে যায়
তারা সবাই সংগ্রামী।

যারা আলোতে মুখ লুকোয়
তারা সবাই কাপুরুষ।

আমি জানালা খুললে
আলো এসে চুম্বন করে
আমার শূন্য বিছানায়।

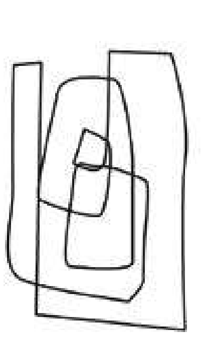

অ্যালঝাইমার

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এলাম কলকাতা মাথায় খোল ছাতা, এই যে হাত পাতা...খাবার চাই!
গিলেছি গোগ্রাসে ছাড়ানো হাড়মাসে রক্ত চারপাশে...আবার চাই!
পাইনি ট্রাম্পকার্ড শাফলে অবসাদ, আড়াই চালে মাত...দাবা'র চাই!
আঁধার খুঁড়ে খুঁড়ে... বেদনা ঝুরঝুরে... পুড়েছে মুখ, রাত-কাবার চাই!
শরীরই বন্দর... শূন্য মন্থর... একাকী দিনভর... 'লাভার' চাই!
বরফে যৌনতা পেরেকে-জিভ-পোঁতা হাবুডুবুর কথা...হাবা-র চাই!
প্যাঁচানো স্নায়ুকোষে লিখেছে ঘষে-ঘষে মুছবো আজ বসে... 'রাবার' চাই!
বিস্মরণ আয়, নিঃস্ব মন চায়, চাকরি-ফিউচার ...বাবার চাই!

ভো-কাট্টা

সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্লোব ঘুরিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই
হাত বুলিয়ে শহরের নাম দেখি অনুভব করি
মনে মনে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে জুড়ে নিই আত্মা
নিয়মকানুন আটকাতে পারে না, না দূরত্ব

ঘন জঙ্গলে ছোট কাঠঘরে বসে
থৈ থৈ বর্ষা দেখি কফি হাতে, উষ্ণতা বাড়ে
সাদা চুলো পর্বতে পৌঁছাতে পারেনি কেউ
দুজনে বসি পাশাপাশি নৈঃশব্দ্য সঙ্গী

নির্জনতা বড় প্রিয় হয়েছে আজকাল
তোমার নিঃশ্বাস ভোরের ভৈরব ছুঁয়ে যায়
ধ্যানের গভীরে খুঁজি ভরসার হাত
দৃঢ়তা গুছিয়ে রাখি সম্ভাবনার ভবিষ্যতের

শ্যাম আর কুল বরাবর যাতনা বাড়ায়
ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিদিনের ব্যবস্থা আরাম চায়
মন বড় অবুঝ নিরাপদ আশ্রয় চেয়ে
সংশয় জাল ছড়াবার আগেই ভো-কাট্টা।

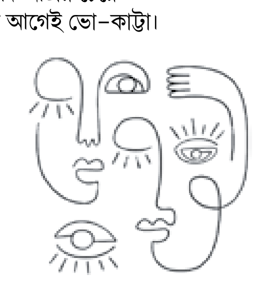

চাহিদা

বর্ণালী দাসকুণ্ডু

ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে গেছে
রাগ ক্ষোভ, হিংসা বিদ্বেষ
কী নেই তোমার?
একটু ভালবাসাকেও পাশে ডেকে নিতে
পারতে
সারাদিন উগরে দিচ্ছ
পা থেকে মাথা
'চাই চাই' বলে...

চোখ ঝলসানো রোদ সারাদিন
তুলসী আসে রোজ রাতে
বকুলবৌ এর পাশে বসে
শুধু জল দিতে বলে
বৈশাখে গাছে ঝরা টাঙানোর কথা ভুলে
গেছে বৌ
বকুল বাড়ি ছাড়ার পর থেকে...

রাত গড়ালেও নির্ঘুম ধু-ধু
বারোটা অবধি কলটাইম
ক্লায়েন্টের খুব তাড়া
টার্গেট ফুল করতে হবে
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের
আজ শ্বাস ফেলবার সময় নেই
সারারাত ধরে...।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শুক্রবার সকাল থেকে প্রদীপ বসাক নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ থাকার পর সেদিন রাতে পরিবারের লোকেরা বাড়ির কাছেই এক পরিত্যক্ত ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন তাঁকে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে।

ইদ উদযাপন শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে

১০ হাজার মোক্তাদির নমাজ সুলকাপাড়ায়

নাগরাকাটা ও চালসা, ২২ এপ্রিল : ডুয়ার্সের নানা জায়গায় যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল ইদ। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর সাওয়ালের প্রথম দিনে শনিবার নাগরাকাটার সুলকাপাড়ার ইদগাহ ময়দানে আটটি মসজিদের ১০ হাজার মোক্তাদি একত্রিত হয়ে ইদের নমাজ আদায় করলেন। ইদ উপলক্ষ্যে নমাজ আদায়ের আসরে ডুয়ার্সের অন্যতম বড় জমায়েত ফি বছর সুলকাপাড়াতেই হয়। এবারও এর অন্যথা হয়নি। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে ইদের শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় আঞ্জুমান সমিতির সভাপতি সফিক সিদ্দিকি।

অন্যদিকে, মেটেলি ব্লকের মেটেলি, চালসা, ধূপঝোরা, বাতাবাড়ি, মাথাচুলকা, শালবাড়ি এলাকার বিভিন্ন মসজিদ ও ইদগাহের ময়দানে ইদের নমাজ আদায় হয়। নমাজে কচিকাঁচা থেকে বয়স্কদের একসঙ্গে নমাজ পড়তে দেখা যায়। বাতাবাড়িতে দিঘির পারে ইদগাহের ময়দানের সামনে ছোট মেলাও বসে। বিভিন্ন নমাজের স্থলে ছিল কড়া পুলিশ প্রহরা। মেটেলি থানার পুলিশের তরফে নানা জায়গায় গিয়ে মসজিদ কমিটির হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে ইদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ঝড়ের পর রোদ থেকে বাঁচতে শামিয়ানা

চোপড়া ও বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : সব জায়গাতেই নির্বিঘ্নে শেষ হল পবিত্র ইদের নমাজ। চোপড়া থানা এলাকাতেও এদিন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় ইদ। রাতে ঝড়-বৃষ্টি হলেও সকাল থেকে আকাশ রোদ ঝলমলে থাকে। রোদের হাত থেকে রেহাই পেতে চোপড়ার ১৩৭টি ইদগাহের অনেকগুলোতেই সামিয়ানা টাঙিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল।

এদিন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধামোরগছ, উত্তর ধামোরগছ, কলেজপাড়া ও সুলতানগছ- এই চার গ্রামের মানুষ একই জামাতে নমাজ আদায় করেন। এখানে মহিলারাও নমাজে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের জন্য আলাদা প্যান্ডেলের ব্যবস্থা ছিল। সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনিতে স্থানীয়দের উদ্যোগে পথচারীদের সেমাই খাওয়ানো হয়। বিকেলে ডোক ব্যারেজ এলাকায় প্রচুর মানুষের ঢল নামে। চোপড়া পুলিশ প্রশাসনের তরফে ইদগাহগুলিতে গিয়ে ইমামদের হাতে ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

একইভাবে নির্বিঘ্নে বাগডোগরা এবং সংলগ্ন এলাকাতেও ইদ পালন করা হয়। এদিন সকাল আটটা থেকেই এলাকার মসজিদ ও ইদগাহগুলিতে ইদের নমাজ পাঠ শুরু হয়ে যায়। বাগডোগরা মসজিদপাড়ার জামা মসজিদে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মানুষ নমাজ পড়েন। এছাড়া ডিগরাভিটা, হাঁসখোয়া, মুনিবস্তি, হালালবস্তি, ত্রিহানা ইত্যাদি এলাকাগুলিতেও নমাজ পড়ানো হয় এদিন।

একদিকে জিলিপি খাওয়া। ময়নাগুড়িতে (ওপরে)। অন্যদিকে আলিঙ্গন। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। শনিবার খুশির ইদের পরব। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস ও তপন দাস

সেতু কেটে পাচার, অভিযুক্ত ঠিকাদার

নকশালবাড়ি, ২২ এপ্রিল : সেতু কেটে পাচারের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়িতে। যাঁর দিকে আঙুল উঠেছে তিনি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ঠিকাদার। বাসিন্দাদের দাবি, সেতু কেটে ঠিকাদার লোহা অন্য জায়গায় লাগিয়েছেন। যে দপ্তর এই সেতুটি নির্মাণ করেছিল, সেখানে জানানোই হয়নি। কাজের বোর্ড ভেঙে লোহা নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমারসিংজোত এলাকায় বাতারিয়া নদীর উপর ২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সেতু সহ পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছিল। নকশালবাড়ি ভৈষাটি রাস্তায় যানজট এড়ানোর পাশাপাশি নেপাল সীমান্তের এই এলাকায় সেনাবাহিনীর যাতায়াত সচল রাখতেই সেতুটি নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেব প্রকল্পটির উদ্বোধন করেছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছুদিন আগে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ঠিকাদার লোহার সেতু কেটে তোতারামের ছোট পুল বস্তি এলাকায় বাতারিয়া নদীর উপর সেতুর কাজে লাগিয়েছেন। এদিন কুমারসিংজোত এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেতুর পাশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বোর্ড ভেঙে বাতারিয়া নদীতে ফেলে রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহিত চৌধুরী, মনোজ খেরিয়া, নববাহাদুর ছেত্রীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সেতুটি কাটা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা দোকানদার বললেন, 'সেতুটি যখন কাটা হচ্ছিল আমরা বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু তোতারামজোতের পঞ্চায়েত সদস্য এখানকার পঞ্চায়েতের অনুমতির নাম করে সেতুটি কেটে নিয়ে চলে যান। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ কালাম বলেন, 'সেতুটি সরানোর জন্য এসজেডিএ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম।' প্রশ্ন উঠছে, সেতুটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করেছে, সেখানে এসজেডিএ কীভাবে অনুমতি দিল তা নিয়ে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরোর মন্তব্য, 'ছোট পুলে সেতু তৈরি করার টেন্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে হয়েছে। কিন্তু পুরোনো সেতুর লোহা দিয়ে কাজ হয়েছে কি না বলতে পারব না। গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বলতে পারবেন।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের শিলিগুড়ি মহকুমার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নরেশ রায় এই প্রসঙ্গে বললেন, 'নকশালবাড়িতে লোহার সেতু সরানোর বিষয়ে আমাদের দপ্তরের কাছে কেউ অনুমতি নেয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাতারিয়া নদীর নতুন সেতুতে পুরোনো লোহার পাত ব্যবহার।

চুরির কিনারা করার আর্জি

বানারহাট, ২২ এপ্রিল : দিনের পর দিন গয়েরকাটা ও বানারহাটে চুরির ঘটনা বেড়েই চলছে। এমনকি চুরির কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। এনিয়ে শনিবার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফোসিন-এর সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস গয়েরকাটা ও বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের নিয়ে বানারহাট থানার আইসি'র সঙ্গে দেখা করেন।

বিশ্বজিৎ বলেন, 'আমাদের পুলিশের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। এসব এলাকায় পরপর ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনায় গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে পুলিশকে আবেদন জানানো হয়েছে।' পুলিশ বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখছে বলে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়। বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাস বলেন, 'চুরির বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের প্রধান সংগঠন ফোসিন-কে জানানো হয়। তারপরই আজ থানায় আসা।'

রাজগঞ্জে ক্রীড়া কমিটি

রাজগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : ব্লকের বিভিন্ন জায়গার নানারকম খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকা শিক্ষক, কোচ, প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়দের নিয়ে শনিবার রাজগঞ্জ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠিত হল। অসহায় মেধাবী পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে প্রতিভা অন্বেষণ এবং খেলাধুলোর ব্যাপারে আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করা কমিটির মূল উদ্দেশ্য। সভাপতি মাধব সাহা এবং সম্পাদক শম্ভু সাহা জানিয়েছেন, রাজগঞ্জ ব্লকে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কমিটির সদস্যরা অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ক্যারাটে ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। কোচ, সেনসেই, স্কুল-কলেজের স্পোর্টস টিচাররাও কমিটিতে রয়েছেন। প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে পিছিয়ে পড়া স্তরের খেলোয়াড় বা খেলার প্রতি আগ্রহী এমন শিশুদের তুলে ধরবেন। আমাদের কমিটি তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

মেডিকেলে সেমিনার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : চিকিৎসায় অবহেলা এবং এ থেকে আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া নিয়ে শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মেডিকেলের উত্তরণ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সেমিনার বা সিএমই-তে (কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন) রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, পুলিশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসাবে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের চিকিৎসক তাপসকুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। মেডিকেলের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, বিভাগীয় প্রধান ডাঃ জগদীশ বিশ্বাস সহ অন্যরা এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

দোকান ভেঙে সেমাই সাবাড় মাকনার

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : গভীর রাতে এসে দোকান ভেঙে ইদের বিক্রিবাটার জন্য রাখা সেমাই সাবাড় করে গেল দলছুট মাকনা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে সুলকাপাড়ার ডাঙ্গাপাড়ায়। হাতির পেটে গিয়েছে ওই দোকানে মজুত অন্য আনাজপাতিও। মাকনার উদরপূর্তির সৌজন্যে সামান্য পুঁজির ব্যবসার সর্বনাশ হওয়ায় কার্যত পথে বসার জোগাড় ক্ষতিগ্রস্ত খুরসেদ আলম নামে ওই ব্যবসায়ীর।

তাণ্ডবের শেষ এখানেই নয়। ওই দোকান দুরমুশ করে দিয়ে মাকনাটি এরপর হানা দেয় ওই এলাকার জয়ন্তীপল্লির কেষ্ট পাঠক নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে। ধূলিসাৎ করে দেয় তাঁর গোয়ালটিও। সবমিলিয়ে হাতির আতঙ্কে এখন প্রমাদ গুনছেন সুলকাপাড়ার বাসিন্দারা।

বন দপ্তরের সুলকাপাড়ার বিট অফিসার ইমরান আসলাম জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, লাগোয়া ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শুক্রবার রাতভর হাতিটি সুলকাপাড়ার নানা এলাকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ডাঙ্গাপাড়ার খুরসেদ নামে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির গা ঘেঁষেই ছোট গালামাল দোকান। মাকনাটি সেখানে ভাঙচুর শুরু করতে পরিবারটি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। অন্য বাসিন্দাদেরও হাতি এর আগে কখনও দেখিনি। এরপর কিছুটা দূরে জয়ন্তীপল্লির কেষ্টবাবুর বাড়িতে ঢোকে। সেখানে গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে খায়। এক ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দেয় কাঠের গোয়াল। দুটি গোরু অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে।'

ওই বাড়ির কর্ত্রী স্বপ্না পাঠকের উড়ে যায় ঘুম। সকলের মিলিত চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে বুনোটি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

খুরসেদের ব্যাখ্যায়, 'চোখের সামনে দোকান ভেঙে এক কার্টন সেমাই সহ যাবতীয় খাদ্যবস্তু সাবাড় করে দিল হাতিটি। এরকম বিশালদেহী প্রতিক্রিয়া, একটি পোষা কুকুর হাতি দেখে সেই যে পালিয়ে যায়, বহুক্ষণ পরে লোক লাগিয়ে তার খোঁজ মেলে। বাড়িতে এর আগে কখনও এভাবে হাতি ঢোকেনি। গোয়ালে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করা ছিল। সবকিছুই তছনছ হয়ে গিয়েছে।

এই দোকান ভেঙেই বিক্রির জন্য রাখা ইদের সেমাই খেয়ে যায় দলছুট হাতি।

হাতির হানায় তিনটি ঘর ভাঙল

মেটেলি, ২২ এপ্রিল : বাইসনের হানার আতঙ্ক এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই হাতির হানার ঘটনা ঘটল। মেটেলি ব্লকের চাপড়ামারি জঙ্গল সংলগ্ন কিলকোট চা বাগানে হাতির তাণ্ডবে একটি মুদি দোকান ও তিনটি ঘর ভাঙল।

বৃহস্পতিবার সকালে কিলকোট চা বাগানে বাইসনের হামলায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। দুজন আহত হন। পরে অবশ্য বাইসনটি মারা যায়। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার গভীর রাতে একটি হাতি বাগানের ৪ নম্বর লাইনে হামলা চালিয়ে পরপর মণি পরিয়ার, কুলদীপ মুন্ডা ও শ্যাম মাঝির ঘর গুঁড়িয়ে দেয়। সূত্রের খবর, রাত প্রায় ৩টা নাগাদ হাতিটি চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই এলাকায় এসেছিল। সেটি ওই বাসিন্দাদের ঘরে মজুত খাদ্যদ্রব্য সহ বাসনকোসন, আসবাবেরও ক্ষতি করে। পরিবারগুলির সদস্যরা কোনওমতে পালিয়ে বাঁচেন। এরপর হাতিটি বান্দে ওরাওঁয়ের মুদির দোকানে হামলা চালিয়ে যাবতীয় সামগ্রী সাবাড় করে। ঘণ্টা দেড়েক পর খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে হাতিটিকে ফের জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

কুলদীপ বলেন, 'এই নিয়ে তিনবার আমার বাড়িতে হাতির হামলা হল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোনওমতে পালিয়ে বাঁচি। এভাবে হাতির হানায় ক্ষতি হলেও কোনও ক্ষতিপূরণ পাচ্ছি না।' বাগানের পঞ্চায়েত সদস্য চরকু মাহালি বললেন, 'বৃহস্পতিবার কিলকোট চা বাগানে বাইসনের হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দুজন আহত হন। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বাগানে ফের হাতির হামলা হল। এভাবে চলতে থাকলে এই বাগানে থাকাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। সমস্যা মেটাতে বন দপ্তরের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'খবর পাওয়ার পরই ব্যবস্থা নিয়ে ওই হাতিটিকে আমরা জঙ্গলে ফেরত পাঠাই। আমরা আমাদের সাধ্যমতো কাজ করছি। ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করলে তা ওপরমহলের কাছে পাঠানো হবে।'

আয়রনে পানের অযোগ্য জল

চাকুলিয়া, ২২ এপ্রিল : চাকুলিয়া পিএইচইর জলপ্রকল্প নিয়ে একাধিক অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাঁদের বক্তব্য, এলাকার অধিকাংশ গ্রামে জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে চাকুলিয়ার কিছু জায়গায় জল সরবরাহ হলেও গুণগত মান খুবই খারাপ। পান করা তো দূরের কথা, স্নানও করা যায় না বলে জানালেন তাঁরা। সমস্যা নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও কানহাইয়াকুমার রায় বলেছেন, 'বাসিন্দারা যেসব অভিযোগ করছেন, গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছু অসংগতি নজরে পড়লে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে।'

প্রায় ২৬ বছর আগে চাকুলিয়ায় পিএইচইর জলের প্রকল্প চালু হয়। ১৬ কিমিজুড়ে পাইপলাইন বসানোর কথা থাকলেও করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এখন নতুন করে পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ নিয়ে আবার বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, এলাকার কিছু গ্রামে নতুন সংযোগ দেওয়া হলেও পাশের অনেক গ্রামে হয়নি। অথচ ওইসব বঞ্চিত গ্রাম এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।

পিএইচইর প্রকল্পে ক্ষোভ চাকুলিয়ায়

ঘরধাপ্পা গ্রামের বাসিন্দা আবুবকরের কথায়, 'পিএইচইর জল ব্যবহার করলে বাসনপত্র, কাপড় লাল হয়ে যাচ্ছে। পেটের সমস্যায় ভুগছে পরিবারের সদস্যরা।' এছাড়া, বেলবাড়ি, কাহাটা, বিহেরিয়া, শিরশী, চাকুলিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দারা একই অভিযোগ তুলেছেন। ইসলামপুর মহকুমার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিক বিবেকানন্দ মণ্ডল বললেন, 'পুরোনো আয়রন ফিল্টার পুরো কাজ করছে না বলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে। পাম্পহাউস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ছয় মাসে বাকি গ্রামেও পাইপলাইন বসানোর চেষ্টা করা হবে।'

পিএফ কেলেঙ্কারিতে ১১ অভিযুক্ত অধরাই

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি পুরসভার পিএফ কেলেঙ্কারির এক বছর অতিক্রান্ত হবার পরও অভিযুক্ত ১২ জনের মধ্যে ১১ জনই অধরা। মূল অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার অরিঞ্জিৎ ঘোষ আত্মসমর্পণ করেছেন। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি। বিপুল অঙ্কের টাকা পিএফ খাতে ২০১১ সাল থেকে দুর্নীতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুরপ্রধান পাপিয়া পাল এবং উপপুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় কোতোয়ালি থানাতে এজাহার দাখিল করেন। জলপাইগুড়ি পুলিশ এই মামলায় ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর পালের নেতৃত্বে সিট গঠন করেছে। দুর্নীতির এই মামলায় মূল অভিযুক্ত অরিঞ্জিৎ ঘোষের স্ত্রী এবং পুত্রের নামও অভিযোগপত্রে রয়েছে। এই মামলাটি বর্তমানে সিআইডির হাতে গিয়েছে। অরিঞ্জিতের আইনজীবী জয়দীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল যা কিছু করেছেন সবই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে। ইতিমধ্যে অরিঞ্জিৎ ঘোষের স্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেছেন।

জলপাইগুড়ি ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর পাল বলেন, 'বর্তমানে আমি অসুস্থ। এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না।' কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক ফোরামের সভাপতি সুভাষ বকসি বলেন, 'পুরকর্মীদের পিএফের টাকা নিয়ে কারও ছিনিমিনি খেলার অধিকার নেই। অগ্রাধিকার দিয়ে সময় নির্দিষ্ট করে এই মামলার বিচারপর্ব শেষ করা প্রয়োজন।' সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দে বলেন, 'আমরা বহুদিন থেকেই পিএফের অনিয়মের বিষয়ে সরব। যারা বেআইনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।'

এদিকে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে জলপাইগুড়ি পিএফ কর্তৃপক্ষ পুরসভাকে নোটিশ করেছে। পুরসভা সময় নিয়েছে। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পিএফ কর্তৃপক্ষ পুরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করবে। জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধান পাপিয়া পাল বলেন, 'পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পিএফের টাকা বকেয়া। এই বকেয়া টাকা অনেকটাই পরিশোধ করেছে বর্তমান পুরবোর্ড। আমরা অরিঞ্জিৎ ঘোষ সহ অন্যদের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার করেছি। তদন্ত চলেছে। নিশ্চয়ই বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।'

> দুর্নীতিবাজ কিছু লোকের জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত পুর কর্মচারীরা একাধারে যেমন তাঁদের পিএফের টাকা পাচ্ছেন না, তেমনি গ্র্যাচুইটির টাকাও বকেয়া।
>
> **-অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** *সম্পাদক প্রাক্তন কর্মী ইউনিয়ন*

কালিয়াগঞ্জ নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : কালিয়াগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় সারা রাজ্য উত্তাল। শিলিগুড়িতেও তার ছাপ পড়ল। নৃশংস ঘটনার মূল অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে শনিবার শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন মহিলা কর্মীরা। এদিন বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে মাল্লাগুড়ির শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির তরফে পুলিশকে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল বলে দাবি করা হয়। যদিও দলের মহিলা কর্মীদের কমিশনারেটের গেটের বাইরে আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে মহিলা কর্মীদের ধস্তাধস্তিও হয়। এসবের মাঝে বিজেপি নেত্রী শিখা মিত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ চিকিৎসার জন্য ওই নেত্রীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনারেটে যান নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক তথা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক শংকর ঘোষ। পরে আনন্দময়ের কটাক্ষ, 'যে কোনও স্মারকলিপি দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকজনকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ এদিন কার্যত মারমুখী ছিল। যা দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। সেকারণে রাজ্যজুড়ে নৃশংস ধর্ষণ, খুনের ঘটনা ঘটছে।'

পথ দুর্ঘটনায় আহত ২

রাজগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি আসার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী ছোট চারচাকার গাড়ি। পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন ২ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়ির ভেতরে থাকা এক শিশু এবং দুই মহিলা কোনওরকমে রক্ষা পেয়েছেন। শনিবার পৌনে দুটো নাগাদ তালমা মোড়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে।

এদিন দুপুরে একটি কনটেনার জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। শিলিগুড়ির দিকে আসছিল ছোট চারচাকার গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেনারে ধাক্কা মারে। গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে নীচে কিছুটা ঢুকে যায়। সামান্য আহত হয়েছেন চালক।

তবে পাশের যাত্রীর অবস্থা গুরুতর। স্থানীয়রা গাড়ি থেকে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান।

প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে গাড়ি দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তালমা মোড়ে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে সেখানে ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু করা হোক।

ঝড়ে চাল উড়ে জখম গৃহকর্তা

ফাঁসিদেওয়া, ২২ এপ্রিল : তখন ভোর হওয়ার মুখে। শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকাতেও হঠাৎই দমকা বাতাসের সঙ্গে ঝড়ের তীব্র দাপট। সেইসঙ্গে বৃষ্টিও। সেই ঝড়ের আঘাতে কোথাও উড়ে গেল বাড়ির টিনের চাল, আবার কোথাও বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। সেই সময় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের নয়াহাট বটতলায় নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন জীবন সিংহ, তাঁর স্ত্রী রত্না সিংহ এবং ৪ বছরের কন্যা।

দমকা বাতাসে জীবনের ঘরের অ্যাসবেস্টসের ছাদে গামারি গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে ফলা আকৃতির অ্যাসবেস্টস বিছানার উপর পড়তে শুরু করে। ঝাঁপিয়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন জীবন। এদিকে, তাঁর ডান পায়ের উপর অ্যাসবেস্টস পড়ে হাড়ে চোট লাগে। তবুও, মেয়েকে ছাড়েননি। নিজের জীবন বাজি রেখে একমাত্র কন্যাকে বাঁচালেন বাবা। ঝড়ের দাপটে অনেকেই তখন বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। পরিস্থিতি বুঝে স্থানীয়রাই ছুটে গিয়ে গাছ এবং অ্যাসবেস্টস সরিয়ে ঘরের মধ্য থেকে বাবা ও মেয়েকে উদ্ধার করেন। অক্ষত ছিল একরত্তি। জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পায়ে প্লাস্টার পড়েছে। জীবন সিংহের কথায়, 'ঝড়ের সময় আমরা তিনজনই ঘরে ছিলাম। শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। গাছের ডাল ভাঙার শব্দে মেয়েকে জড়িয়ে ধরি। নিমেষেই আমার সারা শরীরে ভেঙে পড়তে থাকে অ্যাসবেস্টসের চালের একেকটা টুকরো। মেয়েকে বড় দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল সরকারিভাবে সাহায্য করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

নোটিশ দিলেও এখনও কৃষকদের শেড ব্যবসায়ীদের দখলে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শেড থাকলেও কৃষকরা ব্যবহার করতে পারেন না। উলটে একশ্রেণির ব্যবসায়ী শেড দখল করে রাখায় কৃষকদের খোলা আকাশের নীচেই কাঁচামাল বিক্রি করতে হচ্ছে। একাধিকবার দখলদারদের নোটিশ দেওয়া হলেও তারা ভ্রূক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। প্রায় ২০ বছর এমন ভাবেই শেড দখল করে ব্যবসা চলছে ধূপগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরে। চড়া রোদে কাঁচামাল নিয়ে বসে থাকা কৃষক বিপ্লব রায় বললেন, 'শেড থাকলেও সাধারণ কৃষকদের সুবিধা হচ্ছে না। সেখানে পাইকাররা থাকে। ঝড়, বৃষ্টিতেও আমাদের আকাশের নীচে পলিথিন টাঙিয়ে সবজি বিক্রি করতে হচ্ছে।' একই দাবি কৃষক নুর আলমের। তাঁর কথায়, 'কৃষকদের জন্য শেড থাকলেও সেখানে তাঁদের জায়গা হয় না। বাধ্য হয়ে কৃষকরা কাঁচামাল এনে কাদার মধ্যেই দোকান দিচ্ছেন। প্রশাসন পদক্ষেপ করলে সুবিধা হবে।'

মার্কেট চত্বরে কমপক্ষে ১০টি শেড রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই একশ্রেণির ব্যবসায়ীর দখলে। ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম অবশ্য শেড কৃষকের বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, 'এখানে ১৫ বছর ব্যবসা করছি। কৃষকরাই জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি শেড ব্যবহারের জন্যে কোনও রাজস্বও দিতে হচ্ছে না।' অপর ব্যবসায়ী পিন্টু রায়ের কথায়, 'বর্ষার সময়ই শেডে ব্যবসা করছি। তবে কৃষকরা পাইকারি বাজারের জন্যই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন। তাই শেডেই ব্যবসা চলছে।' মার্কেট চত্বরের অপর স্টলের ব্যবসায়ী কৃষ্ণ পাল জানালেন, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মিলে কাজ করতে হবে। না হলে ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল এক জায়গায় এনে বাইরে পাঠাতে সমস্যায় পড়বেন। তবে দীর্ঘদিন শেড দখল হয়ে থাকলে সেটা মার্কেট কমিটির দেখা উচিত।

ধূপগুড়ি সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি শিবু চক্রবর্তী বললেন, 'শেডগুলি কৃষকদের ব্যবহারের জন্যে তৈরি হলেও সেগুলি দখল হয়েছে। দ্রুত মার্কেট কমিটির নজর দেওয়া প্রয়োজন।' দখল প্রসঙ্গে মার্কেট কমিটির সেক্রেটারি উত্তম ভৌমিকের মন্তব্য, 'অনেকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কেউই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এরপর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> শেডগুলি কৃষকদের ব্যবহারের জন্যে তৈরি হলেও সেগুলি দখল হয়েছে। দ্রুত মার্কেট কমিটির নজর দেওয়া প্রয়োজন।
>
> **-শিবু চক্রবর্তী** *সহ সভাপতি সবজি ব্যবসায়ী সমিতি, ধূপগুড়ি*

ধূপগুড়ির মার্কেট চত্বরে বেড়া দিয়ে শেড দখল।

বাণিজ্য সংবাদ

মুনাফা বাড়ল রিলায়েন্সের

মুম্বই, ২২ এপ্রিল : ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের মার্চ কোয়ার্টারে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের নিট মুনাফা ১৯.১১ শতাংশ বেড়ে ১৯২৯৯ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে মুনাফার অঙ্ক ছিল ১৬২০৩ কোটি টাকা। মুনাফার পাশাপাশি আয়ও ২.১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা।

মার্চ কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ করে সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে রেকর্ড ৭৪,০৮৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে সংস্থাটি। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে মুনাফার অঙ্ক ছিল ৬৫০০৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ অর্থবর্ষের বিচারে সংস্থাটির মুনাফা ১৪ শতাংশ বেড়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি জানিয়েছেন, রিলায়েন্সের ওটুসি ব্যবসায় সংস্থার ইতিহাসে সব থেকে বেশি মুনাফা বেড়েছে। বেড়েছে তেল ও গ্যাসের ব্যবসাও। দেশের গ্যাস উৎপাদনের ৩০ শতাংশই রিলায়েন্সের বলে জানিয়েছেন মুকেশ। চলতি বছরেই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে 'জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস' নামে নতুন সংস্থাকে আলাদা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বার্ষিক ফল প্রকাশ করে সংস্থাটি যে তথ্য দিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

রিটেল ব্যবসা : রিলায়েন্সের রিটেল ব্যবসা থেকে মুনাফা মার্চ কোয়ার্টারে ১২.৯ শতাংশ বেড়ে ২৪১৫ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ৯৬৬টি নতুন স্টোর খোলার পর সংস্থার মোট স্টোরের সংখ্যা বেড়ে ১৮০৪০ হয়েছে।

টেলিকম ব্যবসা : টেলিকম শাখা রিলায়েন্স জিও'র মুনাফা ১৩ শতাংশ বেড়ে ৪৭১৬ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১২ শতাংশ বেড়ে ২৩৩৯৪ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে জিও প্ল্যাটফর্ম থেকে রিলায়েন্সের আয় ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

তেল ও গ্যাস : মার্চ কোয়ার্টারে এই ব্যবসা থেকে রিলায়েন্সের আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৪৫৫৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। মূলত কেজিডি-৬ বেসিন থেকে গ্যাস উত্তোলন ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উৎপাদন খরচ কমায় আয় বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

মিডিয়া : অন্যান্য ক্ষেত্রে মুনাফা করলেও মিডিয়া ব্যবসায় রিলায়েন্সের ৩৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আয় ৮.৫ শতাংশ কমে ১৪৮৪ কোটি টাকা হয়েছে।

এমজি'র 'কমেট ইভি'

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ভারতীয় গাড়ির বাজারে আসছে নতুন চমক। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করতে পারে মার্কিন গাড়ি সংস্থা এমজি'র ছোট বৈদ্যুতিক গাড়ি 'এমজি কমেট ইভি'।

ভারতের বাজারে লঞ্চ হওয়ার পর এটি হবে দেশের সব থেকে ছোট গাড়ি। দুই দরজা এবং ৪-সিটার এই গাড়িটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে ২৯৭৪ মিমি, ১৫০৫ মিমি এবং ১৬৩১ মিমি। আকারে ছোট হলেও এতে থাকছে একাধিক অত্যাধুনিক ফিচার্স। স্মার্টফোন কানেক্টিভিটি, অ্যাপেল আইপড কন্ট্রোল, ১০.২৫ ইঞ্চির স্ক্রিন তার মধ্যে অন্যতম। গাড়িটিতে ২০ কিলোওয়াট ব্যাটারি থাকতে পারে। ছোট্ট এই গাড়িটি এক চার্জে ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারবে।

ঋণ বাড়ল আদানি গোষ্ঠীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর আদানি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদরে ধস নেমেছিল। আশঙ্কা বাড়িয়ে ফের একটি রিপোর্ট সামনে এসেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে আদানি গোষ্ঠীর ঋণের বোঝা আরও ২১ শতাংশ বেড়েছে।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পর লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরাতে মার্চ কোয়ার্টারে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের ঋণ পরিশোধ করেছে আদানি গোষ্ঠী। তারপরেও ঋণের বোঝা ২১ শতাংশ বাড়ায় ফের লগ্নিকারীদের মনে আদানি গোষ্ঠী নিয়ে শঙ্কা বেড়েছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আদানি গোষ্ঠীর মোট ঋণের ২৯ শতাংশ বিদেশি ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা থেকে নেওয়া। যদিও ব্লুমবার্গ জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ঋণের বোঝা বাড়ায় লগ্নি পেতে আগামীদিনে সমস্যায় পড়তে পারে আদানি গোষ্ঠী।

সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে আরবিআই

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ২০২২-এর মে মাস থেকে ধাপে ধাপে ২.৫ শতাংশ রেপো রেট বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। তবে এপ্রিলের ঋণ নীতিতে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশে না নামলে ভবিষ্যতে সুদের হার ফের বাড়ানো হতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক।

রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মাইকেল দেবব্রত পাত্রের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ২.৫ শতাংশ সুদের হার বাড়ানোর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মার্চে মূল্যবৃদ্ধির হার গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫.৬৬ শতাংশে নেমেছে। তবে যতদিন না ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে ততদিন রিজার্ভ ব্যাংক ওই রাস্তাতেই হাঁটবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সুদের হার আরও বাড়ালে বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেতে পারে। তাই সুদের হার বাড়ানোর ঝুঁকি শীর্ষ ব্যাংক নাও নিতে পারে। তাঁদের আশা, ২০২৪-এর শুরু থেকে ফের সুদের হার কমানোর পথে হাঁটবে শীর্ষ ব্যাংক।

বোধিসত্ত্ব খান

মিশ্র ফল বিভিন্ন কোম্পানির

নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা ভারতীয় শেয়ার বাজারের

ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির চতুর্থ কোয়ার্টারের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। ইনফোসিস এবং টিসিএসের আশানুরূপ ফলাফল না হওয়ায় আইটি সেক্টরে খানিকটা সংশোধন আসে। শেয়ারদর কমেছে টিসিএস, ইনফোসিস, পারসিস্টেন্ট প্রভৃতি কোম্পানির। তবে বড় কোম্পানিগুলির মধ্যে এইচসিএল টেক বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা ছাপিয়ে ভালো ফল করেছে। এই কোম্পানি চতুর্থ কোয়ার্টারে ৩৯৮১ কোটি টাকা লাভ করেছে। যা গত বছরের ৩৫৯৯ কোটি টাকার তুলনায় ১০.৬১ শতাংশ বেশি। অবশ্য রেভেনিউয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে তা প্রায় ২ শতাংশের ওপর হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যখন বিশ্বের বিভিন্ন নামী কোম্পানি নিয়মিত হারে ছাঁটাই করছে, তখন মাত্র তিন মাসে এইচসিএল টেক ৩৬৫০-এর ওপর নতুন কর্মী নিয়োগ করেছে। এই ধরনের বার্তা নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের জন্য সুখবর। এছাড়া শেয়ার প্রতি ১৮ টাকা করে ইন্টেরিম ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এইচসিএল টেক। এই টাকা মে মাসের ৯ তারিখে প্রদান করা হবে।

আইটি সেক্টরে ইনফোসিসের দাম ফলাফলের পরই প্রায় ২১ শতাংশ নীচে নেমে যায়। অবশ্য তা যত না ফলাফল সম্পর্কিত তার থেকে বেশি ইনফোসিসের পূর্বতন কর্ণধার শ্রী নারায়ণ মূর্তির জামাই তথা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের বিরুদ্ধে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের অভিযোগ তুলতে পারেন বিরোধীরা এমন সম্ভাবনার খবর উঠেছে। তবে ইনফোসিসের পতনের দিন অন্যান্য আইটি কোম্পানির শেয়ারেও পতন এসেছিল। যার মধ্যে টেক মাহিন্দ্রার শেয়ারের দাম পড়ে যায় ৭ শতাংশ। অবশ্য কেবল আইটি সেক্টর নয়, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজও নিয়মিত হারে সংশোধন দেখে চলেছে। রিলায়েন্স নতুনভাবে ক্যামপা কোলাকে বাজারে লঞ্চ করেছে। তা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মনে আগ্রহ থাকবে। উল্লেখ্য, এই ব্র্যান্ড নতুনভাবে বাজারে নিয়ে আসার ফলে রিলায়েন্স এখন সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমেছে কোকাকোলা এবং পেপসির মতো বিশ্বমানের ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে তা হল রিলায়েন্স নিউ এনার্জি বিজনেস। যাতে তারা প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে ওয়াটার পিউরিফাইং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি আয়ন এক্সচেঞ্জ স্টক স্প্লিট করার কথা ঘোষণা করেছে। তাদের পুরোনো ফেস ভ্যালু ১০ থেকে নতুন ফেস ভ্যালু হবে ১ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শেয়ার দশটি ভাগে ভাগ করা হবে। অবশ্য তাতে মার্কেট ক্যাপিটালে কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে শেয়ারটিতে লিকুইডিটি বৃদ্ধি পাবে এবং বিনিয়োগকারীরা দাম কম হওয়ার সুবাদে বেশি শেয়ার ক্রয় করতে আগ্রহী হতে পারেন। যে কোম্পানিগুলি তাদের চতুর্থ কোয়ার্টারে ভালো ফল করেছে তার মধ্যে রয়েছে টাটা কমিউনিকেশন। টিটিকে হেলথকেয়ার এনএসই এবং বিএসই থেকে নিজেদের শেয়ার ডিলিস্টিংয়ের কথা ঘোষণা করেছে। ডিলিস্টিংয়ের অর্থ এই কোম্পানি আর পাবলিকলি ট্রেড করবে না। এর খবরের জেরে পতন আসে এই কোম্পানিটিতে।

বিগত সপ্তাহে ব্রাইট কম কোম্পানি সম্বন্ধে সেবির পদক্ষেপের কথা লিখেছিলাম। তারপর থেকে পাঁচদিন ধরেই নিয়মিতভাবে লোয়ার সার্কিট খেয়ে চলেছে এই শেয়ার। কেবলমাত্র এই বছরেই শেয়ারটিতে ৫৬.৯৭ শতাংশ পতন এসেছে। গত এক বছরে এর পতন হয়েছে ৮৬.২৭ শতাংশ। মারাত্মক অভিযোগ ওঠার ফলে এই কোম্পানির শেয়ারদরে আরও পতন চলতে পারে বলেই ধারণা। অ্যাকাউন্টিং মিসম্যানেজমেন্টের জন্য অভিযুক্ত আরেকটি কোম্পানি ইকেআই এনার্জিতেও নিয়মিত সংশোধন চলছে। এ বছরেই এই শেয়ারটিতে ৬৪.৪৪ শতাংশ সংশোধন এসেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শেয়ারটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবসা করত কার্বন ক্রেডিট নিয়ে। যা সমস্ত পৃথিবীতে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু অডিটরদের অভিযোগের ফলে এই কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। তবে চতুর্থ কোয়ার্টারের ফলাফলের ওপর খানিকটা নির্ভর করবে এর ভাগ্য। শুক্রবার ইকেআই এনার্জির শেয়ার ৫ শতাংশ নেমে যায় এবং ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর ছোঁয়। শুক্রবার অন্য যে শেয়ারগুলি ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে আভাস ফিন্যান্সিয়ার, এফএসএন নাইকা, ইনডোকো রেমেডিজ ইত্যাদি। নিজের কোম্পানিতে প্রোমোটার যদি নিজের অংশীদারিত্ব কমিয়ে দেন, তাতে কী হয় তার প্রমাণ আভাস ফিন্যান্সিয়ার। শুক্রবার এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সুশীল আগরওয়াল ৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব কমিয়েছেন। এই খবরে শেয়ারটির দামে ৫.৩ শতাংশ পতন আসে।

মার্চ ২০২২-এ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের লাভ ছিল ১৬,২০৩ কোটি টাকা। মার্চ, ২০২৩ কোয়ার্টারে এর লাভ দাঁড়িয়েছে ১৯,২৯৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০২২-এ এই কোম্পানির লাভ ছিল ১৫,৭৯২ কোটি টাকা। রিলায়েন্সের এই সুবিশাল লাভ বিনিয়োগকারীদের নতুন উৎসাহ প্রদান করতে পারে। বিশেষ করে যখন রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি নতুন শক্তি উৎপাদন করার জন্য জামনগরে নতুন ফ্যাক্টরির কাজ দ্রুত হারে এগোনোর কথা বলেছেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে, রিলায়েন্সের নতুন এনার্জি ভার্টিকাল রেভেনিউ এবং লাভের দিক থেকে অন্যান্য সেক্টরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

শুক্রবার যে শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সায়েন্ট, আইটিসি, কারবোর‍্যান্ডাম, গোদরেজ কনজিউমার, জাইডাস লাইফ, বাজাজ অটো, গ্লেন মার্ক ইত্যাদি। এরমধ্যে সায়েন্টের চতুর্থ কোয়ার্টার খুব ভালো হওয়ায় শুক্রবার তা ৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গত বছরের ১৫৪.২০ কোটি টাকার তুলনায় এবার মার্চ ২০২৩-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৩.২০ কোটি টাকায়। আইটিসি এদিন তার সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। কী নেই এই কোম্পানির পোর্টফোলিওতে। সিগারেট, অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট, হোটেলস, পেপার এবং পেপারবোর্ডস, এফএমসিজি, ইনফর্মেশন টেকনলজি। আইটিসি ধীরে ধীরে সব ধরনের জনপ্রিয় সেক্টরগুলিতেই নিজেদের অবদান রাখছে। গত এক বছরে নিফটি ৫০-র মধ্যে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে আইটিসি এবং তিন বছরে এই কোম্পানি রিটার্ন দিয়েছে ১২৭.৩১ শতাংশ। এর সঙ্গে উপরি পাওনা এর ডিভিডেন্ড। গত তিন বছরে ৩৮.৪০ টাকা শুধু ডিভিডেন্ড হিসেবে ফেরত দিয়েছে আইটিসি। ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আইটিসি তার বার্ষিক লাভের সিংহভাগ বিনিয়োগকারীদের দিয়ে দিলেও তার ক্যাশ ফ্লো ছিল ১৩,৭০০ কোটি টাকার কাছে ২০২২-এর মার্চ পর্যন্ত। অবশ্য আইটিসি ইঙ্গিত দিলেও এখনও পর্যন্ত আইটিসি হোটেল এবং আইটি ব্যবসাগুলি ডিমার্জারের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শুক্রবার যে শেয়ারগুলি সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পায়, তার মধ্যে রয়েছে লম্বধারা টেক্সটাইলস (১৯.৭৯ শতাংশ), ওয়াইজম্যান (১৬.৩৬ শতাংশ), ওয়েন্ড (১৪.৪৫ শতাংশ), মির্জা ইন্টারন্যাশনাল (৯.৯৪ শতাংশ), টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (৪.৪৮ শতাংশ), মিসেস বেকটরস (১.৯২ শতাংশ) প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলির শেয়ারে আজ সংশোধন এসেছে তার মধ্যে রয়েছে ডিবি রিয়্যালটি (-৯.৪৬ শতাংশ), ওবেরয় রিয়্যালটি (-৪.৪ শতাংশ), ডালমিয়া ভারত (-৩.৩৬ শতাংশ), এইচডিএফসি লাইফ (-৩.২ শতাংশ), ইন্ডিয়া সিমেন্টস (-৩.১৪ শতাংশ), টিভিএস মোটরস (-৩.১ শতাংশ) ইত্যাদি। শুক্রবার ভারতে প্রতি ব্যারেল তেল ট্রেড করেছে ৬৪০৭ টাকায়। ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৫৯,৭৪০ টাকা। রুপো প্রতি কিলো ট্রেড করেছে ৭৪,৭৩০ টাকায়। প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতি এমএমবিটিইউ ট্রেড করেছে ১৮২.৩০ টাকায়। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম (-০.৮ শতাংশ), কপার (-০.৯৪ শতাংশ), লেড (-০.২২ শতাংশ) এবং জিঙ্ক (-১.৫৪ শতাংশ) নীচে নামে। বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করছে ২৩.০৬ লাখ টাকায়, ইথেরিয়াম ট্রেড করছে ১.৫৬ লাখ টাকায়, কারদানো ট্রেড করছে ৩২.৮৯ টাকায়, পলিগন ৮৫.৪৯ টাকায়, পোলকাডট ট্রেড করছে ৪৯৮.৫৮ টাকায় এবং অ্যাভালাঞ্চ ১৪৬৪.৮১ টাকায়।

যে কোম্পানিগুলি শুক্রবার তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করে তার মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্থান জিঙ্ক এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। তবে হিন্দুস্থান জিঙ্কের ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয়নি। তাদের মার্চ, ২০২২-এর ২৯২৯ কোটি টাকার লাভের তুলনায় মার্চ ২০২৩-এ লাভ হয়েছে ২৫৮৯ কোটি টাকা যা প্রায় ১২.৬ শতাংশ কম। তাদের মোট বিক্রিও কমেছে ২৮৮ কোটি টাকা। ফলে বিনিয়োগকারীরা এই ফলাফলে চিন্তিত থাকতেই পারেন। বিশেষত যখন বাজারে জিঙ্কের দাম কমেছে শুক্রবার।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মোট লাভ বৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশ গত বছরের মার্চ কোয়ার্টারের তুলনায়। মার্চ ২০২২-এ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের লাভ ছিল ১৬,২০৩ কোটি টাকা। মার্চ, ২০২৩ কোয়ার্টারে এর লাভ দাঁড়িয়েছে ১৯,২৯৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০২২-এ এই কোম্পানির লাভ ছিল ১৫,৭৯২ কোটি টাকা। তাদের গত বছরের তুলনায় মোট রেভেনিউ বৃদ্ধি হয়েছে ২.৮ শতাংশ অর্থাৎ ২.০৭ লাখ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.১৩ লাখ কোটি টাকা। সাফল্য এসেছে রিটেল ব্যবসায়। যেখানে রিলায়েন্সের লাভ হয়েছে ২৪১৫ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১২.৯ শতাংশ বেশি। ভালো ফল করেছে রিলায়েন্স জিও। লাভ করেছে মোট ৪৭১৬ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। রিলায়েন্সের অয়েল টু কেমিক্যালস ব্যবসা অবশ্য খুব ভালো করতে পারেনি। তাদের গত বছরের তুলনায় মোট রেভেনিউ ১১.৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১,২৮,৬৩৩ কোটি টাকায়। যদিও তা রিলায়েন্সকে সর্বকালীন সেরা অপারেটিং প্রফিট এনে দিয়েছে। অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ভার্টিকালে রেভেনিউ দ্বিগুণ হয়ে হয়েছে ৪৫৫৬ কোটি টাকা। যদিও মিডিয়া ব্যবসাতে রিলায়েন্সের ৩৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

তবে রিলায়েন্সের এই সুবিশাল লাভ বিনিয়োগকারীদের নতুন উৎসাহ প্রদান করতে পারে। বিশেষ করে যখন রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি নতুন শক্তি উৎপাদন করার জন্য জামনগরে নতুন ফ্যাক্টরির কাজ দ্রুত হারে এগোনোর কথা বলেছেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে, রিলায়েন্সের নতুন এনার্জি ভার্টিকাল, রেভেনিউ এবং লাভের দিক থেকে অন্যান্য সেক্টরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। রিলায়েন্সের কেবলমাত্র ২০২২-এর মোট লাভ দাঁড়াল ৭৪,০৮৮ কোটি টাকা। শুক্রবার বেলা শেষে এর শেয়ার দর বৃদ্ধি পায় ০.১৩ শতাংশ। রিলায়েন্সের নেট ডেট রয়েছে ১.১ লাখ কোটি টাকা। মার্চ ২০২২-এ ট্যাক্সের পরিমাণ ৪৩৯০ কোটি টাকার তুলনায় মার্চ, ২০২৩-এ ট্যাক্স কমে হয়েছে ২৭৮৭ কোটি টাকায়। রিলায়েন্সের মোট ১৭৮টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, ১২টি অ্যাসোসিয়েটস এবং ১২টি জয়েন্ট ভেনচার্সটির অডিটেড রেজাল্ট ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে আনঅডিটেড শতাধিক কোম্পানি। রিলায়েন্সের ক্যাশ এবং ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট রয়েছে ৭৪,৭০৮ কোটি টাকা। রিলায়েন্সের এই বছরে শেয়ার দর নেমেছে ৭.৭৮ শতাংশ এবং বিগত এক বছরে নেমেছে ১৫.৫৭ শতাংশ। যদিও শুক্রবার রিলায়েন্সের জিডিআর বা গ্লোবাল ডিপোজিটারি রিসিট বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ০.৭ শতাংশ।

বিভিন্ন এশীয় মার্কেটে শুক্রবার বড় পতন আসে। হ্যাংসেং (-১.৬ শতাংশ), সাংহাই (-১.৯৯ শতাংশ), তাইওয়ান (-০.৬৭ শতাংশ) এবং নিক্কেই (-০.৩৩ শতাংশ) পতন দেখে। তবে ইউরোপীয় শেয়ার বাজারগুলি বিশেষ করে ক্যাক, ড্যাক এবং ফুটসি উত্থান দেখে। আমেরিকার বিভিন্ন ইন্ডেক্স সামান্য পজিটিভে ছিল। ডাউজোন্স, এস অ্যান্ড পি এবং ন্যাসড্যাক বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারেন্সির মধ্যে প্রতি ডলার ট্রেড করেছে ৮২.০৬ টাকা। প্রতি পাউন্ড স্ট্রারলিং ১০২.০৯ টাকা এবং ইউরো ৯০.১৪ টাকা। বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে ইকুইটি মাল্টিক্যাপ ফান্ড গত এক বছরে রিটার্ন দিয়েছে ৯ শতাংশ। ইকুইটি স্মল ক্যাপ ফান্ড ৬.৫ শতাংশ, ইএলএসএস ফান্ড ৭.৮ শতাংশ, ইকুইটি কনট্রা ফান্ড ৭.৩ শতাংশ, হাইব্রিড ফিক্সড ম্যাচিউরিটি প্ল্যানস ৮ শতাংশ এবং ডাইনামিক বন্ড ফান্ড ৬.৭ শতাংশ ইত্যাদি। ভারতের ভিক্স (ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স) এই সময় সবচেয়ে নীচু স্তর ছুঁয়েছে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারী হোন বা ট্রেডার প্রত্যেকের মধ্যে খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা কম। ফলে এটা খুবই সম্ভব যে, যদি কোনও ভীতি কাজ না করে তাহলে বিনিয়োগকারীরা পুনরায় উৎসাহিত হতে পারেন ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ভারতীয় শেয়ার বাজারে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের পূর্বাভাস, এই দেশ মন্দার কবলে পড়তে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা অন্য অনেক দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। আইএমএফ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে ভারত এবং চিনে বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই ভারতে মন্দার প্রভাব অনেকটাই সীমিত হতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় ফের থমকে দাঁড়িয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৫৯৬৫৫.০৭ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় সেনসেক্স নেমেছে ৭৭৫.৯৪ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটি ২০৩.৯৫ পয়েন্ট নেমে সপ্তাহের শেষে ১৭৬২৪.০৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। তবে এই ধাক্কা সামাল দিয়ে আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে দুই সূচক। এর আগে টানা তিন সপ্তাহ উঠেছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বড় দৌড় শুরুর আগে এমন থমকে দাঁড়ানো প্রত্যাশিত ছিল। যে কোনও ইতিবাচক খবরে ফের সেই দৌড় শুরু হতে পারে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের পূর্বাভাস, এই দেশ মন্দার কবলে পড়তে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা অন্য অনেক দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। আইএমএফ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে ভারত এবং চিনে বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই ভারতে মন্দার প্রভাব অনেকটাই সীমিত হতে পারে। চলতি সপ্তাহে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তারা আবার ক্রেতার ভূমিকায় ফিরলে শেয়ার বাজারের অভিমুখ ফের বদলে যাবে। ইনফোসিস এবং টিসিএসের ফল আশানুরূপ না হওয়া, আমেরিকায় মন্দার আশঙ্কা গভীর হওয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির আয় কমতে পারে। এই আশঙ্কা সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। রিলায়েন্স, আইটিসি, এসবিআই সহ প্রথমসারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে ফের পরিস্থিতি ইতিবাচক হয়ে উঠবে।

মার্চে দেশে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ১.৩৪ শতাংশে। যা গত ২৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হারও মার্চে ৫.৬৬ শতাংশ নেমে এসেছে। যা গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূল্যবৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংকের রেপো রেট বাড়ানোর সম্ভাবনা কমছে। মূল্যবৃদ্ধির হার আর না বাড়লে বছরের শেষার্ধে রেপো রেট ফের কমানো হতে পারে। যা শেয়ার বাজারকে ফের চাঙ্গা করবে। এবারে দেশে বৃষ্টি স্বাভাবিক হওয়ার পূর্বাভাসও বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সব মিলিয়ে ইতিবাচক ঘটনাই বেশি, যা শেয়ার বাজারকে ফের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর ফের থিতু হয়েছে সোনার দাম। আগামী কয়েকদিন একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে পারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম। একই কথা প্রযোজ্য রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) **পরস ডিফেন্স :** বর্তমান মূল্য-৫১২.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮১১/৪৪৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৯০-৫০৫, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২০০০, টার্গেট-৬৮০।

২) **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-১৫৯.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮১/১২০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৫২-১৫৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০০৭৮১, টার্গেট-১৯৫।

৩) **কনটেনার কর্প :** বর্তমান মূল্য-৬০৮.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৯/৫৫৪, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭০৫৭, টার্গেট-৭২৫।

৪) **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৫৪৩.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২৯/৪২৫, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৫২৮-৫৩৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৮৪৭৪০, টার্গেট-৬০০।

৫) **বাজাজ ফিনসার্ভ :** বর্তমান মূল্য-১৩১৭.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৪৪/১০৭২, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১২৭০-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৯৯১৭, টার্গেট-১৪৫০।

৬) **জিএসএফসি :** বর্তমান মূল্য-১২৩.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৩/১১৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১১৫-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৯১৭, টার্গেট-১৬২।

৭) **কোল ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-২৩০.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৩/১৬৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২২০-২২৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪১৭৭৩, টার্গেট-২৭৬।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

শুরু হল চারধাম যাত্রা

শনিবার অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হল চারধাম যাত্রা। চারধাম অর্থাৎ গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ যাত্রা শুরু হল এই পুণ্যতিথিতে। এবছর এখনও পর্যন্ত চারধাম যাত্রার জন্য আড়াই লক্ষ পুণ্যার্থী নাম নথিভুক্ত করেছেন।

দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : শনিবার দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে খুশির ইদ। এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ইদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। সমাজে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির চেতনা আরও প্রসারিত হোক। ইদ মোবারক!' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইটে লিখেছেন, 'সকল দেশবাসীকে বিশেষ করে মুসলিম ভাই-বোনদের ইদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা জানাই। ভালোবাসা ও সমবেদনার উৎসব ইদ আমাদের অন্যদের সাহায্য করার বার্তা দেয়। উৎসবের এই শুভক্ষণে আসুন সবাই সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়ানোর অঙ্গীকারবদ্ধ হই।'

ইদের পাশাপাশি শনিবার আবার অক্ষয় তৃতীয়াও বটে। দেশবাসীকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। টুইটে মোদি লেখেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় অনেক শুভেচ্ছা। সকলের জীবনে সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক।'

৩৬ ঘণ্টায় সাত শহরে যাবেন নমো

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : সোমবার ঝোড়ো সফরে বার হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় দেশের সাতটি শহরে কমপক্ষে আটটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। দু'দিনের এই সফর শুরু হচ্ছে ২৪ এপ্রিল থেকে। এইবারে শহর পরিক্রমায় প্রায় ৫ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে তাঁকে।

২৪ এপ্রিল মোদি প্রথমে যাবেন মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে। সেখান থেকে তিনি যাবেন রেওয়ায়। সেখানে পঞ্চায়েতিরাজ দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এরপর যাবেন একেবারে দক্ষিণের রাজ্য কেরলের কোচিতে। সেখানে তিনি যুবম কনক্লেভে অংশ নেবেন।

পরের দিন (মঙ্গলবার) কোচি থেকে তিরুবনন্তপুরমে যাবেন মোদি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগ অফ করবেন। সেই সঙ্গে আরও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন। সেখান থেকে সুরাট হয়ে সিলভাসা যাবেন একটি মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সিলভাসা থেকে প্রধানমন্ত্রীর গন্তব্য দমন। এরপর ফিরে যাবেন সুরাটে। সবশেষে সুরাট থেকে তিনি ফিরবেন রাজধানী দিল্লিতে।

আতিক খুনে বদলার হুমকি আল কায়দার

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ এবং বিধায়ক তথা 'গ্যাংস্টার' আতিক আহমেদের খুনের বদলা নেওয়ার হুমকি দিল আল কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস)। ওই হামলা ভারতের মাটিতে চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। ইদ উপলক্ষ্যে সাত পাতার প্রকাশিত পত্রিকায় আতিক আহমেদকে 'শহিদ'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আতিক এবং তাঁর ভাই আশরফের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মুসলিম ভাইবোনেদের 'মুক্ত' করার প্রতিজ্ঞার কথাও রয়েছে পত্রিকায়।

সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ২২ এপ্রিল : ইসরোর মুকুটে নয়া পালক।শনিবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থার পিএসএলভি সি-৫৫ রকেটে চড়ে পৃথিবীর কক্ষপথের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল ২টি কৃত্রিম উপগ্রহ সহ মোট ৮টি পেলোড। এদিনই সিঙ্গাপুরের উপগ্রহ ২টিকে কক্ষপথের নির্দিষ্ট অংশে স্থাপন করা হয়। সফল অভিযানের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানী ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংস্থার প্রধান এস সোমনাথ বলেন, 'পিএসএলভি'র ৫৭ তম উৎক্ষেপণ বাণিজ্যিক মিশনের জন্য এর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ।'

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ফের বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক ব্যক্তি। শনিবার সকালে সল্টলেকে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক রিকশাচালকের। যাদবপুর ৮বি-করুণাময়ী রুটের (এস-৯) একটি বাস এদিন সল্টলেকের জিসি কমিউনিটি হলের সামনে আইল্যান্ড ঘোরার সময় একটি রিকশা স্ট্যান্ডে ঢুকে যায়। এরপর বাসটি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। বাসটির সামনের দিকের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন বৃন্দাবন প্রধান নামে এক রিকশাচালক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দুর্ঘটনায় অপর এক রিকশাচালকও জখম হন। মৃত বৃন্দাবনের বাড়ি মুর্শিদাবাদে।

রেড রোডে ইদের জমায়েত থেকে হুংকার

মুসলিম ভোট ভাগ হতে দেব না মমতা

শনিবার রেড রোডে ইদ অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-কৌশিক দত্ত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে আসতে শুরু করেছিল। তারপর যত দিন এগিয়েছে, সংখ্যালঘু ভোটের প্রায় অধিকাংশই ঘাসফুলমুখী হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে হার শাসক দলের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই প্রেক্ষাপটেই শনিবার রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'কেউ কেউ বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে ভাবছে মুসলমান ভোট ভেঙে দেবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। বাংলায় কোনও গদ্দার এই অশান্তি তৈরি করতে পারবে না। কোনও কোনও গদ্দারের পার্টি অশান্তি লাগাতে চাইছে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আপনারা শান্তিতে থাকুন, ভয় পাবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যেকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা এদিন সংখ্যালঘু ভোট ভাগের কথা বলতে গিয়ে আইএসএফ, সিপিএম ও কংগ্রেসকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। বিজেপি পরোক্ষে আইএসএফকে সহযোগিতা করছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আগেও অভিযোগ তোলা হয়েছিল। এমনকি সাগরদিঘিতে তৃণমূলকে হারাতে বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস অলিখিত জোট গড়েছিল বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন। এদিন মমতার এই কথায় স্পষ্ট হয়ে গেল, আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটই তৃণমূলের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'একটা উৎসবে গিয়ে যদি এরকম ভোটের কথা কেউ বলেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভয় পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মাথা কাজ করছে না। তাই ইদের অনুষ্ঠানকেও ভোটের মঞ্চ বানিয়ে ছাড়লেন। সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার মুসলমানরা তাঁর কাছে শুধুই ভোটার, মানুষ নন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'বিজেপিকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কৃত্রিম ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে। এটা তাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে কংগ্রেসকেই দরকার।' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কখনও ইদের জমায়েতে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেননি। সুস্থ সমাজে এই বিভাজনের রাজনীতি কাম্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভোটের স্বার্থে যে বক্তব্য পেশ করলেন, তা নজিরবিহীন ও নিন্দনীয়।'

রেড রোডের মঞ্চ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমি থাকতে এই রাজ্যে এনআরসি করতে দেব না। যারা দেশ ভাগ করতে চাইছে তাদের উদ্দেশে বলছি, আমি জীবন দিতে তৈরি। কিন্তু দেশ ভাগ করতে দেব না। আমার ওপর ভরসা রাখুন। কোনও ভয় পাবেন না। রাজ্যের মানুষ শান্তিতে থাকুন, কারও কথা শুনবেন না। কিছু কিছু গদ্দার দলের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি, এজেন্সির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা লড়াই করার জন্য তৈরি। আমরা মাথা ঝোকাব না। আর এক বছর বাকি আছে লোকসভা নির্বাচন। কে ক্ষমতায় আসবে, তা এখন থেকে বিচার করুন।' বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা ইতিহাস বদলে দিচ্ছে, সংবিধান বদলে দিচ্ছে, বিলকিসের ধর্ষণকারীদের ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। এদের দাদাগিরি, জুমলা আটকাতে হবে। আমরা সবাই এক হলে ওদের চেয়ার টলে যাবে। আমরা ওদের চেয়ার বদলাব।'

এবার অনুষ্ঠানে পুরোটাই মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন অভিষেক। ভাষণও দেন তিনি। রেড রোডের অনুষ্ঠান শেষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পার্ক সার্কাসে রিজওয়ানুর রহমানের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যান মমতা ও অভিষেক।

মোদির নামে হুমকি চিঠি

তিরুবনন্তপুরম, ২২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোচি সফরের মুখেই আত্মঘাতী হামলার হুমকি পেয়ে নড়েচড়ে বসল কেরলের বিজয়ন সরকার। তিরুবনন্তপুরম থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করতে ২৪ এপ্রিল কেরল সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। একটি রোড শো-ও করার কথা। ওই সময়েই ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য দপ্তরে আত্মঘাতী হামলার হুমকির চিঠি পাওয়ার পরে কেরলে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে কোচি সহ বিভিন্ন এলাকায়।

সপ্তাহখানেক আগে হুমকি চিঠিটি আসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে সুন্দরনের কাছে। পত্রপাঠ সেটি তিনি তুলে দেন রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরের এডিজিপি টিকে বিনোদ কুমারের হাতে। এরপর রাজ্যের সমস্ত থানা ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিককে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া সহ একাধিক সংগঠন সম্পর্কে সতর্ক করা হয় এডিজিপির বার্তায়। সেই বার্তা শনিবার ফাঁস হয়ে যায় মিডিয়ায়।

হুমকি চিঠিতে প্রেরকের নাম সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা এক ব্যক্তিকে আটক করে জেরা করছেন। যদিও ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, চিঠির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

সিবিআইয়ের নজরে তাপস ঘনিষ্ঠ ইতি

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। সিবিআইয়ের জেরার মুখে পড়েছেন অয়ন শীল ঘনিষ্ঠ শ্বেতা চক্রবর্তী, গোপাল দলপতি ঘনিষ্ঠ হৈমন্তী। এবার সিবিআইয়ের স্ক্যানারে তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা ঘনিষ্ঠ ইতি সরকার।

শনিবার সকালেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে তেহট্টে ইতির বাড়িতে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে ইতি সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। ইতিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তখন তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে ইতি সরকারের কী যোগাযোগ, তা নিয়েই তাঁকে প্রশ্ন করেন তদন্তকারীরা। পরে ইতি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, 'তাপস সাহা আমার কাকু। উনি আমার পিতৃতুল্য। সিবিআইয়ের আধিকারিকরাও বুঝেছেন, আমি কতটা অসহায়।'

শুক্রবার বিকাল থেকে প্রায় সাড়ে ১৪ ঘণ্টা ধরে তেহট্টে তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। তবে দলের একটা অংশ যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তা জানিয়ে দিয়ে তাপস বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে দলেরই একটা অংশ ষড়যন্ত্র করছে। তবে আমার মাথায় দিদির হাত আছে।' শুধু তাই নয়, সিবিআই তাঁর দু'টো মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার পর একটি অতি সাধারণ কী-প্যাড ফোন কিনেছেন। তিনি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন, 'এই ফোনে শুধু দিদির (মমতার) নম্বর সেভ থাকবে। আর কারও নম্বর আমার লাগবে না।' তাপসের এই অসহায় অবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যতদিন তাপস কালীঘাটে নজরানা পাঠিয়েছেন, ততদিন তাঁর পাশে দল ছিল। এজেন্সির নজরে পড়ায় এখন তাপসকে ওর দল পাপোশ করে দিয়েছে।' তাপসের 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বের' পালটা প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সমালোচনা থাকবে, ষড়যন্ত্রও থাকবে। এসব উপেক্ষা করতে হবে। অন্যায় না করলে ভয় কীসের?'

ইতির বাড়িতে তল্লাশির পর তাপসের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক প্রবীর কয়ালের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই। তবে ইতি সরকারের বাড়িতে সিবিআইয়ের তল্লাশিতে চমকে গিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।

নোটিশের জবাব শুভেন্দুর

মমতাকে অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে ফোন করেছিলেন বলে হুগলির সিঙ্গুরের জনসভায় মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর বক্তব্যকে মিথ্যা বলে অভিযোগ করে তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। আইনজীবী মারফত সেই নোটিশেরই জবাব দিলেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর আইনজীবী জবাবে লেখেন, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নামে এখন কোনও দলই নেই। তৃণমূল নামে একটি আঞ্চলিক দল আছে। তাই অস্তিত্বহীন কোনও সংগঠনের তরফে এরকম নোটিশ পাঠানোই যায় না। তিনি ওই নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহারেরও দাবি জানান। পরবর্তীকালে এই ধরনের কোনও অপমানজনক মন্তব্য করা হলে পালটা আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও শুভেন্দুর আইনজীবী জানান।

তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এর পালটা বলেন, 'বিরোধী দলনেতার ধ্যানধারণা যে এত কম জানা ছিল না। নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে জাতীয় তকমা ছিনিয়ে নেওয়া মানে এই নয় যে, দলের নাম বদলে যায়। কোনও দল ইচ্ছেমতো নাম রাখতে পারে। এই ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে বিরোধী দলনেতার রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

খুশির ইদ... শনিবার কলকাতার রেড রোডের অনুষ্ঠানে এক কিশোরী। ডানদিকে, দিল্লির জামা মসজিদে প্রার্থনা।

সেপ্টেম্বরে বাইডেনের ভারত সফর

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল : ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক ইতিহাসে সন্ধিক্ষণের বছর হতে চলেছে ২০২৪। আগামী বছর নতুন মাত্রা পাবে দু'দেশের বহু স্তরীয় সম্পর্ক। যার সূত্রপাত ঘটবে সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভারত সফরের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানিয়েছেন আমেরিকার সহকারী বিদেশসচিব (দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক) ডোনাল্ড লু।

তিনি বলেন, '২০২৪ আমাদের দুই দেশের পক্ষেই একটি বড় বছর হতে চলেছে। চলতি বছর যার ভিত গড়ে উঠবে।' লু জানান, ২০২৩-এ ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ১০ লক্ষ ভিসা বরাদ্দ করবে আমেরিকা। এইচ-১বি ও এল ভিসার মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যায় প্রযুক্তিবিদ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাদাররা আমেরিকায় কাজের সুযোগ পাবেন। মার্কিন মুলুকে পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়বে বিপুলভাবে। তিনি আরও বলেন, 'ভারত জি ২০ সম্মেলন আয়োজন করবে। আমেরিকায় হবে এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (এপেক) সম্মেলন। জি৭-এর আয়োজক দেশ জাপান। কোয়াড সদস্যরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে যা আমাদের আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে।'। আগামীদিনে এশিয়ার রাজনীতিতে কোয়াড জোট যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে লু'র মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা রক্ষায় আগ্রহী ভারত, আমেরিকা। আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ চলাচল ও বাণিজ্যের সমর্থক দুই দেশ। সেদিকে লক্ষ রেখে বাইডেনের সফরে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, তথ্য আদানপ্রদান সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি হতে পারে। যার প্রভাব ২০২৪-এ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনুভূত হবে।

এখনই মুখ্যমন্ত্রী হতে চান অজিত

পুনে, ২২ এপ্রিল : মহারাষ্ট্রে পরবর্তী বিধানসভা ভোটের এখনও দেড় বছরেরও বেশি সময় বাকি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের ভাইপো রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা অজিত পাওয়ার। পুনের একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব কেন। আমরা এখনই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির জন্য দাবি জানাতে প্রস্তুত।' তাঁর এই মন্তব্যের পর গত কয়েকদিন ধরে চলা জল্পনার পারদ আরও চড়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে।

বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, এনসিপিতে ভাঙন ধরিয়ে ৩০-৪০ জন অনুগামী বিধায়ককে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন অজিত পাওয়ার। চলতি মাসে চুপিসারে নয়াদিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে তিনি একপ্রস্থ কথাবার্তা সেরে এসেছেন বলেও খবর মিলেছে। ২০১৯ সালে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাত্র ৮০ ঘণ্টার জন্য একটি সরকার গড়েছিলেন অজিত পাওয়ার। চারবারের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত অবশ্য এবার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিকেই পাখির চোখ করেছেন। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।' শুক্রবার এনসিপির যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তাতেও গরহাজির ছিলেন অজিত। এদিকে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, অজিত পাওয়ার যা বলেছেন, তাতে স্পষ্ট, একনাথ শিন্ডে ও তাঁর গোষ্ঠীকে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি।

তুঘলক লেনের বাংলো থেকে বিদায় রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : প্রায় দুই দশকের স্মৃতি বুকে নিয়ে ১২ তুঘলক লেনের বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। বিকাল তিনটে নাগাদ লোকসভার হাউজিং কমিটির আধিকারিকদের হাতে হাসিমুখে বাংলোর চাবি তুলে দেন তিনি। সেসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মা সোনিয়া গান্ধি, বোন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, কেসি বেণুগোপাল প্রমুখ। বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, 'সত্যি বলার মূল্য চোকাতে হয় এখন। যে মূল্যই দিতে হোক, আমি সত্যি বলে যাব। ভারতের জনগণ ১৯ বছর ধরে এই বাড়িটি আমাকে দিয়ে রেখেছিলেন। আমি ওঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মোদি পদবি মামলায় গতমাসে রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে সুরাটের সিজেএম আদালত। তাঁকে ২ বছরের কারাদণ্ডও দেওয়া হয়। ওই রায়দানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয় রাহুলের। ধরানো হয় তুঘলক লেনের বাংলো খালি করার নোটিশও। রাহুল অবশ্য জানিয়েছিলেন, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে দেবেন। সেই মতো ওই বাংলো থেকে নিজের জিনিসপত্র সোনিয়া গান্ধির ১০ জনপথের বাড়িতে সরানোর কাজও শুরু করে দেন রাহুল।

শনিবার বিদায়বেলায় বাড়িতে এসেছিলেন রাহুল। তুঘলক লেনের বাংলোয় থাকার জন্য তিনি কেন্দ্রকে অনুরোধ করবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে রাহুলের সাফ কথা, 'আমি আর ওই বাংলোয় থাকতে চাই না। কারণ, ভারতের মানুষ আমাকে ওই বাড়িটি দিয়েছিলেন। আমার থেকে সেটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে। কোনও সমস্যা নেই। আমি কিছুদিন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর সঙ্গে ১০ জনপথে থাকব। তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে।' কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাই নিক, তিনি দেশের বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি বারবার সরব হবেন বলেও জানিয়ে দেন রাহুল। এদিকে রাহুলের বাংলো ছাড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একটি আলোচনাসভায় বলেন, 'উনি সাংবাদিকদের সামনে বাংলোর চাবি তুলে দিয়ে টিভির টিআরপি বাড়াবেন। কিন্তু আইন সকলের জন্য সমান। কোনও পরিবার আইনের ঊর্ধ্বে নয়। দুটি আদালতে উনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ওঁর সামনে হাইকোর্টে যাওয়ার রাস্তা তো খোলা রয়েছে। সেখানে যেতে তো ওঁর কোনও বাধা নেই।' তবে বিজেপি খোঁচা দিলেও শশী থারুরের মতো কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি বাংলো ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বাংলোর চাবি হাউজিং কমিটির আধিকারিকের হাতে দিচ্ছেন সোনিয়া পুত্র।

> “ সত্যি বলার মূল্য চোকাতে হয় এখন। যে মূল্যই দিতে হোক, আমি সত্যি বলে যাব। ভারতের জনগণ ১৯ বছর ধরে এই বাড়িটি আমাকে দিয়ে রেখেছিলেন। আমি ওঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
>
> **-রাহুল গান্ধি**

প্রাক্তন রাজ্যপালকে নিশানা শা'র

সত্যপালকে আটক করা নিয়ে চাপানউতোর

শনিবার দিল্লিতে সত্যপাল মালিক।

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : প্রথমে সিবিআইয়ের সমন। তার জের কাটতে না কাটতেই দিল্লি পুলিশের হাতে ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের আটক হওয়ার খবর ঘিরে পারদ চড়ল রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে। যদিও দিল্লি পুলিশ সত্যপাল মালিকের আটক হওয়ার খবর পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে।

শনিবার এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, 'আমরা প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিককে আটক করিনি। উনি নিজের ইচ্ছায় সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আরকে পুরম থানায় এসেছিলেন। আমরা ওঁকে জানিয়ে দিই, উনি স্বইচ্ছায় থানা থেকে যেতে পারেন।' যদিও হরিয়ানার কৃষক নেতা গুরনাম সিং চাড়ুনি প্রমুখ কৃষক নেতা দাবি করেন, পুলিশ সত্যপাল মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন সত্যপালের সমর্থনে একটি খাপ পঞ্চায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের আপত্তিতে সেটি বাতিল হয়ে যায় এবং আয়োজক ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের আটক করা হয়।

শুক্রবারই একটি দুর্নীতির অভিযোগে সাক্ষী হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপালকে সমন পাঠায় সিবিআই। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি পুলিশের সক্রিয়তার নেপথ্যে সত্যপালের সাম্প্রতিক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার অনুঘটকের কাজ করছে কিনা তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার সত্যপালকে নিয়ে বিশেষ আমল দিতে রাজি নয় বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শনিবার একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় প্রাক্তন রাজ্যপালকে কটাক্ষ করেন। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সত্যপাল মালিক যখন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন তখন এসব কথা বলেননি। এখন এসব বলছেন কেন। উনি যে সমস্ত কথা বলছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা সংবাদমাধ্যম এবং দেশের আমজনতার পরখ করে নেওয়া উচিত।' শা দাবি করেন, লুকিয়ে রাখতে হবে এমন কোনওকিছুই বিজেপি করেনি। প্রকাশ্যে এসব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। ওঁর কাছে যদি অসংগতির ব্যাপারে তথ্য ছিলই তাহলে ক্ষমতায় থাকার সময় তা নিয়ে মুখ খোলার দরকার ছিল। সিবিআইয়ের সমনের ব্যাপারে শা বলেন, সত্যপাল মালিককে এই প্রথমবার ডাকা হল তা নয়। একটি ইনসুরেন্স কেলেঙ্কারির অভিযোগে ওঁর ভূমিকার তদন্ত চলছে।

সেনার মৃত্যুতে বন্ধ ইদ পালন

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে সেনাবাহিনীর রসদবোঝাই ট্রাকে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ঘটনায় ৫ জওয়ানের মৃত্যু হয়। আহত ১ জন। শনিবার সেনা-মৃত্যুর শোকে ইদ পালন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন পুঞ্চের সাংইয়তে গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রাম প্রধান মুখতিয়ার খান জানিয়েছেন, সেনার রসদ ছাড়াও ইদ উপলক্ষ্যে তাঁদের জন্য ফল আনছিলেন নিহত জওয়ানরা। সেই খাবারের ট্রাক লক্ষ্য করেই হামলা হয়। জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাংইয়তে।

খান বলেন, 'খুব দুঃখের ঘটনা। আমাদের ৫ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। এমন এক সময়ে আমরা কীভাবে ইফতার করতে পারি? শনিবার গ্রামবাসীরা ইদ পালন করবেন না, শুধু নমাজ পড়বেন।' এদিকে হামলার পর ৩ দিন কেটে গেলেও জঙ্গিদের হদিস মেলেনি। শনিবারও পুঞ্চ জেলার রাজৌরি সেক্টরের বিভিন্ন জায়গায় হেলিকপ্টার, ড্রোন ও স্নিফার ডগ নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে যৌথবাহিনী।

২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৮ থেকে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার ১,০৬৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৭২৯ জন জঙ্গির। শহিদ হয়েছেন ১৮২ জন জওয়ান।

বীরভূমের আগয়ায় গুলি, আহত ৮

দুবরাজপুর, ২২ এপ্রিল : বীরভূমের দুবরাজপুর থানার আগয়া গ্রামে দুই যুযুধান গোষ্ঠীর বোমা ও গুলির লড়াইয়ে দু'পক্ষের ৮ জন আহত হলেন। আহত হয়েছেন ২ জন অফিসার সহ ৬ জন পুলিশকর্মী। শুক্রবার বিকেল থেকে পুলিশের উপস্থিতিতেই দু'পক্ষের বোমা ও গুলি বিনিময়ে আতঙ্কে নিরীহ গ্রামবাসীরা।

ধর্ষণ ও খুনে কালিয়াগঞ্জে ফের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

তদন্তের আশায় দেহ মাটিচাপা

কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ, ২২ এপ্রিল : কালিয়াগঞ্জে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শনিবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। শুক্রবার রাতে ওই নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত হয়। শনিবার সকালে পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রামে দেহ পৌঁছায়। প্লাস্টিকে মোড়া মৃতদেহ দেখে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারেননি গ্রামবাসীরা। ক্ষোভ ছড়ায় গোটা এলাকায়। তবে আগে থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় মোতায়েন ছিল। সিবিআই তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয় গোটা গ্রাম। মৃতার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন কয়েকশো গ্রামবাসী। কিন্তু মৃতার বাড়ির রাস্তায় একটি সেতুতে ওঠার মুখেই গ্রামবাসীদের আটকে দেয় পুলিশ।

আর তাতেই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত গ্রামবাসীকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে সেতুতে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। সেতুর কাছে বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর চলে। সেগুলিতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়।

মৃতার পরিবার ও গ্রামের অন্য বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নেন নাবালিকার এখনই সৎকার করা হবে না। বদলে বাড়ির সামনেই নাবালিকার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। যদি পরে সিবিআই তদন্ত শুরু করে তখন দ্বিতীয়বার দেহের ময়নাতদন্তের প্রয়োজন হতে পারে বলে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মৃতার বাবা। তিনি জানান, পুলিশের ময়নাতদন্তে তাঁর ভরসা নেই।

কালিয়াগঞ্জ কাণ্ডে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াংক কানুনগো। এদিনই কালিয়াগঞ্জে আসেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের দুই প্রতিনিধি। আয়োগের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'এখনই ধর্ষণ না গণধর্ষণ, বলা যাবে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।' আরেক প্রতিনিধি অনন্যা চক্রবর্তী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'শুভেন্দু মৃতার নাম, পরিচয় প্রকাশ করে টুইট করেছেন। এটা আইনসংগত নয়। উনি কী করে জানলেন, ধর্ষণ হয়েছে?'

যদিও শনিবার রাতে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা অভিযোগ করেন, ঘটনাটি নিয়ে বিজেপি অযথা রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, 'মৃত্যুটি দুর্ভাগ্যজনক। ময়নাতদন্তে প্রাথমিকভাবে বিষক্রিয়ার আভাস মিলেছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্তের কথা বলা হয়েছে এবং পকসো আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।'

এদিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই গ্রামে যান রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু সহ হবিবপুর, গঙ্গারামপুর, তপন ও ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়করা। মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সুকান্ত বলেন, 'ওই কিশোরীর পরিবারের পাশে রয়েছে বিজেপি। এই রাজ্যে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পরপর নারকীয় ঘটনা ঘটছে, আর পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। পুরো বিষয়টি মহিলা কমিশনে জানানো হবে।' তাঁর কথায়, 'যারা অভিযুক্ত, তাদের পুলিশ ধরছে না। পঞ্চায়েত প্রধান সব বিষয়টি জানেন। তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়া উচিত।' সুকান্তর বক্তব্য, 'পুলিশের দাবি, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু বিবস্ত্র অবস্থায় মেয়েটির দেহ উদ্ধার হয়। এভাবে কেউ আত্মহত্যা করে বলে আমার জানা নেই।'

যদিও এদিন এত উত্তেজনার মধ্যেও এলাকায় পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতারের দেখা মেলেনি। সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা কর্ণজোড়ায় পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁর দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন বিজেপি নেতারা। পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'আজ প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে ওঁরা যে আসবেন, তা আগাম জানানো হয়নি।' এদিন কালিয়াগঞ্জ থানার সামনেও এবিভিপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান।

সিবিআই তদন্ত দাবি

- শুক্রবার রাতে ওই নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত হয়
- পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রামে দেহ পৌঁছায় শনিবার সকালে
- উত্তেজিত গ্রামবাসীকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ–কাঁদানে গ্যাস
- নাবালিকার দেহ সমাধিস্থ করা হয় বাড়ির সামনেই

পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর খণ্ডযুদ্ধ। কালিয়াগঞ্জে।

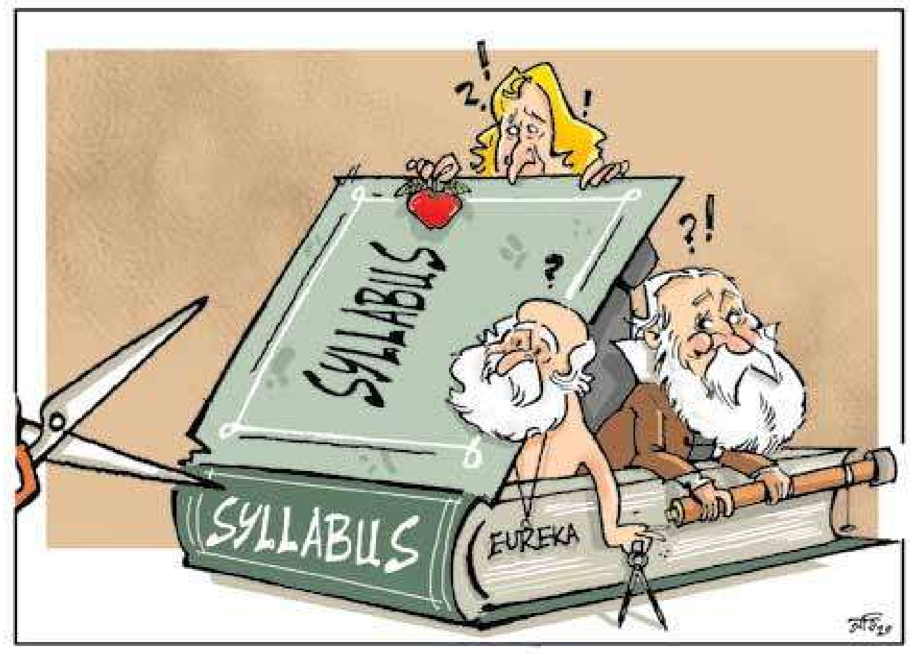

সিকিমে পানীয় জলের সংকটে বিপাকে পর্যটকরাও

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : বিপর্যয় কাটছে না সিকিমের। কিছুদিন আগেই ভারী তুষারপাতের প্রভাব পড়েছিল পর্যটনে। পর্যটনের ভরা মরশুমে নতুন করে বিপর্যয় ডেকে এনেছে পানীয় জলের সংকট। সিকিমের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রোতেয়চু নদী থেকে পানীয় জল সরবরাহের যে মূল পাইপ রয়েছে, তা বেশ কয়েকটি জায়গায় ফেটে গিয়েছে। যার জন্য গত দু'দিন ধরে বন্ধ রয়েছে জল সরবরাহ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু হলেও আগামী সোমবারের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। দমকলের সাহায্যে বেশ কিছু এলাকায় জল সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। পানীয় জল পেতে দু'দিন ধরে প্রত্যেকটি এলাকাতেই লম্বা লাইন পড়ছে স্থানীয়দের। এমন লাইন দেখা গিয়েছে শনিবারও। এককথায় পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় ও পর্যটকদের। অযথা জল যাতে অপচয় না করা হয়, তার জন্য হোটেলগুলির তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বুকিং বাতিল করতে হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'এখন প্রায় ৮০ শতাংশের ওপর বুকিং রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনমতো জল দিতে পারছি না আমরা। এমন পরিস্থিতি কতদিন মেনে নেবেন পর্যটকরা। বুঝতে পারছি না কী হবে।' কিন্তু কীভাবে ফাটল জল সরবরাহের পাইপ? প্রবল বৃষ্টির জেরে কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের ফলে পাইপ বেরিয়ে যাওয়ায় এবং তার ওপর দিয়ে ভারী গাড়ি যাওয়ায় বিপর্যয় ঘটে বলে পিএইচইর তরফে জানানো হয়েছে।

পাত্র হাতে জলের অপেক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দারা। –সংবাদচিত্র

দিলীপের মন্তব্যে পোস্টার কালিম্পংয়ে

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রতিবাদে পোস্টার পড়ল কালিম্পংয়ে। শনিবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় জিএনএলএফের যুব মোর্চার তরফে পোস্টার সেঁটে বিজেপিকে অবিলম্বে পাহাড়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দাবি জানানো হয়েছে। জিএনএলএফের দাবি, পরপর তিনবার পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লিখিত আশ্বাস দিয়ে বিজেপি দার্জিলিং থেকে সাংসদ জিতিয়েছে।

অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ করেনি। উপরন্তু দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি শুক্রবার কালিম্পংয়ে এসে বলেছেন যে, তাঁরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নন। এর প্রতিবাদে পাহাড়জুড়ে পোস্টারিং হবে বলেও জিএনএলএফ জানিয়েছে। এদিন জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা দিলীপ ঘোষের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, দিলীপ ঘোষ একজন বিচক্ষণ নেতা। তিনি বাস্তবটা জানেন। তাই দিল্লির নেতাদের মতো ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে ভোটে জিততে চান না।

ধৃত ৬ জেলে

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার রাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি–কলকাতাগামী চারচাকার একটি গাড়ি থেকে ভারতীয়, ভুটানি ও দুবাইয়ের মুদ্রায় প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। পাশাপাশি দুই বোতল বিদেশি মদও উদ্ধার হয়। গাড়িতে থাকা হুগলির বাসিন্দা ও দুবাইয়ের বেশ কয়েকটি হোটেলের মালিক সৈয়দ জিয়াউর রহমান, আরামবাগের সৌরভ অধিকারী, অভিজিৎ পাল, অভিজিৎ আইচ, রাজা জানা ও প্রসেনজিৎ মল্লিককে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা টাকা ও সামগ্রীর সপক্ষে ধৃতরা কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এরপর কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন। শনিবার কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : শনিবার রাত ৯টা নাগাদ কিশনগঞ্জ–বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় মহম্মদ লডডন (২৫) নামে এক যুবক মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি জেলার গুয়াবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কিশনগঞ্জ থেকে বাহাদুরগঞ্জগামী একটি ট্রাক বাইক আরোহী ওই যুবককে পিষে দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাসিন্দারা পরে ট্রাকটিকে আটক করেন। পরে বাসিন্দারা পথ অবরোধ শুরু করেন। কোচাধামন থানার আইসি আরিজ আফতাব পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

আবহাওয়া

রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৬.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	১৯.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	২০.০
কোচবিহার	৩২.০	২০.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	২০.০
মালদা	৩৪.০	২১.০
রায়গঞ্জ	৩৪.০	২২.০
গ্যাংটক	২৪.০	১১.০

খুশির ইদ আমারও। শনিবার কলকাতার রেড রোডে নমাজে। ছবি : কৌশিক দত্ত

কোচবিহার থেকে সপ্তাহে ৬ দিন উড়ান

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ এপ্রিল : বিমানের টিকিটের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলায় পাঁচদিনের পরিবর্তে সপ্তাহে এখন থেকে ছয়দিন করে চলবে কোচবিহার–কলকাতা উড়ান। কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। এতদিন সপ্তাহে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিমান চলাচল করত। শনি ও রবিবার বন্ধ থাকত। এখন সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত বিমান চলাচল করবে কোচবিহার–কলকাতার মধ্যে। শুধুমাত্র রবিবার বন্ধ থাকবে। শনিবার থেকেই নতুন উড়ানসূচি শুরু হয়েছে। ঘটনার কথা জানাজানি হতে যাত্রীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

কোচবিহার বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক মনোজ সরকার বলেন, 'এখন থেকে শনিবারও অর্থাৎ সপ্তাহে ছয়দিন কোচবিহার–কলকাতার মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু থাকবে।'

কোচবিহার বিমানবন্দরের টিকিট বিক্রির দায়িত্বে থাকা এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার প্রসূন জৈন বলেন, 'বিমানের টিকিটের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলায় তাঁরা এখন থেকে সপ্তাহে ছয়দিন বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২২ এপ্রিল থেকেই তা শুরু হয়েছে।'

রাজার শহর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা রাজ আমল থেকেই চালু ছিল। রাজ্যে বাম আমলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই পরিষেবা ক্রমশ অনিয়মিত পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু পাঁচ–ছয়দিনের মধ্যেই সেই পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর থেকে বেশ কয়েকবার উড়ান চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা শেষপর্যন্ত স্থায়ী হয়নি।

কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে নয় আসনের বিমান দিয়ে কোচবিহার–কলকাতার মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু হয়। প্রাথমিকভাবে বিমানের ভাড়া প্রথমে কয়দিন ৯৯৯ টাকা ছিল। গত ৩ মার্চের পর থেকে বিমানের টিকিটের ভাড়া হয়েছে ৩৯২৭ টাকা। তারপর থেকে প্রায় দু'মাস হতে চললেও পরিষেবা বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং দিন–দিন টিকিটের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাই দেখেই বিমান কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সপ্তাহে ছয়দিন বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রসূন জৈন বলেন, 'গত এক মাসে কোচবিহার থেকে উড়ানের কোনও আসন ফাঁকা যায়নি। আগামী ৭ দিনের আসনও প্রায় ভর্তি।'

হাসিমুখে 'বাউন্সার' সামলালেন খগেশ্বর

মালবাজার, ২২ এপ্রিল ঃ দিদির দূত হিসেবে আজ মালবাজারে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। এদিন মালবাজার পুরসভার ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ড চষে বেড়ালেন তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতা। যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হন স্থানীয় কাউন্সিলার সহ তৃণমূলের শহর নেতৃত্ব। তবে ধূপগুড়িতে ব্লক ভূমি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিতর্কের পর আজ একদম অন্যরূপে তাঁকে দেখা গেল। আজ খগেশ্বর ছিলেন অনেকটাই সংযত।

এদিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের করুণাময়ী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে যাত্রা শুরু করেন তিনি। জনসংযোগ করার সময় খগেশ্বরের কাছে আসেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাশিদা বেগম। তিনি পরিচারিকার কাজ করেন। ষাটোর্ধ্ব রশিদার অভিযোগ, তিনি কোনও সরকারি পরিষেবা পান না। কথা বলার সময় রশিদা কান্নায় ভেঙে পড়লে নিজের পকেট থেকে তাঁকে হাজার টাকা দেন বিধায়ক। সেইসঙ্গে মালবাজার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমিত দে–কে নির্দেশ দেন সোমবারের মধ্যে রশিদার বিষয়গুলো দেখার জন্য। জনসংযোগে নেমে জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন খগেশ্বর। পাগলাঝোরা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। সবাইকেই হাসিমুখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বিধায়ক।

শেষবেলায় খগেশ্বর রায় আসেন মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ প্রদীপ কালসারের সঙ্গে হাসপাতাল নিয়ে আলোচনা করেন। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন থাকলেও বহুদিন ধরে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের অভাবে পরিষেবা শুরু করা যাচ্ছে না। ডায়ালিসিস বিভাগেও বেড বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ডাক্তাররা। সেইসঙ্গে হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলিরও মেরামতির অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়গুলি নিয়ে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান বিধায়ক।

পরে খগেশ্বর বলেন, 'মালবাজার হাসপাতাল নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও প্রতিনিয়ত প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করছেন। সরকারি তরফে আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।' এরপর পুরসভায় কাউন্সিলার ও দলীয় নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক।

বন্দিদের কিট

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল ঃ রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে কিশনগঞ্জ জেলের মহিলা বন্দিদের জন্য হাইজিন কিট দেওয়া হল। সোসাইটির সম্পাদক আভাষকুমার সাহা কিট তুলে দেন জেল সুপার রঞ্জিতকুমার সাহুর হাতে। এছাড়া বন্দিদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির হয়েছে। প্রতিদিন স্নান করা, স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার, ওয়ার্ডের সাফাই সম্পর্কে বন্দিদের সচেতন করা হয় বলে জেলের সহকারী সুপার রিনা কুমারী জানান।

ধৃত দুই

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল ঃ ১০৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সিসওয়া রেলগুমটিতে চার দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যান লুট করে। শুক্রবার রাতে পূর্ণিয়ার বনবনকি থানা এলাকার ঘটনা।

শনিবার দুজন দুষ্কৃতী সহ মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যান, লুটের ঘটনায় ব্যবহৃত চার চাকার গাড়ি, একটি মোবাইল উদ্ধার করে পূর্ণিয়া থানার পুলিশ।

শান্তির পথে

প্রথম পাতার পর

শুধু রাজ্য নেতৃত্ব নয়, সিপিএমের শিলিগুড়ির নেতাদের সমালোচনা চলছে দলের অন্দরেও। অনিল বিশ্বাস ভবন সূত্রে খবর, তোলপাড় চলছে দলে। এরকম অনৈতিক সমঝোতার খবর কয়েকদিন জেনেও কেন পদক্ষেপ করা হল না, প্রশ্ন করছেন অনেকে। দিনভর দলের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ নিয়ে যেন 'বিপ্লব' চলছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ শুক্রবার এই সমঝোতা সম্ভবত 'রণকৌশল' বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, তারও সমালোচনা চলছে দলে। তৃণমূলের রাজ্য স্তরের এক নেতা বলেন, 'সিপিএমের হারানোর তেমন কিছু নেই। ওদের ক্ষতি হলে সামান্যই হবে। কিন্তু ছোট এই ভোটের প্রভাব বড় আকারে পড়তে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। সেটা আমাদের জন্য বড় ক্ষতি ডেকে আনবে।'

আশি বছরেও লড়াই মৌলবাদের বিরুদ্ধে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ এপ্রিল : গ্রামের মেয়েদের খেলার মাঠে নিয়ে আসতে প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে একসময়। কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের হাতে বহুবার অপমানিত হতে হয়েছে আশি ঊর্ধ্ব ক্রীড়া প্রশিক্ষককে। তবু তিনি দমে যাননি। তাঁর হাত ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর সহ চাঁচল মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে একাধিক ক্রীড়া প্রতিভা উঠে এসেছে। জেলা থেকে রাজ্যে তাঁর হাতে তৈরি খেলোয়াড়রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসা পেয়েছে। এমনই লড়াকু ক্রীড়া প্রশিক্ষক হরিশ্চন্দ্রপুরের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা রেজা রাজিকে তাঁর কর্মজীবনে এই অবদানের জন্য এবছর সমাজসেবী ও শিশুপ্রেমী অশেষ রায় স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হল। হরিশ্চন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরি মঞ্চে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ এই ক্রীড়া প্রশিক্ষকের হাতে অশেষ রায় স্মৃতি পুরস্কারের মানপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। রেজা রাজির হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন এলাকার প্রবীণ চিকিৎসক পীযূষকান্তি দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম, উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

এপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ জানান, 'দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রেজা রাজি হরিশ্চন্দ্রপুর সহ চাঁচল মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে অনেক ক্রীড়া প্রতিভাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। গ্রামের মেয়েদের খেলাধুলোর আঙিনায় টেনে এনেছেন তিনি।'

সংবর্ধিত ক্রীড়া প্রশিক্ষক।– সংবাদচিত্র

হল সেই শিশুর

প্রথম পাতার পর

সেই দিন থেকেই মাঝবয়সি, প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক মহিলা রঞ্জিতার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে রঞ্জিতা এবং তাঁর মায়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘোরাঘুরিও করে ওই মহিলা। তখন কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের ওই শিশুটিকে নিয়ে ঘোরাঘুরির নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই মহিলা। প্রসূতি বিভাগের একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশ উদ্ধার করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ওইদিন দুপুর ১১.৫০ মিনিটে এক মহিলা ওয়ার্ড থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন তার ডানদিকে বসে থাকা দুজন নার্সের প্রতি কিছু ইশারা করছে। সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের (এসএনসিইউ) সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ওই সময়ের ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই মহিলা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পিছনের করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শিশু চুরি হয়ে যাওয়ার প্রায় ২০ মিনিট পরে শিশুটির মা বিষয়টি টের পান। তখনই তিনি নার্সদের জানান। মেডিকেলে হইচই পড়ে যায়। তদন্তে নামে পুলিশ।

সাফারি পার্কে সিংহদর্শন

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, সিংহ বা জেব্রার মতো প্রাণীদের নিয়ে আসা হলে চিকিৎসার জন্য কী প্রয়োজন হবে? হাসপাতালের পরিকাঠামোর কোনও উন্নয়ন প্রয়োজন কিনা গত বুধবার থেকেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। পার্কের পরিকাঠামো উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করে রাজ্য জু অথরিটির কাছে পাঠানো হবে। নতুন জন্তু নিয়ে আসার আগেই এই কাজগুলি করে নেওয়া হবে বলে সাফারি পার্কের কর্তারা জানিয়েছেন।

স্কুলে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন

ঘোকসাডাঙ্গা, ২২ এপ্রিল : ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সুবিধার্থে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো হল। এখন থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পাঁচ টাকায় এই মেশিন থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন সংগ্রহ করতে পারবে। শনিবার মেশিন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপকুমার চক্রবর্তীর কথায়, 'বিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। সর্বশিক্ষা মিশনের বরাদ্দ প্রায় ২১ হাজার টাকা খরচ করে মেশিন এনে বসানো হল।'

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে চুরির সূত্র

প্রথম পাতার পর

২০ তারিখ সকালে মেয়ে অঞ্জুকে ফোন করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাকেন। এরমধ্যে শিখা একাধিকবার লেবার ওয়ার্ডে গেলেও অঞ্জু একবারের জন্যও ভেতরে ঢোকেননি। গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে পুরো বিষয়টি দেখেছেন।

২০ তারিখ সকাল ১১টা ২৬ মিনিট নাগাদ শিশুটিকে নিয়ে দুজন মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েন। এমনভাবে অঞ্জুকে আনা হয়েছিল যেন দেখে মনে হয় সদ্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। হাতে ছিল একটি ব্যাগ। অঞ্জুর পরনে নাইটি ও গায়ে চাদর। শিশুকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেডিকেলের প্রধান গেটের সামনে আসেন দুজন। এরপর টোটো ধরে সেখান থেকে চলে যান তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। সেখান থেকে বিহারগামী একটি বাসে চেপে বসেন দুজন। দুপুরে চোপড়ায় দুজনে শিশু নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন। অঞ্জুর ভাই প্রদীপ দাস এসে দুজনকে বাড়িতে নিয়ে যান।

পুলিশের ভূমিকায় খুশি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'আমরা সকলে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছে।'

এদিকে, মেডিকেল থেকে শিশু চুরি নিয়ে হইচই শুরু হতেই অভিযুক্তরা আরও সতর্ক হয়ে যান। শুক্রবার রাতে সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের (এসএনসিইউ) সিস্টার ইনচার্জ কল্পনা মিশ্র ওই ওয়ার্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করতে থাকেন। তখনই তাঁর নজরে আসে দুই মহিলা শিশুকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেডিকেল ফাঁড়িতে বিষয়টি জানান। সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে ছবি নিয়ে সমস্ত থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, রাস্তায় থাকা পুলিশের ক্যামেরা চেক করতে গিয়ে দেখা যায় ওই দুই মহিলা টোটোতে করে জংশনে নামেন এবং জংশন থেকে বাসে চাপেন। সঙ্গে সঙ্গে বাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ জানতে পারে দুজন চোপড়ায় নেমে গিয়েছেন। শিলিগুড়ি পুলিশের পক্ষ থেকে ওখানকারো আশাকর্মীদের সহযোগিতা নেওয়া হয়।

শনিবার দুপুরের পর চোপড়ার বলরামপুরের এক আশাকর্মী বাচ্চা সমেত অভিযুক্তের ছবি পাঠান পুলিশকে। পুরো বিষয়টি নিশ্চিত হতেই ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিক গণেশ রায়, দুজন মহিলা কনস্টেবল এবং দুজন পুরুষ কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হন। তাঁদের পাশাপাশি মাটিগাড়া থানার পিসি পার্টির ওসি সজল রায়, এসওজির সাব–ইনস্পেকটর বিনোদ ঝা, ডিডির পুলিশ আধিকারিক প্রলয় ভট্টাচার্য সহ আরও একটি দল পিছনে রওনা হয়।

২০১৮ সালে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি কাণ্ডে সজল রায় ছিলেন তদন্তকারী আধিকারিক। পুলিশ দল ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাতেই অভিযুক্তরা শিশু নিয়ে পালিয়ে যান। অঞ্জুর দুই ভাই পুলিশকে ভুল তথ্য দিতে থাকেন। পুলিশকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যান তাঁরা। শিশু নিয়ে অঞ্জু একটি বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে পড়েন। সেখান থেকে শিশু সমেত অঞ্জুকে আটক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই ভাইকেও আটক করে সোজা শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। রাতেই আসল মায়ের কোলে পৌঁছে দেওয়া হয় শিশুটিকে।

চেরি চিজকেক ডে

চিজ দিয়ে তৈরি এই কেক অনেকটা পুডিংয়ের মতো নরম। আর চেরি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল চেরি চিজকেক ডে উদযাপন করা হয়।

ইসলামপুর পার্কে শনিবার তোলা সংবাদচিত্র।

উৎসবে পার্কে ঢুকতে হিমসিম

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২২ এপ্রিল : ইসলামপুরে বিনোদনের একমাত্র জায়গা পার্ক। এছাড়া বিনোদনের জন্য অন্য কিছুর ব্যবস্থা নেই। তাই যে কোনও উৎসব, অনুষ্ঠানে বা ছুটির দিনে চিত্ত বিনোদনের জন্য শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ ঘোরাঘুরি করতে আসেন পার্কে। সেখানে তখন দেখা যায় উপচে পড়া ভিড়। ইদের দিনে সেই একই দৃশ্য দেখা গেল ইসলামপুর পার্কে। আর সেই ভিড় সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থা পার্ক এবং পুলিশকর্মীদের।

সকাল থেকেই পার্ক মোড়ের তিন প্রান্তে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বাইক সহ অন্য গাড়ির জন্য নো এন্ট্রি বোর্ড লাগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে দেখা যায়। শহরে বিনোদনের জায়গার অভাবেই যে কোনও উৎসবে মানুষের ভিড়ের চাপ এসে পড়ে পার্কে। তাই সাধারণ মানুষ বিনোদনের জন্য নতুন জায়গার দাবি করছেন। ইদের দিনে আনন্দ করতে বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে এসেছিলেন মহম্মদ উমর রেজা। পার্কের গেট থেকেই উপচে পড়া ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই চোখ কপালে ওঠে তাঁর। পার্কের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে চারিদিকে দেখছিলেন তিনি।

পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, 'ইদের দিনে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পার্কে এসেছি। কিন্তু পার্কের ভিড় দেখে আর কিছুই বলার নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।' 'ইসলামপুরে আরও কিছু বিনোদনের জায়গা থাকলে সব ভিড় পার্কে এসে পড়ত না', পরিবার নিয়ে পার্কে এসে বলেন মহম্মদ গিয়াসউদ্দিন। তিনি বলেন, 'বাচ্চাদের একটিও খেলার জিনিসে ওঠাতে পারলাম না। ইসলামপুর পার্কে ১০ বছর আগেও যতটুকু জায়গা ছিল আজও ততটুকুই জায়গা রয়েছে। মানুষ বেড়েছে কিন্তু পার্ক বাড়েনি।'

পার্কের জায়গা বড় করা এবং বিনোদনের জন্য অন্য জায়গার ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন। এই মত আজগর আলির। তিনি বলেন, 'যখন থেকে পার্কে ঢুকেছি তখন থেকে শুধু ঝগড়াই দেখছি। দোলনায় ওঠা নিয়ে ছেলেরা ঝগড়া শুরু করেছে। ইদের দিনে আনন্দ করতে পার্কে এসেছিলাম, সব উলটো হয়ে গেল।'

পার্কের দায়িত্বে থাকা রেঞ্জ অফিসার মানব চক্রবর্তী বলেন, 'ইসলামপুরে বিনোদনের জায়গা বলতে একমাত্র পার্ক। খুশির ইদ বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে সবসময়ই এখানেই মানুষের ভিড় জমে। সেই ভিড় সামলাতে পার্কের কর্মী সহ পুলিশকর্মীদেরও হিমসিম খেতে হয়। কিন্তু আমরা সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করি।' তিনি জানান, পার্কের জায়গা বড় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

পার্কে ঢোকার অপেক্ষায়।

ভুক্তভোগীর কথা

> ইদের দিন বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পার্কে এসেছি। কিন্তু পার্কের ভিড় দেখে আর কিছুই বলার নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।
>
> –মহম্মদ উমর রেজা

> দোলনায় ওঠা নিয়ে ছেলেরা ঝগড়া শুরু করেছে। ইদের দিন আনন্দ করতে পার্কে এসেছিলাম, সব উলটো হয়ে গেল।
>
> –আজগর আলি

ঠাঁই নাই

- ইদের দিন পরিবার পরিজন নিয়ে ইসলামপুর পার্কে আনন্দ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন অনেকেই
- দুপুরের পর থেকে পার্কে শহর ও বাইরের মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়
- পার্ক মোড়ের তিন প্রান্তে ট্রাফিক পুলিশকে নো এন্ট্রি বোর্ড লাগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়
- শহরে বিনোদনের জায়গার অভাবেই যে কোনও উৎসবে মানুষের ভিড়ের চাপ পড়ে পার্কে

কিচেনেই ইদ কাটল পরিযায়ী শাহিদদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দেড়টা। কিচেনে বিরিয়ানির অর্ডারটা আসতেই মহম্মদ শাহিদ ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। পরিবার থেকে ঠিক তখনই ভিডিও কল এসেছিল। ফোনটা খনিকের জন্য তুলে 'ইদ মোবারক' বলার পরেই শাহিদ সংযোগ করলেন, 'অর্ডার এসেছে। পরে ফোন করে কথা বলব।' ফোন কাটার পর তিনি কিছুটা আবেগে ভাসলেন। বললেন, 'ইদের দিনে পরিবার থেকে দূরে থাকতে কার ভালো লাগে?'

পরিবারের কথা বলতেই মহম্মদ মঞ্জুরও আবেগে ভাসলেন। সেবক রোডের একটি নামী মোগলাই–কাবাব রেস্তোরাঁর এই শেফের দুই বছরের শিশু রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার এই বাসিন্দা বলছিলেন, 'আমাদের কাজটাই এমন। কখনও হরিয়ানা, কখনও হায়দরাবাদে থাকতে হয়। রেস্টুরেন্টে আসা খাদ্যরসিকদের জন্য খাওয়ার বানিয়েই এই বিশেষ দিনটায় আনন্দ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি।'

মহম্মদ হাসিম জীবনে প্রথমবার ইদের দিন শিলিগুড়িতে কাটালেন। পানিট্যাঙ্কি মোড়ে কাবাব–মোগলাইয়ের আর একটি নামী রেস্তোরাঁয় কাবাব বানানোর ফাঁকেই তিনি বললেন, 'বাড়িতে বৌ, বাচ্চা, মা রয়েছে। আসলে আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার। তাই পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে আনন্দ করার ভাগ্যটা আমাদের নেই।'

শনিবার ছিল খুশির ইদ। সকালে নমাজের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। দুপুর গড়াতেই শহরের নামীদামি কাবাব–মোগলাইয়ের রেস্তোরাঁগুলোয় ভিড় বাড়ল। তারমধ্যেই আর পাঁচটা দিনের মতনই খাদ্যরসিক শহরবাসীর কাছে কাবাব–মোগলাই, বিরিয়ানির স্বাদ তুলে ধরার কাজে মহম্মদ শামিমরা ব্যস্ত থাকলেন। বাড়ি দূরে থাকায় ভিডিও কলের মধ্যেই পরিবারকে কিছুটা সময়ের জন্য দেখে তাঁরা আবেগেও ভাসলেন।

ইদের এই বিশেষ দিনে কাবাব–মোগলাই, বিরিয়ানির রেস্তোরাঁগুলোর একাংশে স্পেশাল ডিশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেবক রোডের নামী রেস্তোরাঁতে 'সাবে লাচ্চা'–ই ছিল এদিনের স্পেশাল ডিশ। ওই ডিশ তৈরির ফাঁকেই শেফ মহম্মদ ওয়াসিম বলছিলেন, 'সকালে আমরা রেস্তোরাঁর সকলে মিলে নমাজ পড়ে এসেছি। আলাদা করে দিনটা সেলিব্রেট করার কিছু নেই। সারাদিন কাজ। তারপর এখানে নেওয়া ভাড়াবাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম।' মহম্মদ ওয়াসিমের বাড়ি কলকাতার রাজারহাটে। প্রশ্ন করা হল, কলকাতায় তো হালিম বিখ্যাত। এখানে কেন সে ব্যাপারটা নেই। মহম্মদ ওয়াসিম বোঝালেন, 'এখানে হালিম বানানোর মতন কর্মীর অভাব রয়েছে।'

প্রধাননগরের একটি কাবাব–মোগলাই রেস্তোরাঁয় আবার এদিন চিকেন বিরিয়ারির সঙ্গে চিকেন কারি, মটন বিরিয়ানির সঙ্গে মটন কারির বিশেষ কম্বো প্যাক করা হয়েছিল।

রেস্তোরাঁর কর্মী মহম্মদ সামসের সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন সে কাজে। বলছিলেন, 'রেস্তোরাঁ এবারে কর্মীদের বিশেষ বোনাস দেবে। সেটাই বাড়িতে পাঠাব। নিজে কবে বাড়ি যাব ঠিক নেই। স্ত্রীকে বলব মেয়ের জন্য জামা কিনতে। আসলে সকলের খুশি দেখতে গিয়ে নিজের খুশি কিছুটা পেছনে রাখাটাই স্বাভাবিক।' তবে রেস্তোরাঁগুলোও এদিন বাইরে থেকে আসা এই সকল কর্মী, শেফদের জন্য ইদ উপলক্ষ্যে মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল।

সেবক রোডের নামী রেস্তোরাঁর ম্যানেজার বাবলু তামাং বলছিলেন, 'রাতে সকল কর্মীকে নিয়ে আমরা সাবে লাচ্চা খাব। দুপুরে ছিল বিরিয়ানির ব্যবস্থা।'

কর্মীদের নতুন জামাকাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেবক রোডের আর একটি নামী রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সৌভিক দাসের কথায়, 'ইদের দিনেও ওঁরা বাড়ি থেকে দূরে রেস্তোরাঁয় মন দিয়ে কাজ করছেন। তাই আমাদেরও দায়িত্ব ওঁদের মুখে হাসি ফোটানো।' আর এ সবকিছুর মধ্যেই কাজের মাধ্যমে দিনটা কাটালেন মহম্মদ ওয়াসিমরা। দু'চোখে স্বপ্ন থাকল, পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর।

B.S. DIAGNOSTIC CENTRE
OUR SERVICES
• PATHOLOGY (ROUTINE & ALL SPECIAL INVESTIGATIONS)
• CANCER MARKER STUDY
Pakurtala More, Siliguri
M:9733305672 / 9733305372

গাছ লাগাতে উদ্যোগী তরুণ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : দুপুর তখন দেড়টা। প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডের ডিভাইডারে গাছের চারা রোপণ করছিলেন এক যুবক। ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে উপলক্ষ্যে তাঁদের এই কর্মসূচি। এদিন নিবেদিতা রোড়ের ডিভাইডার বরাবর নিম, আমলকী গাছের চারা লাগালেন এপিসি কলেজের ছাত্র প্রিয়াংশু দেবনাথ। শনিবার প্রিয়াংশু ও তাঁর ভাই স্কুলছাত্র শ্রেয়ানের গাছ লাগানোর চেষ্টা দেখে থমকে পড়েন অনেকেই।

এপিসি কলেজের তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রের কথায় বোঝা গেল গাছের প্রতি তাঁর ভালোবাসা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'টিউশন করে যে অর্থ পাই তাতেই হাতখরচ চলে যায়। সেই টাকা দিয়েই গাছ কিনেছি। আজ ১০–১৫টি গাছ লাগাচ্ছি। ভাইও সঙ্গে সাহায্য করছে।' এর আগেও এই ডিভাইডারে সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে একাধিকবার গাছ লাগানো হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে গাছগুলিকে বাঁচানো যায়নি, বিষয়টিকে স্বীকার করছেন প্রিয়াংশু। তাঁর কথায়, 'স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেছেন প্রতিদিন জল দেবেন। আমিও চেষ্টা করব গাছগুলির পরিচর্চা করার।' প্রিয়াংশুর এই কাজের মধ্যেই প্রশংসা ভেসে আসল আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের তরফে। অনিরুদ্ধ সাহার কথায়, 'এই তরুণের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়।'

20% Discount M.K. PHARMACY 20% Discount
Medicine Shop
Special offers:- Purchase Medicine Worth Rs 2000/- and Get a AccuSure Life GLUCOMETER Free
Jatin Das Sarani, Ashrampara (Near-Amtala club), Siliguri
Call:6295033577,9434194829

নিঃশর্ত যত্ন ও সেরা পরিসেবা
নির্ভরযোগ্য চিকিৎসায় আরেক নাম
MANOKAMNA HOSPITAL
DIABETES & MULTI-SPECIALITY CENTRE
আমাদের পরিসেবা
আধুনিক অপারেশন থিয়েটার
নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট
ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট
অত্যাধুনিক প্যাথলজি
২৪x৭ জরুরি বিভাগ
বিশেষ ট্রমা কেয়ার ইউনিট
For appointment call: 94340 86153, 94340 86154
www.manokamnahospital.in
Enquiry - 0353 254 5382, 0353 254 5383
Address: Iskcon Mandir Road, Sevoke Road, Siliguri

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস

সন্ধ্যার পর বসে মদের আসর

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : সন্ধ্যার পর প্রতিদিন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসটি মদ্যপদের ঠেক হয়ে উঠছে। রাত পর্যন্ত সেখানে মদের ফোয়ারা চলে। শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড়ে রাজগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসটি রয়েছে। অফিসের কর্মী–আধিকারিকদের অধিকাংশই নেশার আসর বসার বিষয়টি ভালো করে জানেন। কিন্তু এই বিষয়ে শাসকদলের নেতা–কর্মীদের যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকায় কেউ প্রতিবাদ জানানোর সাহস পান না। প্রকাশ্যে সোচ্চার না হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন। গোটা বিষয়টি জানা নেই বলে স্থানীয় কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডলের দাবি।

কাউন্সিলার কিছু জানেন না বলে দাবি করলেও যে কোনও সময় ওই অফিসের সামনে গেলেই গোটা পরিস্থিতি পরিষ্কার হবে। রাতে নেশার পর মাঝেমধ্যে মদের খালি বোতল মদ্যপরা অফিসের ভেতর ফেলে চলে যায়। অফিস খোলার সময় কর্মীরা সেই বোতল বেশ কয়েকদিন সরাতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকাশ্যে না বললেও তাঁরা এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মন অবশ্য বলেন, 'অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে কী হয় জানা নেই। নেশার আসর বসার অভিযোগ পাইনি। তবে অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'

বিকালে ছুটির পর কর্মীরা চলে যাওয়ার সময় অফিসের কোলাপসিবল গেটটি বন্ধ করেন। কিন্তু অফিসটির বাইরের গেটটি কোনওদিন তালাবন্ধ করা হয় না বলে অভিযোগ। কী কারণে এটি খোলা রাখা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগ, এই সুযোগে স্থানীয় জনাকয়েক ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অফিসে ঢুকে পড়ে। অফিস চত্বরে বিনা বাধায় রাত পর্যন্ত নেশার আসর চলে। রাতে এলাকায় গেলে অফিসের মূল গেটটি খোলা দেখা যায়। রাতে বেশ কয়েকটি গাড়ির পাশাপাশি সাদা রংয়ের বড় একটি চার চাকার গাড়িও দেখা যায়। অফিসের গেটের পাশেই একটি চপের দোকান চলে। সেই দোকান থেকে অফিসের ভিতর একের পর এক জলের বোতল নিয়ে যাওয়া হয়। অফিসটির পাশে একটি সরু গলি রয়েছে। গলির মুখে ঢুকে একটু এগোতেই অফিস চত্বরে গাছের নীচে বসে দিব্যি মদের আসর চলার দৃশ্য দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত বাড়ার সঙ্গে নেশার আসর বাড়তে থাকে। এই আসরে যোগদানকারী স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশির ভাগই ৪০ বছরের বেশি বয়সি। মদ্যপ অবস্থায় তারা হামেশাই চিৎকার চ্যাঁচামেচি, গালিগালাজ করে। মারামারির ঘটনা ঘটে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় স্থানীয় দুজনের বাড়িতে এই মদ্যপদের কয়েকজন হামলা চালিয়েছিল। যাদের বাড়িতে হামলা হয়, তারা ভয়ে বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে পারেনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি গোটা বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় অভিযোগ যায়। পুলিশ টহল দেওয়ায় একদিন নেশার আসর বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপরও আবার সেই আসর শুরু হয়। পুলিশের এক আধিকারিক অবশ্য বলেন, 'রাতে ওই এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চলে।'

রাতে এই অফিসে গেট খোলা থাকে। এই অফিসেই মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছে।

> অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে কী হয় জানা নেই। নেশার আসর বসার অভিযোগ পাইনি। তবে অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।
>
> –শুভ্রজ্যোতি বর্মন
> *অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক*

এক বছরেই ফের ভোগান্তি ভানুনগরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : এক বছর আগে রাস্তার সংস্কার হয়েছিল। তবে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রাস্তা আবার আগের হালেই ফিরতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের আপার ভানুনগর রোডে নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলে বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছেন। এই রাস্তা ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক গুদাম গজিয়ে ওঠার অভিযোগও রয়েছে। সেই গুদামগুলিকে কেন্দ্র করে এলাকার রাস্তাগুলি দিয়ে বড় গাড়ি চলাচল করছে। যার ফলে এক বছরের মধ্যেই এলাকার রাস্তাগুলি ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকার কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো বলেন, 'এলাকার অবৈধ গুদামগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ করা হবে। পাশাপাশি, রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।'

সেবক রোডের সঙ্গে সংযোগকারী এই রাস্তাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভানুনগর সহ এই রাস্তা ধরে জাতীয় সড়কে ওঠার ক্ষেত্রে সুবিধে থাকায় সবসময় সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলে। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটির বেহাল পরিস্থিতি সবার সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাটির বেহাল অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষের বহুদিনের দাবি মেনে পুরনিগমের তরফে এক বছর আগে রাস্তাটির সংস্কার করা হয়। যদিও শনিবার এলাকায় যেতেই সেটির বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। রাস্তার একাংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই এক বছর আগেই রাস্তাটির সংস্কার হয়।

বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতেই স্থানীয় বাসিন্দা অসীম সরকার একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। তিনি বললেন, 'রাস্তা সংস্কারের ছয় মাস যেতে না যেতেই তো গর্ত তৈরি হতে শুরু করল। এখন তো বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে।' তাহলে কি নিম্নমানের কাজের জেরেই এই পরিস্থিতি? প্রশ্ন তাঁর। গত কয়েক বছরে গজিয়ে ওঠা গুদামগুলির দিকে এলাকার আর এক বাসিন্দা প্রদীপ রায় আঙুল তুলছেন। তিনি বলছিলেন, 'এলাকার বেশ কিছু বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্টের নীচে পার্কিংয়ের জায়গা গুদাম হিসেবে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে এলাকায় সবসময় বড় বড় ট্রাকের যাতায়াত চলছে।'

আপার ভানুনগর, ভানুনগর এলাকায় একাধিকবার অবৈধভাবে গুদাম চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে রাস্তাটিও আবার আগের বেহাল অবস্থায় ফিরতে শুরু করায় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীদের পাশাপাশি স্থানীয়দের ক্ষোভ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী প্রকাশ মাহাতোর কথায়, 'রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে যা পরিস্থিতি তাতে বর্ষার মরশুমের আগে গর্তগুলো ভরাট না করা গেলে পুরো রাস্তাটাই খারাপ হয়ে যাবে।' স্থানীয় বাসিন্দা আশিস সাহার কথায়, 'প্রশাসনের উচিত অবৈধ গোডাউনগুলিকে চিহ্নিত করা। তার পাশপাশি রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা।'

বিজ্ঞানকেন্দ্রে ধরিত্রী দিবস

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : চারাগাছ লাগিয়ে শনিবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে ধরিত্রী দিবস পালন করা হয়। পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছ লাগানো কতটা প্রয়োজনীয় তা সবাই জানে। শনিবার ধরিত্রী দিবসে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে সবুজ সৃজনে জোর দেওয়া হয়। এদিন শিলিগুড়ি কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়। পাশাপাশি, ইদকে কেন্দ্র করে এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে প্রচুর ভিড় হয়। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বললেন, 'ইদকে কেন্দ্র করে এদিন প্রায় পাঁচ হাজার দর্শক বিজ্ঞান কেন্দ্রে এসেছিলেন।'

ধরিত্রী দিবসকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে কুইজের আয়োজনও করা হয়েছিল। কীভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, সে বিষয়ে একটি ফিল্ম শোর ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশকে বাঁচানো না হলে আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব বলে বার্তা দেওয়া হয়। বেশি করে চারাগাছ রোপণ, গাছ কাটা বন্ধ করা, জলের অপচয় না করার মতো অনেক কিছুরই বার্তা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'যেভাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সেজন্য এখন থেকেই কীভাবে সতর্ক হতে হবে তা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ছবির মাধ্যমে পুরো বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়।' ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষও এদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে নানা কর্মসূচিতে শামিল হয়। এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে ঘুরতে আসা রেশমি চৌধুরীরা এনিয়ে তাঁদের খুশির বিষয়টি জানান।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে আজ ধোনিপুজো

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ইডেন গার্ডেন্সজুড়ে।

ঝড়ের আগের পূর্বাভাস যেন। দেখে বোঝা মুশকিল নন্দনকানন আগামীকাল মুখিয়ে ধোনিপুজোয়।

আসলে যার জন্য অধীর প্রতীক্ষা, সেই মহেন্দ্র সিং ধোনি এদিন ইডেনমুখো হবেন না। খবরটা রটে গিয়েছিল আগেই।

শুক্রবার চিপকে রাতের ম্যাচ খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। এদিন রাতের দিকে কলকাতায় পা। বিমানবন্দর থেকে সোজা টিম হোটেল। বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল সরাসরি ইডেন-টক্কর।

ভক্তদের ঢল ইডেনের বদলে বিমানবন্দরেই বেশি। কলকাতায় সম্ভাব্য শেষ মাহি-ম্যাচ। গত কয়েকদিন ধরেই পারদ চড়ছে ধোনিপক্ষ ঘিরে। ইডেনে বসে শেষবারের মতো মাহি-ম্যানিয়ায় ডুব দেওয়ার আকুতি সর্বত্র। টিকিট নিঃশেষিত। এদিনও ইডেনের ইতিউতি 'দাদা আর একটা টিকিট হবে নাকি' আর্তি।

আবেগ আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-বধের পর মাহির ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য। জয়ের পর এমএস জানিয়েছেন, কেরিয়ারের শেষ পর্বে পৌঁছে গিয়েছেন। বাকি ম্যাচগুলি উপভোগ করতে চান। এমএসের যে বক্তব্য নিয়ে গতকাল থেকেই জোর জল্পনা। এবারই শেষ। বার্তাটা যেন আরও পরিষ্কার করে কী দিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেনকুল?

নির্ঘণ্ট মেনে শাহরুখ খানের নাইটরা এদিন পুরোদমে অনুশীলনে। আন্দ্রে রাসেল ছাড়া পুরো দল নিয়ে বিকেল থেকে গোটা ইডেনজুড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দাপাদাপি। সুনীল নারায়ণকে দেখা গেল বাঁদিকের নেটে একাকী টানা বোলিং করে গেলেন। গত ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার তাগিদ। ডানদিকে পাশাপাশি জোড়া নেটে বাকিরা। ফাঁকা নেই মাঠের মাঝখানের নেট।

নজর বাইশ গজেও। কয়েক দফায় চলল পিচ পর্যবেক্ষণ। হালকা সবুজে আভা। গত দুই ইডেন-ম্যাচের দিকে চোখ রাখলে ব্যাটিং আদর্শ পিচ। চার ইনিংসের মধ্যে তিনটিই দুইশো প্লাস স্কোর। তবে গত সপ্তাহখানেক তাপপ্রবাহ স্পিনারদের কিছুটা সাহায্য করতে পারে। পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায় যদিও টার্নিং-পিচের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন।

পিচের হালহকিকত কী দাঁড়াবে, তার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। স্পিন-পেসের হিসেব কষতে বসলে স্পিন বিভাগে চেন্নাই কয়েক কদম গিয়ে নাইটদের থেকে। মইন আলি, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে শ্রীলঙ্কান মহেশ থিকসানা-চিপকের স্পিন-সহায়ক পিচে কার্যত অপ্রতিরোধ্য। অপরদিকে তুষার দেশপান্ডে, মাথিশা পাথিরানা, শিবম দুবেদের নিয়ে গড়া তরুণ পেস ব্রিগেডও ধোনির স্পর্শে টগবগিয়ে ছুটছে। কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বোলিং কোচ ডোয়েন ব্রাভোও।

সবমিলিয়ে নড়বড়ে নাইট ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত। হায়দরাবাদ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস-টানা হারের হ্যাটট্রিকে নামতে নামতে আটে কেকেআর (৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট)। তৃতীয় স্থানে থাকা চেন্নাইয়ের (৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট) বিজয়রথ থামিয়ে জয়ের ট্র্যাকে ফেরার চ্যালেঞ্জ বাজিগরের দলের। 'করব, লড়ব, জিতব রে' মন্ত্রটা ক্রমশ বিবর্ণ। টিকে থাকার ম্যাচ। চিন্তার হাজার জায়গা।

জেসন রয় গত ম্যাচে ওপেনিং সমস্যা মেটানোর প্রত্যাশা জুগিয়েছেন। কিন্তু টপ অর্ডারের হারাকিরি তাতে মেটা মুশকিল। লিটন দাস ব্যর্থ ব্যাটিং-উইকেটকিপিং, দ্বৈত ভূমিকাতেই। সেঞ্চুরির আত্মবিশ্বাসটা উধাও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ব্যাটে। রিঙ্কু সিংকে পাঁচ ছক্কার মধ্যে আটকে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন স্বয়ং সুনীল গাভাসকার। পরিষ্কার করে বললে পুরো ব্যাটিংজুড়েই অনিশ্চয়তার ছবি। বোলিংয়ের হালও তথৈবচ।

ব্যাটিং হোক বা বোলিং, শুরুটা একদম ঠিকঠাক যাচ্ছে না, স্বীকার করে নিচ্ছেন বোলিং কোচ ভরত অরুণও। টানা হারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে দুই জায়গায় দ্রুত উন্নতির ওপর জোর দিচ্ছেন। গুরুত্ব দিচ্ছেন মাহির মগজাস্ত্রকেও। তবে ছন্দবদ্ধ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নাইটদের সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুত দাবি করলেন ভরত। জানান, সিএসকের বিরুদ্ধে নাইটদের পারফরমেন্স ভালো। আগামীকালও তার প্রতিফলন ঘটবে।

বাস্তব যদিও ঠিক উলটো। ২৯ ম্যাচে ১৮টিতে জিতেছে চেন্নাই। নাইটদের জয় দশটিতে। একটা ম্যাচে ফলাফল হয়নি। ইডেন-টক্করেও হলুদ ব্রিগেডের পক্ষে স্কোরলাইন ৫-৪। আসলে টানা হারের ধাক্কা যে নাইটদের ভারসাম্যটাই বিগড়ে দিয়েছে তা পরিষ্কার। এহেন পরিস্থিতিতে কাল চেন্নাই-হার্ডল পেরোনো। লক্ষ্যপূরণে শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদব, রাসেল, নারায়ণদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

রবিবাসরীয় ইডেনে ধোনিপুজোর মাঝে আবহাওয়াতে আশঙ্কার মেঘ। বৃষ্টির পূর্বাভাস। দুপুরের পর রাতের দিকে নাকি বৃষ্টিতে ভিজবে কল্লোলিনী কলকাতা। বৃষ্টির ভ্রূকুটিতে মাহি-বরণের উৎসাহে জল পড়বে না, তা নিশ্চিত। যেমন নিশ্চিত ইডেন-গ্যালারির রং হলুদ হয়ে ওঠা।

কলকাতায় পৌঁছে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁকে আটকানোর পথ খুঁজছেন সুনীল নারায়ণ। শনিবার। ছবি : ইনস্টাগ্রাম ও ডি মণ্ডল।

পরিসংখ্যান

ইডেনে ৫৮ উইকেট নিয়েছেন সুনীল নারায়ণ। কোনও একটি মাঠে যা যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বাধিক (অমিত মিশ্র, ৫৮, অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, নয়াদিল্লি)। শীর্ষে লাসিথ মালিঙ্গা (৬৮, ওয়াংখেড়ে)।

শেষ চার সাক্ষাৎকারে তিনবার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আউট করেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

২০১৮ থেকে ইডেনে অনুষ্ঠিত ২০টি ম্যাচে টসে জিতে প্রতিটিতেই প্রথমে বোলিং নিয়েছে।

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নাইটদের পক্ষে সর্বাধিক ২১ উইকেট নিয়েছেন সুনীল নারায়ণ।

মুখোমুখি (ম্যাচ ২৯)

চেন্নাই ১৮ | কেকেআর ১০

নো রেজাল্ট ১

দ্বিপাক্ষিক ডুয়েল

সর্বোচ্চ স্কোর

চেন্নাই-২২০ কেকেআর-২০২

শেষ ম্যাচে

৬ উইকেটে জয়ী কেকেআর

মোবাইলে মগ্ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী, টিম সাউদি, লকি ফার্গুসনরা।

অনুশীলনে চোট গুরবাজের

পাওয়ার প্লে ব্যাটিংয়ে উন্নতির ডাক নাইটদের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : উৎসবের দিন। সবাই ভালোবাসা ছড়াও। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

খুশির ইদের সকালে শাহরুখ খানের টুইট। তাঁর ভালোবাসা ছড়ানোর বার্তা কলকাতা নাইট রাইডার্স সংসারেও! বিকেল পাঁচটার কিছু পরে ইডেন গার্ডেন্সের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে নাইটদের টিম বাস থামতেই কেকেআর, কেকেআর ধ্বনি। সমর্থকদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে সাজঘরের অন্দরে ঢুকে গেলেন নীতীশ রানারা। সবাইকে চমকে দিয়ে ইদ মুবারক বলে চওড়া হাসি নিয়ে টিম বাস থেকে নামলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ। কিছু পরে ইডেনে অনুশীলন শুরুর আগে ওয়ার্মআপ করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়লেন। আর তারপরই কেকেআরের নেটের ধারে অধিনায়ক নীতীশের সঙ্গে আলোচনায় ডুবে গেলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। হারের হ্যাটট্রিকের পর আগামীকাল সন্ধ্যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে চেন্নাই এক্সপ্রেসের দৌড় থামানোর বৈঠক কেকেআরকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে নাইট সংসার পুরো ঘেঁটে ঘ।

পাওয়ার প্লে-তে দলের ব্যাটাররা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। পাশাপাশি ডেথ বোলিংও নিয়ম করে ডোবাচ্ছে নাইটদের। এমন পরিস্থিতির বদল কি আদৌ সম্ভব? বৃষ্টির ভ্রূকুটিতে ভরপুর রবি সন্ধ্যার ইডেনে হয়তো এই প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের বোলিং কোচ ভরত অরুণ স্বীকার করেছেন, দলের ব্যর্থতার কারণ তাঁরা খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু রোগের দাওয়াই নিয়েই রয়েছে ধন্দ। নাইটদের বোলিং কোচের কথায়, 'পাওয়ার প্লে-র ব্যাটিং ও পাওয়ার প্লে-র বোলিং বারবার ডুবিয়ে দিচ্ছে আমাদের। এই দুই জায়গায় উন্নতি করতে পারলে আমার মনে হয় সমস্যা মিটবে। প্রায় সব ইনিংসেই আমরা ২০০ রান করছি। কিন্তু ইনিংসের শুরুটা ভালো হচ্ছে না। আবার ডেথ বোলিং নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। জয়ের পথে ফিরতে হলে এই দুটি দিকে আমাদের উন্নতি করতেই হবে।' নাইটদের ওপেনিং জুটি নিয়েও রয়েছে সমস্যা। শেষ ম্যাচে জেসন রয়, লিটন দাসের জুটি ব্যর্থ হয়েছে। আগামীকাল কি নতুন কোনও জুটি দেখা যেতে পারে? এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দিতে পারেননি কেকেআরের বোলিং কোচ। বরং সংবাদমাধ্যমকে চমকে দিয়ে নাইটদের বোলিং কোচ ভরত জানিয়েছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের বিরুদ্ধে নাইটদের সাফল্যের পরিসংখ্যান নজরকাড়া। সেই পরিসংখ্যানই তাতাচ্ছে নীতীশদের। যদিও বাস্তব ছবি ভিন্ন। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে মোট ২৭ ম্যাচ খেলে কলকাতার জয় মাত্র ৯। কিন্তু তারপরও ভরত বলছেন, 'চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের পরিসংখ্যান বেশ ভালো। অতীতের ছন্দ ধরে রাখতে চাই আমরা।' চান্দু স্যারের সহকারী ভরত দলের পাওয়ার প্লে-র ব্যাটিং, বোলিংয়ের সমস্যার কথা তুলে ধরলেও তার বাইরেও রয়েছে সমস্যার পাহাড়। আন্দ্রে রাসেল একেবারেই ছন্দে নেই। দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের ব্যাটিং বিপর্যয় নিশ্চিতভাবেই নাইটদের জন্য বিরাট দুশ্চিন্তার। তাছাড়া আগামীকাল ইডেনে ধোনির মগজাস্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে নীতীশদের। সঙ্গে থাকবে ঘরের মাঠে ভরা গ্যালারিতে মাহি মাহি গর্জনও। ধোনি ধমাকার চাপের পাশে হাজারো প্রতিবন্ধকতা পার করে রবি সন্ধ্যার ইডেনে নাইট উদয়ের পথটা মসৃণ হবে না কেকেআরের।

আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম **রাজস্থান রয়্যালস**

স্থান : বেঙ্গালুরু

খেলা শুরু : বিকেল ৩.৩০

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম **চেন্নাই সুপার কিংস**

স্থান : কলকাতা

খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

মিডল অর্ডার সমস্যা কাটানোর চ্যালেঞ্জ ব্যাঙ্গালোর-রাজস্থানের

'রয়্যাল' যুদ্ধে নজরে চাহাল

বেঙ্গালুরু, ২২ এপ্রিল : আট বছরের সম্পর্ক ভেঙেছে গতবার। ২০২২ সালের মেগা নিলামের আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে দিয়েছিল যুযবেন্দ্র চাহালকে। গতবারের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট শিকারি হয়ে চাহাল যেন নিশ্চুপেই একপ্রকার বদলা নিয়ে ফেলেছেন। রাত পেরোলেই আরসিবি ও রাজস্থানের 'রয়্যাল' যুদ্ধ। যেখানে নজরে সেই চাহাল।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে বাড়ির ড্রয়িংরুমের চেয়েও চাহাল ভালো করে চেনেন। আরসিবি-র জার্সিতে ২০১৪-'২১ পর্যন্ত ৫১ উইকেট নিয়েছেন এই ভারতীয় লেগস্পিনার। তিন বছর পর প্রিয় মৃগয়াক্ষেত্রে ফিরছেন চাহাল। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরের জার্সিতে নয়। আর চাহালকে ধরেই রাজস্থান শিবির আরসিবি বধের ছক কষছে।

৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে চলতি আইপিএলে শীর্ষে রয়েছে রাজস্থান। কিন্তু গত ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে হার তাদের নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা দিয়েছে। ১৫৫-র সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আবেশ খান, নবীন-উল-হকদের সামনে ১০ রান আগে থেমে গিয়েছিল রাজস্থানের ইনিংস। অথচ জস বাটলার ও যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিং জুটিতে ৮৮ রান তুলে ফেলার পর একবারও মনে হয়নি গোলাপি ব্রিগেড ম্যাচটা হারতে পারে। সেদিনের হার রাজস্থানের মিডল অর্ডার সমস্যাকে সামনে এনে দিয়েছে। দলে ব্যাটিং গভীরতা থাকলেও মিডল অর্ডারে দেবদত্ত পাড়িক্কাল, রিয়ান পরাগরা ক্লিক করছেন না। গত ম্যাচে ক্যারিবিয়ান বিগহিটার শিমরন হেটমেয়ারও ফিনিশারের ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ফলে রাজস্থান ব্যাটিংয়ের সব চাপ গিয়ে পড়ছে দুই ওপেনার ও অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের উপর। আগামীকাল রাজস্থান ব্যাটিংয়ের ফাঁকফোকরের সুযোগ মহম্মদ সিরাজ, হর্ষল প্যাটেল, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

বোলিংয়ে রাজস্থানের সাফল্য অনেকটাই স্পিনারদের উপর নির্ভর করবে। যেখানে চাহালের সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন আরেক ভারতীয় তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বীন। এই স্পিনজুটি মাঝের ওভারগুলিতে আরসিবি-র ইনিংসকে বেঁধে রাখতে পারলে সঞ্জুর চিন্তা অনেকটাই কমবে। বিশেষ করে চাহালের একটা দুরন্ত স্পেল ম্যাচের রং যে কোনও সময় বদলে দিতে পারে। তবে পেসারদ্বয় ট্রেন্ট বোল্ট ও সন্দীপ শর্মার ওপেনিং স্পেল রাজস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় এসে সন্দীপ গত কয়েকটি ম্যাচে রাজস্থানের পেস ব্রিগেডকে নির্ভরতা দিয়েছেন। তিনি আগামীকাল নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ব্যাঙ্গালোরের চাপ বাড়বে।

হাফ ডজন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পাঁচ নম্বরে থাকা ব্যাঙ্গালোর শিবিরের সমস্যা অনেকটা রাজস্থানের মতোই। গত ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসকে ২৪ রানে হারালেও ব্যাঙ্গালোরের ব্যাটিং অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি, বিরাট কোহলি ও অজি বিগহিটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল। আগামীকাল যে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ থাকবে ব্যাঙ্গালোরের। তবে ডুপ্লেসি-বিরাট-ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে গঠিত আরসিবি-র টপ অর্ডার বনাম রাজস্থানের বোলিং আগামীকাল আলাদা আকর্ষণ হতে চলেছে। চলতি আসরে ডুপ্লেসি-বিরাটের ওপেনিং জুটি দুইটি শতরানের পার্টনারশিপ গড়েছে। তৃতীয়টা আগামীকাল ঘরের মাঠে এলে চিন্নাস্বামীর দর্শকদের মুখে হাসি ফুটবে। চলতি আইপিএলে চারটি অর্ধশতরান করে ভালো ফর্মে রয়েছেন বিরাট ও ফাফ। কিন্তু আগামীকাল মাঝের ওভারে চাহালের চ্যালেঞ্জ তারা কীভাবে সামলান সেদিকে চোখ থাকবে।

গত ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়ার পর আরসিবি বোলিংয়ের অঘোষিত নেতা এখন হায়দরাবাদি পেসার সিরাজ। কিন্তু উলটোদিক থেকে তিনি সেভাবে সাহায্য পাচ্ছেন না। অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার জোশ হ্যাজেলউডকে সম্ভবত আগামীকালও পাবে না আরসিবি। ফলে ওয়েন পার্নেল, হর্ষল, ওয়ানিন্দুরা জ্বলে না উঠলে ব্যাঙ্গালোরের সমস্যা বাড়বে।

সবমিলিয়ে আগামীকাল কোন 'রয়্যাল' বাজিমাত করে তার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

পরিসংখ্যান

এবারের আইপিএলে চারটি সর্বাধিক পার্টনারশিপে যুক্ত রয়েছেন ফাফ ডুপ্লেসি (দুইবার বিরাট কোহলি ও দুইবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে)।

আইপিএলে বিরাটকে সর্বাধিক সাতবার আউট করেছেন সন্দীপ শর্মা।

টি২০ ক্রিকেটে হাসারাঙ্গার বিরুদ্ধে ৩৪ বল খেলে ছয়বার আউট হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

আইপিএলে প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির ডেরাতেই এবার পরীক্ষায় বসবেন যুযবেন্দ্র চাহাল। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

কেরিয়ারের 'শেষ পর্ব' উপভোগ করতে কলকাতায় মাহি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : শুভজিৎ সাহা। বয়স ২৭। বাড়ি মালদা। বেশ কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। সিএবি-র দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব বিজয় স্পোর্টসের হয়ে খেলেন।

ক্রিকেট ছাড়া জীবনে তাঁর জীবনের প্যাশন দুইটি। এক, মহেন্দ্র সিং ধোনি। দুই, ছবি আঁকা!

আজ বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে পৌঁছানোর আগে মূল প্রবেশদ্বারের ঠিক বাঁদিকে চার নম্বর গেটের সামনে স্ট্যান্ড বসিয়ে ক্লাসি আর্ট গ্যালারি খুলে ফেলেছিলেন শুভজিৎ। আঁকছিলেন তাঁর 'ঈশ্বর' মাহির ছবি। তাঁর স্কিল দেখে তখন ভিড় জমে গিয়েছে। পাশে নীতীশ রানা, রিঙ্কু সিংদের ছবি থাকলেও সেদিকে কারোর তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ, সবার নজরে তখন মাহি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তখনও কলকাতায় নামেননি। রাতের ইডেনে আজ চেন্নাই সুপার কিংস ছিল না। সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে গেলেও ইডেনে আসেননি মাহিও। কিন্তু না থেকেও সর্বত্রই তিনি।

কারণ, বড় অঘটন না হলে ক্রিকেটার হিসেবে আগামীকাল শেষবার ইডেনে নামতে চলেছেন দেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক। তাই ধোনি-দর্শনের টিকিট নিয়ে হাহাকার, উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যা সামাল দিতে না পেরে সিএবি-র শীর্ষকর্তারা তাঁদের মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছেন। সন্ধ্যার সিএবি-তে বেশিরভাগ কর্তাকে দেখা যায়নি অন্যান্যদিনের মতো। গতরাতে ঘরের মাঠ চিপকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে উড়িয়ে দিয়েছেন ধোনিরা। তারপর স্বাভাবিকভাবেই মাহিকে নিয়ে উন্মাদনা উত্তুঙ্গ পর্যায়ে চলে গিয়েছে। কলকাতা ময়দানের বিখ্যাত বটতলা চত্বরে কালোবাজারিদের হাতেও টিকিট শেষ। সন্ধ্যার দিকে ইডেনের সামনে আচমকা দেখা হয়ে গেল এক ধোনিপ্রেমীর সঙ্গে। রবিবারের ম্যাচের একটা টিকিটের সন্ধানে বারাসাত থেকে এসেছেন। কিন্তু কোথায় টিকিট?

তিনি যখনই মাঠে নামছেন, গ্যালারি থেকে ধ্বনি উঠছে তাঁর নামে। ক্যামেরায় তাঁর মুখ দেখা গেলেই সমর্থকদের হৃদয়ে হিল্লোল উঠছে। ৬ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ৫৯। বল খেলেছেন ২৮টি। স্ট্রাইকরেট ২১০.৭১। কেরিয়ারের পড়ন্ত বেলায় ধোনি এখন নস্টালজিয়া। মাঠে তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট উন্মাদনাকে গণহিস্টিরিয়ার পর্যায়ে নিয়ে যেতে। মাহি নিজেও বুঝতে পারছেন হয়তো এই আইপিএলের পরই তিনি ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাবেন। তাই গতরাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারানোর পর মাহি বলেছেন, 'কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আর যতদিন খেলব, শুধু ক্রিকেটটা উপভোগ করব। সমর্থকদের ভালোবাসা বরাবরই উপভোগ করে এসেছি। আগামীদিনেও এভাবেই উপভোগ করতে চাই ক্রিকেটটা।'

ক্যাপ্টেন কুলের প্রতিটা শব্দের মধ্যে রয়েছে আবেগ। সঙ্গে বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ করার ভাবনাও। হয়তো আচমকাই তিনি তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেবেন। হয়তো বেছে নেবেন সোশ্যাল দুনিয়ার নিরাপদ আশ্রয়। ঠিক যেভাবে ২০২০ সালের স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় 'মে পল দো পল কা শায়র হুঁ' বলে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার আগে ক্রিকেটের নন্দনকাননে আগামীকাল 'হলুদ পাখি' হয়ে মাহি মার রাহা হ্যায় ধ্বনি তুলতে তৈরি কলকাতা।

আপনিও আসছেন তো?

> **কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আর যতদিন খেলব, শুধু ক্রিকেটটা উপভোগ করব। সমর্থকদের ভালোবাসা বরাবরই উপভোগ করে এসেছি। আগামীদিনেও এভাবেই উপভোগ করতে চাই ক্রিকেটটা। -মহেন্দ্র সিং ধোনি**

ইডেন গার্ডেন্সের সামনে মহেন্দ্র সিং ধোনির ছবি আঁকছেন মালদার শুভজিৎ সাহা। ছবি : প্রতিবেদক

পোডিয়ামে জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম ও ওজাশ প্রবীণ দেওতালে।

বিশ্বকাপে সোনা জয় জ্যোতি-ওজাশ জুটির

আন্তালিয়া, ২২ এপ্রিল : তিরন্দাজি বিশ্বকাপে কম্পাউন্ডের মিক্সড বিভাগে সোনা জিতল ভারত। ফাইনালে জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম-ওজাশ প্রবীণ দেওতালে ১৫৯-১৫৪ পয়েন্টে চিনা তাইপের চেন ই-সুয়ান ও চেন চিন-লুনকে হারিয়েছেন। আনন্দ দ্বিগুণ হত যদি চ্যাম্পিয়ন জুটি ১৬০-এ ১৬০ স্কোর করতে পারত। টানা ১৪টি তির অব্যর্থ নিশানায় মারার পর শেষটায় ফসকান দেওতালে। একইসঙ্গে ফসকায় বিশ্বরেকর্ড। এমন সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় ওজাশ বলেছেন, 'আমরা বিশ্বরেকর্ড নিয়ে ভাবিনি। আমি ভালোই ফর্মে ছিলাম। কিছু গণ্ডগোল করায় শেষ তিরটা ৯-এ মেরে ফেলি।' এই প্রতিযোগিতাতেই ২০১৮ সালে বিশ্বরেকর্ডটি গড়েন দক্ষিণ কোরিয়ার সো চিওয়ান-কিম জং হো। কম্পাউন্ডের মিক্সড বিভাগে এটি ভারতের দ্বিতীয় সোনা। জ্যোতি এদিন দ্বিতীয় সোনাটিই জিতেছেন সিঙ্গলস ইভেন্ট থেকে। ফাইনালে তিনি ১৪৯-১৪৬ ব্যবধানে কলম্বিয়ার সারা লোপেজকে হারিয়ে দেন।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
২৩শে এপ্রিল, ২০২৩
গয়নার মজুরিতে ৫0% অবধি ছাড়!*
গ্রহরত্নে ১0% অবধি ছাড়!**
পুরোনো গয়না বদলে নতুন হলমার্ক যুক্ত গয়না কিনুন
গোল্ড কালেকশন
অফার কেবলমাত্র আজ, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই প্রযোজ্য
প্রতিটি কেনাকাটার ওপর Lucky Draw-এর মাধ্যমে জিতে নিন অক্ষয়ডালা।
শীঘ্রই খুলছে কাঁথিতে
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹3,500 per credit card account.
Validity: 01 Apr - 23 Apr 2023. T&C Apply.
নতুন শোরুমঃ আসানসোল - রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়া, এক্সিট গেটের পাশে, ফোন: ৮১৫৯০ ৪১৪২০
আরামবাগ - ওয়ার্ড নম্বর: ১৯, লিংক রোড, গৌরহাটি মোড়, আরামবাগ, হুগলি - ৭১২৬০১, ফোন: ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ হাওড়া স্টেশন - ৯৮৩০১ ২৪৯৯৮ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই।
Gifty
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
Google Play
App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন
QR কোড টি স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ
anjalijewellerskolkata
anjalijewellersindia
anjalijewellers@anjalijewellers
আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0423

ডেথ ওভারে মন্থর ব্যাটিংয়ে ডুবল লখনউ

গুজরাট টাইটান্স–১৩৫/৬
লখনউ সুপার জায়েন্টস–১২৮/৭

লখনউ, ২২ এপ্রিল : লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে অলউইন রেকর্ড ধরে রাখল গুজরাট টাইটান্স। ডেথ ওভারে অদ্ভুত মন্থর ব্যাটিংয়ে নিশ্চিত জেতা ম্যাচ মুঠোর ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় লোকেশ রাহুলদের। শেষ ৪ ওভারে একটিও বাউন্ডারি মারতে না পেরে ৭ রানে ম্যাচ হেরে বসল লখনউ। ২০ নম্বর ওভারে ১২ রান দরকার পরিস্থিতিতে চার বলে ৪ উইকেট। মোহিত শর্মা (১৭/২) শেষ ওভারে ৪ রান খরচ করে উত্তেজক জয় এনে দিলেন গুজরাটকে।

হার্দিক–মোহিতের সঙ্গে গুজরাটের নায়ক ঋদ্ধিও

ওপেনিংয়ে নেমে গুজরাট টাইটান্সকে ভরসা জোগালেন ঋদ্ধিমান সাহা। শনিবার।

একানা স্টেডিয়ামের মন্থর, লো বাউন্সের উইকেটে শেষদিকে হার্দিক পান্ডিয়ার (৫০ বলে ৬৬) ঝড়টুকু সরিয়ে রাখলে প্রায় একই ছবি ছিল গুজরাট ইনিংস জুড়েও। দ্বিতীয় ওভারেই বল করতে এসে শুভমান গিলকে (০) তুলে নেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (১৬/২)। এরপর ঋদ্ধিমান সাহা (৩৭ বলে ৪৭) ও হার্দিক ৬৮ রানের জুটি গড়লেও নিজেদের ঘরের মাঠে বাইশ গজে শট খেলতে সমস্যায় পড়েছেন। আইপিএল কেরিয়ারের ১৫০তম ম্যাচে ঋদ্ধি দেখালেন ক্যামিও ইনিংসের অ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে ক্রিকেটীয় শটে ভরসা রেখেও দলকে তিনি টানতে পারেন। কিন্তু তাঁদের জুটির পর আর কেউ ভরসা দিতে না পারায় গুজরাট আটকে যায় ১৩৫/৬ স্কোরে। নজিরবিহীনভাবে বল টাইমিং করতে সমস্যায় পড়েছেন ডেভিড মিলারও (১২ বলে ৬)।

রানতাড়ায় নেমে প্রথমে কাইল মেয়ার্স (২৪) ও পরে ক্রুণালের (২৩) সঙ্গে জুটি গড়ে দলকে জয়ের পথেই রেখেছিলেন অধিনায়ক লোকেশ (৬১ বলে ৬৮)। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল রাজস্থান রয়্যালসকে সরিয়ে পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বর জায়গা নিতে চলেছে লখনউ, তখনই নুর আহমদ (১৮/২), মহম্মদ সামিদের (১৮/০) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে একটু একটু করে হারের দিকে এগিয়ে গেল লোকেশ ব্রিগেড। ১৯.২ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকেও দলের হারের কারণ বুঝে উঠতে পারছেন না লখনউ অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে একরাশ বিস্ময় নিয়ে লোকেশ বলেছেন, 'ঠিক কি হল ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কীভাবে এটা হল বুঝতে পারছি না। কোথা থেকে যে ম্যাচ ঘুরে গেল, এখনও ধরতে পারিনি।' অন্যদিকে দার্শনিক হার্দিক শুনিয়েছেন, 'দুটো ম্যাচ আমরা শেষমুহূর্তে হাতছাড়া করেছি। তারপর আজকের এই জয়। মনে হচ্ছে, ভগবান আমাদের পাশ থেকে একেবারে সরে যায়নি।'

শেষবেলায় লখনউয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন মোহিত শর্মা।

মুম্বইয়ে সূর্যোদয় আটকালেন অর্শদীপ

পাঞ্জাব কিংস–২১৪/৮
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স– ২০১/৬

মুম্বই, ২২ এপ্রিল : ম্যাচের মাঝেই হ্যাপি বার্থডের সুর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ডাগআউটে। বাইশ গজে তখন রাজত্ব চলছে পাঞ্জাব কিংসের স্টপগ্যাপ ক্যাপ্টেন স্যাম কুরানের (২৯ বলে ৫৫)। কিন্তু সব ভুলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম মেতে উঠল প্রিয় সন্তান শচীন তেন্ডুলকারের ৫০তম জন্মদিনের আগাম উদযাপনে। ২৫ এপ্রিল মুম্বইয়ের ম্যাচ রয়েছে আহমেদাবাদে। দলের মেন্টর শচীনের জন্মদিন ২৪ তারিখে বাণিজ্যনগরীতে থাকা নিয়ে সংশয় আছে। এদিন তাই পাঞ্জাব ইনিংসের দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক টাইমের সময়ই কেক কেটে ফেললেন শচীন। বাইশ গজ থেকে তাঁকে জন্মদিনের উপহার এনে দিতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন ক্যামেরন গ্রিন (৪৩ বলে ৬৭), সূর্যকুমার যাদব (২৬ বলে ৫৭), রোহিত শর্মারা (২৭ বলে ৪৪)। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শেষ ওভারে অর্শদীপ সিংয়ের (২৯/৪) নিখুঁত নিশানায় ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষমতা নীল ঢেউয়ের ওয়াংখেড়েকে হতাশায় ভরিয়ে দেয়। টিম ডেভিড (১৩ বলে অপরাজিত ২৫) চেষ্টা করলেও তাঁকে স্ট্রাইক দিতে ব্যর্থ তিলক ভার্মা (৩), নেহাল ওয়াধেরা (০)। সম্ভাবনা জাগিয়েও মুম্বই আটকে যায় ২০১/৬ স্কোরে।

নিয়মিত অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান নেই। তারপরও জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফুটতে থাকা মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ক্রিকেটে চমকে দিয়েছিল পাঞ্জাব। নেপথ্যে কুরানের সঙ্গে চার জুনিয়ার সতীর্থ প্রভসিমরন সিং (১৭ বলে ২৬), অথর্ব তাইদে (১৭ বলে ২৯), হরপ্রীত সিং (২৮ বলে ৪১) ও জিতেশ শর্মার (৭ বলে ২৫) দাপট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে পাঞ্জাবের হারের পর নিলামে কুরানের ১৮ কোটি টাকা দর ওঠা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। এদিন ব্যাট হাতে তার জবাব দিলেন স্যাম। সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই পাঞ্জাব পৌঁছায় ২১৪/৮ স্কোরে। তাঁদের দাপট প্রশ্ন তুলে দিল জোফ্রা আর্চারের (৪২/১) ফিটনেস নিয়ে। গতকালই বলেছিলেন চোটের পর পুরোনো গতিতে ছুটতে সময় লাগে। আজ তাঁর ৪ ওভারের বোলিং কোটায় সেটা পরিষ্কার। আর্চারের পরিচিত বুলেট গতির ইয়র্কারের একটাও দেখা মিলল না। প্রথম দুই ওভারে সুইং মেলায় অর্জুন তেন্ডুলকারকে কার্যকর দেখাচ্ছিল। এই সময় প্রভসিমরনের উইকেটটিও নিলেন। কিন্তু ডেথ ওভারে তাঁর মন্থর গতি ব্যাটারদের কাছে ধরা পড়ে যায়। সঙ্গে ছন্দে থাকা পীযূষ চাওলাকে (১৫/২) তাঁর কোটার চতুর্থ ওভার না দেওয়াটাও মুম্বইয়ের বিপক্ষে গিয়েছে।

» শেষ ওভারে জোড়া ইয়র্কারে উইকেট শিকারের পর অর্শদীপ সিং।

আকাশের সঙ্গে চুক্তি পাকা বাগানের

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : আকাশ মিশ্রের সঙ্গে চুক্তি পাকা হয়ে গেল মোহনবাগানের। অন্যদিকে, জাতীয় দলের তারকা গোলরক্ষক ওড়িশা এফসি–র অমরিন্দার সিংকে প্রস্তাব দিল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে হুয়ান ফেরান্দোর দলের অনুশীলন। ৩ মে এএফসি কাপের প্লে–অফে যাওয়ার নির্ধারণ ম্যাচ। হায়দরাবাদ এফসি–র সঙ্গে এই ম্যাচের জন্য কলকাতায় থেকে গিয়েছেন সব বিদেশিই। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ব্রেন্ডান হামিলকেও। ঘটনা হল, তিরির পারফরমেন্সে একেবারেই খুশি নন ফেরান্দো। তাঁর চোট যে এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সুপার কাপেই। তাই হামিলকে দেশ থেকে আসতে হচ্ছে হায়দরাবাদ ম্যাচ খেলতে। তার আগেই অবশ্য হায়দরাবাদের তরুণ তারকা আকাশ মিশ্রের সঙ্গে চুক্তি পাকা করে ফেলল মোহনবাগান। বহুদিন ধরেই এই লেফট ব্যাককে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। শুরুতে তাঁর জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করা হলে কিছুটা পিছিয়ে যায় মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোচ চাইছিলেন, শুভাশিস বসুর জায়গায় একজন তরুণ ফুটবলারকে দলে নিতে। যেভাবে গত মরশুমে রাইট ব্যাকে নেওয়া হয়েছে আশিস রাইকে। তাই শেষপর্যন্ত লম্বা চুক্তিতে নেওয়া হল আকাশকে। তিন বিদেশি স্টপারের মধ্যে হামিলই প্রথম পছন্দ ফেরান্দোর। যদি দ্বিতীয় স্টপার রাখা হয় তাহলে থাকবেন স্লাভকো ডামজানোভিচ। জনি কাউকোর কী পরিস্থিতি দেখার পরেই সিদ্ধান্ত হবে। তাই হুগো বৌমৌসকে ছাড়া হচ্ছে না। সবমিলিয়ে মোটামুটি তৈরি মোহনবাগান।

অমরিন্দারকে প্রস্তাব ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গলে কোচ ঠিক না হলেও নতুন ফুটবলার নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আগেই নন্দকুমার শেখর ও এডউইন ভন্সপালের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এবার প্রস্তাব দেওয়া হল তারকা গোলরক্ষক অমরিন্দার সিংকে। চলতি মরশুমে কমলজিৎ সিং যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করা সত্ত্বেও আরও একজন পরিচিত গোলরক্ষককে নেওয়ার ভাবনা কেন, তা পরিষ্কার নয়। দেবজিৎ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলা হলেও তাঁর জন্য চেন্নাইয়ান এফসি ট্রান্সফার ফি দাবি করায় হাত গুটিয়ে নেওয়া হয়।

ড্র আর্সেনালের

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে সাদাম্পটনের সঙ্গে ৩–৩ গোলে ড্র করল আর্সেনাল। ম্যাচের শেষ মিনিটে বুকায়ো সাকা গোল না করলে হেরেই মাঠ ছাড়তে হত মিকেল আর্তেতার দলকে। এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচ জয়ের মুখ দেখতে পেল না আর্সেনাল। তবে ৩২ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষেই রইল আর্সেনাল। কিন্তু সুবিধা পেয়ে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার দলের পয়েন্ট ৭০। তবে সিটিজেনরা গানার্সদের থেকে দুই ম্যাচ কম খেলেছেন।

জিতল পিএসজি

অ্যাঞ্জার্স, ২২ এপ্রিল : ১১তম লিগ ওয়ান ট্রফি জয়ের আরও কাছে প্যারিস সাঁ জাঁ। শুক্রবার কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে অ্যাওয়ে ম্যাচে অ্যাঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ২–১ গোলে জিতল পিএসজি। ৯ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। ২৬ মিনিটে লিওনেল মেসির পাস থেকে স্কোর দ্বিগুণ করেন তিনিই। ৮৭ মিনিটে অ্যাঞ্জার্সের গোলটি সাড়া থিউবের। ৩২ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি।

হার বায়ার্নের

মেইঞ্জ, ২২ এপ্রিল : বুন্দেশলিগায় শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ১–৩ গোলে মেইঞ্জের বিরুদ্ধে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। ২৯ মিনিটে সাদিও মানের গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৩ গোল তুলে নিয়ে ম্যাচ জিতে যায় মেইঞ্জ।

বিশ্বকাপেও প্র্যাকটিস করত না শচীন : ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : শচীন তেন্ডুলকার। শুধু ভারতেই নয়, গোটা বিশ্ব ক্রিকেটে অন্যতম একটি নাম। বহু বছর আগে প্রাক্তনের খাতায় নাম লেখালেও বিভিন্ন রকমভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের মালিক। তবে ২০০৩ ওডিআই বিশ্বকাপ চলাকালীন নেটে কোনওরকম ব্যাট করেননি শচীন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এই অবাক করা বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁরই প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিং।

ভাজ্জি বলেছেন, 'শচীন পাজির সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে, উনি আমার জীবনের একজন পথ প্রদর্শক। একটা ছোট মজার গল্প বলি। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ চলাকালীন তিনি একদিনও নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করেনি। শচীনের বিশেষত্ব বোঝার জন্য এই ছোট গল্পটাই যথেষ্ট।' সেই বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান করে প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছিলেন শচীন। ২৪ এপ্রিল ৫০ বছরে পা রাখবেন মাস্টার ব্লাস্টার।

যুবির জীবনের কোচ তেন্ডুলকার

শচীনকে নিজের 'জীবনের কোচ' বললেন যুবরাজ সিং। টিম ইন্ডিয়ার এই প্রাক্তন বাঁহাতি অলরাউন্ডারের মতে, 'আমি যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতাম, তখন আমাদের সবধরনের কোচ ছিল। কিন্তু আমি ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়লেই শচীন পাজির কাছে যেতাম। উনি সমস্যার সমাধান বের করে দিতেন। সে শুধু আমার ক্রিকেটীয় আইডল ছিল না, জীবনের কোচ ছিল।'

রিচাকে ধোনির রূপে দেখতে চান ভরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : জোড়া বিশ্বকাপ খেলে রিচা ঘোষ ঘরে ফেরার পরই উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল শিলিগুড়ি। এরপর ক্যালেন্ডারের হিসেবে কেটে গিয়েছে ঠিক এক মাস। কিন্তু রিচাকে নিয়ে শহরবাসীর আবেগের রেশ থেকে গিয়েছে এখনও। শনিবার দুপুরে দীনবন্ধু মঞ্চে পুরনিগমের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যা ভালোই টের পাওয়া গেল। শহরের প্রথম বিশ্বজয়ীর টানে শুধু ক্রিকেট নয়, চলে এসেছিল দাবা, খো খো, ফুটবলের লোকজনেরা। সেখানেই ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহ বাড়িয়ে রিচার উদ্দেশে ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভরত ছেত্রীর পরামর্শ, মহেন্দ্র সিং ধোনির পথে হেঁটে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করুক শিলিগুড়ির মেয়ে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খুদেদের সঙ্গে রিচা ঘোষ ও ভরত ছেত্রী।

রিচার সঙ্গে এদিন ভরতকেও সংবর্ধনা দেওয়া হল। সেই অনুষ্ঠানে শুধু মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা ছাড়াও, এসেছিল শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনও। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ, দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে উপস্থিত ছিল দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থা, মহকুমা খো খো সংস্থা, শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি, শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবও। বছর তিনেক আগে আন্তঃজেলা ক্রিকেটে রানার্স শিলিগুড়ি মহিলা দলের সদস্য রিচাকে সংবর্ধিত করল তাঁর সেই সময়ের সতীর্থরাও। তাঁকে নিয়ে আবেগের বন্যা দেখে চুপ করেই থাকলেন রিচা। হয়তো ব্যাট হাতেই এই ভালোবাসার মর্যাদারক্ষার শপথ নিলেন।

ভরত চেষ্টা করেছেন, তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহসটা আরও বাড়িয়ে দিতে। বলেছেন, 'ধোনির মতো রিচাও উইকেটকিপার–ব্যাটার। ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাট করে দলের জয় নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকে ওর ওপরও। মাত্র উনিশেই রিচা যে পরিণতবোধের পরিচয় দিচ্ছে তাতে আমি স্বপ্ন দেখি ধোনির মতোই ও একদিন দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেবে।' একইসঙ্গে ভরত চান শিলিগুড়িকে হকির মাঠেও এগিয়ে দিতে। বলেছেন, 'অ্যাস্ট্রোটার্ফ ছাড়াও হকি খেলা যায়। এই শহরে কীভাবে হকির প্রসার ঘটানো যায় তা নিয়ে মেয়রের সঙ্গে কথা চলছে।'

ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

জোড়া খেতাব শ্রেণাক্ষীর

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : রাজ্য সাব–জুনিয়ার স্টেট র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে জোড়া খেতাব পেল জলপাইগুড়ির শ্রেণাক্ষী মণ্ডল। শনিবার অনূর্ধ্ব–১৩ মেয়েদের ফাইনালে তার কাছে ২১–১৭, ২১–১৬ পয়েন্টে জলপাইগুড়িরই সোনিকা বণিককে হেরে যায়। অনূর্ধ্ব–১৫ মেয়েদের ডাবলসেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রেণাক্ষী। ফাইনালে সোনিকাকে নিয়ে সে ২১–১১, ২১–১৯ পয়েন্টে হাওড়ার অরিত্রিকা হাজরা–অলিভা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে জয় পায়।

রাজ্য ব্যাডমিন্টনে সফল শ্রেণাক্ষী মণ্ডল (বাঁয়ে) ও সোনিকা বণিক।

অনূর্ধ্ব–১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হাওড়ার প্রতিষ্ঠা পাল। ফাইনালে সে ১৩–২১, ২১–১৭, ২১–১৭ পয়েন্টে অর্মিকা চক্রবর্তীকে হারিয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব–১৩ ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন অর্মিকা–প্রতিষ্ঠা। তারা ২১–১৪, ২১–১২ পয়েন্টে আয়েত্রী মুখোপাধ্যায়–তিয়াস কর্মকারের বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব–১৫ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন পূর্ব মেদিনীপুরের ঈশান সরকার। সে ২১–১৮, ২৩–২১ পয়েন্টে পশ্চিম কলকাতার সায়নদীপ চক্রবর্তীকে হারিয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব–১৫ বিভাগে ডাবলসে রানার্স সোহম সারোগী–মুসকান রাউত। পুরস্কার তুলে দেন রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব শেখর বিশ্বাস, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি ইনডোর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রতন গুহ প্রমুখ। **ছবি : জ্যোতি সরকার**

ফাইনালে ওড়িশা

কোঝিকোড়, ২২ এপ্রিল : সুপার কাপের ফাইনালে ওড়িশা এফসি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩–১ গোলে জিতেছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র বিরুদ্ধে। ২ মিনিটে উইলমার গিলের গোলে নর্থইস্ট এগিয়ে যায়। কিন্তু ১১ ও ৬২ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের গোলে ওড়িশা লিড পেয়ে যায়। ৮৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান দিয়েগো মৌরিসিও।

ফাইনালে ম্যান সিটি

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : এফএ কাপের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে তারা ৩–০ গোলে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন রিয়াদ মাহরেজ। ৬১ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। ৬৬ মিনিটে মাহরেজের হ্যাটট্রিকে সিটির ফাইনাল নিশ্চিত হয়। ৬৮ মিনিট পর্যন্ত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে মাঠে রাখেন পেপ গুয়ার্দিওলা। যদিও হাল্যান্ড গোল পাননি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in